উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮১,৬৩৫.৯১ (+৩২৯.০৬)
নিফটি : ২৪,৯৬৭.৭৫ (+৯৭.৬৫)

প্রয়াত জয় বন্দ্যোপাধ্যায়
টানা আটদিন ভেন্টিলেশনে ছিলেন। শেষপর্যন্ত লড়াই থামল। প্রয়াত হলেন নয়ের দশকের জনপ্রিয় অভিনেতা তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। » ৭

হিসেব না দিলে অনুদান বন্ধ
কোন কোন পুজো কমিটি দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে হিসেব দেয়নি, সে সম্পর্কে রাজ্যের থেকে বিস্তারিত তথ্য তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৫°	৩৫°	৩৪°	৩৫°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৭°	২৭°	২৬°

ধুঁকছে আয়ুষ্মান ভারত
আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে হাসপাতালের বকেয়া বিল দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.২১ লক্ষ কোটি টাকা। ফলে রোগীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে বহু বেসরকারি হাসপাতাল। » ১০

৯ ভাদ্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 26 August 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 99

ঝোরায় পড়ল গাড়ি, মৃত ৩

শোকে হাঁড়ি চড়ল না গ্রামে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ অগাস্ট : একদিনে প্রাণ গেল তিন তরুণ-তরুণীর। জখম আরও বহু। শোকে হাঁড়ি চড়ল না গোটা গ্রামে। এর দায় কার, এখন সেই উত্তরই খুঁজে বেড়াচ্ছে ডায়নাপাড়ের প্রত্যন্ত খেরকাটা।

কৃষি অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পরিচিত ওই গ্রামটি আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। চাষবাস ছাড়া উপার্জনের উৎস বলতে আর কিছুই নেই। যাঁদের জমি নেই তাঁরা জনমজুরের কাজ করেন। সকালে বেরিয়ে পড়েন আশপাশের আর পাঁচটা গ্রামের উদ্দেশে। সূর্য ডুবলে গ্রামে ফেরেন সকলে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত চায়ের ভরা মরশুম এলে অনেকের প্রাণেও যেন জল আসে। অন্তত ৬ মাস বিঘাশ্রমিকের কাজ তো জুটবে। আর গাঠিয়া চা বাগানে সেই কাজে যাওয়ার পথেই সোমবার সকালে বিপর্যয় নেমে এল। ওই এলাকা সহ লাগোয়া খয়েরবাড়ি গ্রাম মিলিয়ে ৩০ জনের মতো শ্রমিকবোঝাই পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাহাড়ি ঢালের রাস্তা থেকে খাদে পড়ে যায়। খেরকাটার একই পরিবারের দুজন সহ তিনজনের মৃত্যু হয়। তাঁদের বয়স ১৮ থেকে ২৬-এর মধ্যে। এদিন যাঁরা জখম হয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকে সাবালক হলেও অনেকেরই বয়স খুব একটা বেশি নয়।

সিমরণ ছেত্রী নামে এক তরুণী এদিন দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন। বাবা কুণাল ছেত্রী পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে এখন কেরলে। সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে আহত মেয়েকে দেখতে এসে মা শোভা বলেন, 'পরিবারের খরচ জোগাতে মেয়েও কাজে যায়। বাড়িতে বসে থেকেই বা লাভ কী? এমনটা যে ঘটে যাবে তা কি আর কখনও ভেবেছিলাম?'

এরপর আটের পাতায়

ডংঝোরায় পড়ে যাওয়া বিঘা শ্রমিকবোঝাই সেই গাড়ি।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর শুনসান খেরকাটা গ্রাম।

দুর্ঘটনায় চা শ্রমিকরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার সকালে গাঠিয়া চা বাগানে বিঘাশ্রমিকদের কাজে নিয়ে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যান ঝোরায় পড়ে যাওয়ায় তিনজনের মৃত্যু হল। দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন অন্তত ২৯ জন। তাঁদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতদের নাম মনীষা নাগাশিয়া (১৮), সুন্দর মাঝি (২৫) ও মনীষা খালকো (২৬)। এঁদের মধ্যে প্রথম দুজন একই পরিবারের। সম্পর্কে ভ্রাতৃবধূ ও ভাশুর। তিনজনেরই বাড়ি নাগরাকাটার খেরকাটা গ্রামে। এই ঘটনাকে ঘিরে শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ঘটনা। তদন্ত শুরু হয়েছে। উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

অন্যদিনের মতো সোমবার সকালেও খেরকাটা ও খয়েরবাড়ি গ্রামে বেশ কয়েকজন বাসিন্দা পিকআপ ভ্যানে চেপেছিলেন গাঠিয়া চা বাগানে যাওয়ার জন্য। চায়ের ভরা মরশুমে বিঘা শ্রমিকের কাজ করতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। বাগান সূত্রে খবর, ওই শ্রমিকরা গাঠিয়ার আপার ডিভিশনের সুহাসিনী সেকশনে কাজ করতে যাচ্ছিলেন। এলাকাটি পৌঁছানোর রাস্তা ঢেউ খেলানো। যে কারণে বাগানের বিএল-৮ সেকশনের আগে অন্য দিন শ্রমিকবোঝাই গাড়িগুলি থামিয়ে দেওয়া হয়। হেঁটে ওই উঁচুনীচু অংশ পার হয়ে গন্তব্যে পৌঁছান শ্রমিকরা। এদিন পিকআপ ভ্যানের চালক গাড়ি চালিয়েই শ্রমিকদের সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তা থেকে প্রায় ১৫-২০ ফুট নীচে ডংঝোরা নামে একটি ছোট

এরপর আটের পাতায়

বিপদের যাত্রা

- খেরকাটা ও খয়েরবাড়ি প্রায় ৪০ জন পিকআপ ভ্যানে চেপে বাগানে বিঘা শ্রমিকদের কাজে যাচ্ছিলেন
- উঁচু-নীচু পাহাড়ি রাস্তায় বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারায় গাড়ি
- প্রায় ২০ ফুট নীচে ডংঝোরায় আছড়ে পড়ে গাড়িটি
- মাল সুপারস্পেশালিটিতে ভর্তি ১৪ জন, দুজনের অবস্থা গুরুতর

ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়া ঘুম কাড়ছে

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : নাগরাকাটা নিয়ে ঘুম উড়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের। ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা জেলার মধ্যে সব থেকে বেশি নাগরাকাটা ব্লকে। ডেঙ্গির পাশাপাশি জেলায় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ব্লক হিসাবে এক নম্বরে রয়েছে নাগরাকাটা। রাজ্যের মধ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা। ফলে ডেঙ্গি নিয়ে যথেষ্টই উদ্বিগ্ন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং জেলা প্রশাসন।

সোমবার ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া সহ বিভিন্ন মশা এবং পতঙ্গবাহিত রোগ নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনের সঙ্গে রাজ্যের জেলাগুলির বৈঠক হয়। রাজ্যের ডেঙ্গি আক্রান্তের তালিকায় জলপাইগুড়ি প্রথম দিকে থাকায় স্বাস্থ্য ভবন থেকেও বিশেষ পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসীম হালদার বলেন, 'নাগরাকাটায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। নাগরাকাটা ব্লকের ওপর আমাদের বিশেষ নজরদারি রয়েছে। জ্বরে আক্রান্তদের খোঁজ করতে আশাকর্মীদের চা বাগান এলাকায় বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার কাজে জোর দিতে বলা হয়েছে।'

সূত্রের খবর, চলতি বছর এখনও পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তদের চিহ্নিত করতে সরকারি ল্যাবরেটরিতে প্রায় সাড়ে পনেরো হাজার রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সপ্তাহখানেক আগেও ডেঙ্গি আক্রান্ত নিয়ে রাজ্যের তালিকায় জলপাইগুড়ি অনেকটাই পেছনে ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলির পরেই জলপাইগুড়ি জেলার নাম এসেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর এদিন পর্যন্ত জেলায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪৯। এই মুহূর্তে জেলার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ১৭ জন ডেঙ্গি আক্রান্ত ভর্তি রয়েছেন। গত বছরের তুলনায় এবার আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই বেশি হওয়ায় উদ্বিগ্ন চিকিৎসকরা।

২০২২ সালে মাল ব্লকে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা সব থেকে বেশি হয়েছিল। সেই সময় মূলত বাগ্রাকোট চা বাগানই ডেঙ্গির আঁতুড় হিসাবে চিহ্নিত হয়। এবছর জুলাই মাস থেকে নাগরাকাটা ব্লকে চোখ রাঙাতে শুরু করে ডেঙ্গি। সংশ্লিষ্ট ব্লকের চার্চ লাইন, নাগরাকাটা বাজার, যমুনা মোড়, চাদর লাইন, সার্কাস লাইন, হিলা চা বাগান এবং জিতি চা বাগান এলাকায় ডেঙ্গির প্রকোপ সব থেকে বেশি। দেড় মাস আগেও নাগরাকাটা ব্লকে মাত্র ১০ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত ছিলেন। সেই

> নাগরাকাটায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। তবে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। নাগরাকাটা ব্লকের ওপর আমাদের বিশেষ নজরদারি রয়েছে।
>
> **অসীম হালদার**
> মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

জায়গায় এদিন পর্যন্ত নাগরাকাটায় ১৮১ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হওয়ায় ব্লকের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ডেঙ্গির পাশাপাশি ম্যালেরিয়া আক্রান্তের তালিকাতেও জেলার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে নাগরাকাটা ব্লক। চলতি বছর এদিন পর্যন্ত জেলায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৭৭ জন। তাঁদের মধ্যে ১৫৮ জনই নাগরাকাটা ব্লকের বাসিন্দা। ডেঙ্গি আক্রান্তের তালিকায় জেলার মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লক। এই ব্লকে চলতি বছর এদিন পর্যন্ত ৪৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন। রাজগঞ্জ এবং মেটেলি ব্লকে ৪৪ জন করে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। জেলার পুরসভাগুলির মধ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে জলপাইগুড়ি পুরসভা। চলতি বছর এদিন পর্যন্ত ১৯ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন।

পরিকাঠামো সত্ত্বেও কাজে আসছে না ল্যাব

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ভাইরাস ঘটিত রোগের নমুনা পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় নির্দিষ্ট ল্যাবরেটরি রয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ছাড়া অধিকাংশ জায়গাতেই তা কাজে লাগছে না। ফলে রোগ এবং আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও, সে সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণায় পৌঁছানো যাচ্ছে না। নির্দিষ্ট সময়ে সঠিক চিকিৎসা, সতর্কতা এবং সচেতনতার ক্ষেত্রে খামতি থেকে যাচ্ছে বলে মনে করছেন চিকিৎসকদের বড় একটা অংশ। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের লেপ্টোস্পাইরোসিসের বাড়বাড়ন্তের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে ব্যাকটেরিয়ার নমুনা পরীক্ষা না হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে আনছেন অনেক চিকিৎসক। তাঁদের বক্তব্য, ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে স্ক্রাব টাইফাস, হেপাটাইটিস থেকে লেপ্টোস্পাইরোসিস সংক্রমণ উত্তরবঙ্গজুড়েই রয়েছে। প্রচুর রোগী বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে আসছেন। কিন্তু নমুনা পরীক্ষা না হওয়ায় অনুমানের ভিত্তিতে রোগীদের উপসর্গ জেনে চিকিৎসা করা হচ্ছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের সহ অধিকর্তা ডাঃ পূরণ শর্মা বলেছেন, 'প্রয়োজন হলে সব জেলাতেই টেস্ট করা হবে। আপাতত উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ল্যাবেই নমুনা পাঠানো হচ্ছে।' যদিও হেপাটাইটিস-এ'র টিকাকরণ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

ভাইরাস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু যন্ত্র পড়ে রয়েছে ল্যাবরেটরিগুলিতে। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে লেপ্টোস্পাইরোসিসের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল। অভিযোগ, প্রথমদিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বর্তমানে গ্রামের পর গ্রামে এই রোগে আক্রান্ত সাধারণ মানুষ। মাসের শেষে এসেও প্রতিদিনই নতুন নতুন রোগীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। শুধু লেপ্টোস্পাইরোসিস নয়, এই গ্রামগুলিতে স্ক্রাব টাইফাস,

এরপর আটের পাতায়

নর্দমার কাদা মেখে দৌড় বিধায়কের

রিমি শীল ও পরাগ মজুমদার

কলকাতা ও বহরমপুর, ২৫ অগাস্ট : নর্দমায় লাফিয়ে পড়ে সুবিধা হল না। সোম-সকালে যেন 'শনি' নাচল বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার কপালে। সিবিআইয়ের জালে পড়ে ১৩ মাস বন্দি ছিলেন তিনি। ১৫ মাসের মাথায় আবার গ্রেপ্তার হলেন। এবার ইডি'র হাতে। সোমবারই আদালত তাঁকে ছয়দিনের জন্য ইডি'র হেপাজতে দিয়েছে।

মুর্শিদাবাদের বড়ঞায় বাড়িতে ইডি আধিকারিকদের ঢুকতে দেখে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাঁচিল টপকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন জীবনকৃষ্ণ। ওই সময় তাঁর মোবাইল দুটি নর্দমায় ফেলে দেন। নিজেও ঝাঁপ দেন নর্দমায়। পিছন পিছন তাড়া করেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। প্রায় ১৫ মিনিট ছোটাছুটি ও কাদায় মাখামাখি হওয়ার পর ধরা পড়েন তিনি। ততক্ষণে ভয়ে, আতঙ্কে তাঁর করুণদশা। বারবার তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'মারবেন না, মারবেন না, দাঁড়ান আমি উঠছি।'

গ্রেপ্তারির সময় ভ্যাবাচ্যাকা মুখে বিধায়ক।

পরনের গেঞ্জি, প্যান্ট তখন জলে-কাদায় ভিজে গিয়েছে। ইডি আধিকারিকরা ধরাধরি করে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যান। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে সিবিআইয়ের হাতে ধরা পড়ার সময় ঠিক একই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন এই তৃণমূল বিধায়ক। তখনও মোবাইল বাড়ির পাশে পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন। সেবার পুকুরে জাল ফেলে মোবাইল উদ্ধার করেছিল সিবিআই। সোমবার নর্দমার কাদা ঘেঁটে মোবাইল তুলে আনে ইডি।

ভেজা পোশাক পরিবর্তন করিয়ে বীরভূমের দেবগ্রাম হাইস্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক জীবনকৃষ্ণকে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি। তাঁর গাড়ির চালক রাজেশ ঘোষকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লেনদেনে নজর ছিল ইডি'র। অভিযোগ, চাকরির নাম করে বেআইনিভাবে টাকা তুলেছিলেন জীবনকৃষ্ণ। আদালতে সেই যুক্তি দেখিয়েছেন তদন্তকারীরা।

বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলীয় বিধায়কের গ্রেপ্তারে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা দেখছে তৃণমূল। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'নির্দিষ্ট কোনও গ্রেপ্তার নিয়ে কিছু বলছি না। প্রধানমন্ত্রী জেনে গিয়েছেন, এরাজ্যে বিজেপিকে দিয়ে কিছু হবে না।

এরপর আটের পাতায়

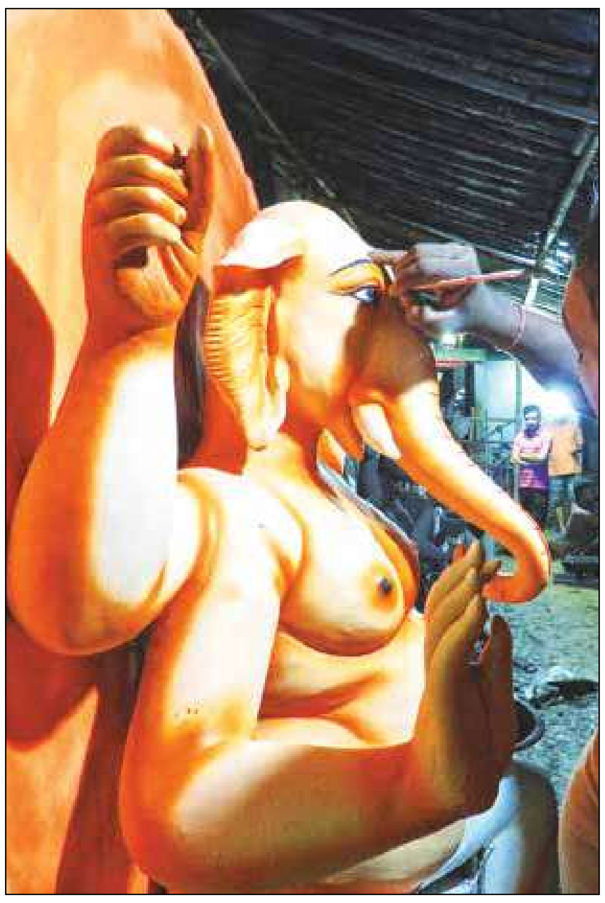

গণপতি বাপ্পা মোরিয়া... বুধবার গণেশ চতুর্থী। তার আগে চক্ষুদান পর্ব।

মা আসছেন
৩৩
দিন পর

এডিশন স্পেশাল

মোদির ডিগ্রি প্রকাশে না কোর্টের

» দশের পাতায়

কথায় কথায়

হেরে যাওয়া সাংবাদিকের চিঠি ও ঘোর বাস্তব কথা

আশিস ঘোষ

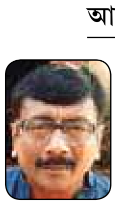

বিভুরঞ্জন সরকার। এপারে একেবারেই অচেনা একটা নাম। ওপারে তিনি পরিচিত সাংবাদিক হিসেবে। বয়স ৭১। দীর্ঘদিন, প্রায় পাঁচ দশক বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছেন। ২১ অগাস্ট ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ি থেকে সকালে বেরিয়েছিলেন বিকেলে ফিরে আসবেন জানিয়ে। আর ফেরেননি। পরদিন বিকেলে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মেঘনা নদীতে একজনের দেহ ভাসতে দেখে পুলিশ। তাঁর ছেলে ঋত দেহটি তাঁর বাবার বলে শনাক্ত করেছেন।

এমনিতে আত্মহত্যা এখন এপারে-ওপারে বিরল নয়। এক সাংবাদিকের আত্মহনন বিরাট কোনও খবরও নয়। নানা কারণে মানুষ নিজেকে শেষ করে দেয়। এটা তেমন কিছু হলে বড়জোর সংবাদপত্রের ভিতরের পাতায় তিন সেন্টিমিটারের খবর হত। তা নিয়ে লেখালেখি হত না। লোকের চর্চাতেও আসত না। সীমান্ত পেরিয়ে এপারে চোখে পড়ার তো কথাই নয়।

কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে বিভুরঞ্জন যে দীর্ঘ চিঠি লিখে রেখে গিয়েছেন, তার বিষয়বস্তু চর্চার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি খোলাখুলি লিখে গিয়েছেন, তাঁর এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণগুলি কী কী। এবং কী আশ্চর্য, দুই দেশের মধ্যে নানা আকচা-আকচি সত্ত্বেও

এরপর আটের পাতায়

আরও ৩ জয়রাইড, পুজো এবার জমজমাট

দিনভর খেলনা গাড়িতে বসে বসে দার্জিলিং যাওয়া আপনার পক্ষে দুঃসাধ্য? তবে আর চিন্তা নেই। এবার স্বল্প দূরত্বেও মজা নিতে পারবেন খেলনা গাড়ির। সঙ্গে থাকছে পাহাড় এমনকি চা বাগান ঘুরে দেখার সুবর্ণ সুযোগও।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : মিঠে রোদ এসে পড়েছে গায়ে। জানলার ধারে সিটে বসে আপনি আপন খেয়ালে গুনগুনিয়ে যাচ্ছেন, 'আমার মন বসে না শহরে, ইট পাথরের নগরে...'। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথ ধরে খেলনাগাড়ি এগিয়ে চলেছে ঢিমেতালে। কিছুক্ষণ পর গন্তব্য এল। আপনি নামলেন রংটংয়ে। চার ঘণ্টা স্টেশনে থাকবে টয়ট্রেনটি। এই সময়ে নিজের ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে পারেন আশপাশে। ঢুকতে পারেন চা ফ্যাক্টরিতে কিংবা সবুজ বাগিচার মাঝে দাঁড়িয়ে তুলতে পারেন ছবি। চেখে দেখার সুযোগ রয়েছে পাহাড়ের স্থানীয় খাবার।

এ তো গেল মাত্র একটি জয়রাইডের সুবিধা। আরও দুটো ভিন্ন স্বাদের জয়রাইড পর্যটকদের জন্য আনতে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। পাহাড়প্রেমীদের জন্য পুজোর উপহার। রেলের এই উদ্যোগ পর্যটনশিল্পের জন্য 'মাস্টারস্ট্রোক' মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আমরা তিনটে নতুন জয়রাইড চালু করছি। সবক'টির ভাড়া কম রাখা হচ্ছে। তিনটি রাইডের বিশেষ বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। আশা করছি, পর্যটকদের পছন্দ হবে।'

২৩ অগাস্ট দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল। ওইদিন প্রথম শিলিগুড়ি জংশন থেকে কার্সিয়াংয়ের উদ্দেশ্যে ছুটেছিল টয়ট্রেন। দিনটিকে স্মরণে রেখে ডিএইচআরের তরফে একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের নিয়ে দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্ত টয়ট্রেনের

ধোঁয়া উড়িয়ে পাহাড়পথে ছুটছে টয়ট্রেন। -ফাইল চিত্র

রাইড হয়েছে। প্রতিষ্ঠা দিবসেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, নতুন জয়রাইড চালু করা হবে। একটি দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং, দ্বিতীয়টি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রংটং এবং তৃতীয়টি কার্সিয়াং থেকে মহানদী পর্যন্ত।

প্রথম জয়রাইডের নাম দেওয়া হয়েছে 'টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল'। ট্রেনটি সপ্তাহে তিনদিন- শুক্র, শনি ও রবিবার চলবে। বেলা ১২টায় শিলিগুড়ি জংশন থেকে ছেড়ে রংটং পৌঁছাবে দেড়টায়। চার ঘণ্টা রংটংয়ে দাঁড়াবে খেলনাগাড়ি। সেই সময়টুকু পর্যটকরা নিজেদের মতো করে কাটাতে পারবেন।

দ্বিতীয় জয়রাইডের নাম রাখা হয়েছে, 'দার্জিলিং-কার্সিয়াং স্টিম স্পেশাল'। শতবর্ষ পুরোনো হেরিটেজ স্টিম ইঞ্জিনে রাউন্ড ট্রিপের ব্যবস্থা থাকছে। প্রতি শনিবার দার্জিলিং থেকে রওনা হবে টয়ট্রেন। কার্সিয়াংয়ে যাওয়ার পথে একাধিক পর্যটনস্থলে দাঁড়াবে সেটা। এরপর রাতটি 'ল্যান্ড অফ ওয়াইট অর্কিড'-এ নিজের পছন্দসই জায়গায় কাটাতে পারবেন পর্যটকরা। থাকছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হওয়ার হাতছানি। হোমস্টের বারান্দায় বসে ধোঁয়া ওঠা মোমোর প্লেট সামনে রেখে কফি কাপ হাতে শহর শিলিগুড়িকে পাখির চোখে দেখার সুযোগ। পরদিন অর্থাৎ রবিবার সকালে ওই ট্রেন কার্সিয়াং থেকে পর্যটকদের নিয়ে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে ছুটবে।

এরপর আটের পাতায়

নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সইফ

জেকে মশলার

নিউজ ব্যুরো

২৫ অগাস্ট : প্রখ্যাত বলিউড তারকা সইফ আলি খানকে জেকে মশলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে ঘোষণা করা হল। জেকে মশলার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রী অশোক জৈন জানিয়েছেন, বিখ্যাত পতৌদি নবাব পরিবারের সদস্য সইফ আলি খান হলেন ঐতিহ্য, আভিজাত্য, আধুনিকতা এবং আকর্ষণের প্রতীক। এ সম্পর্কে জেকে মশলার মুখপাত্র বলেন, 'সইফ আলি খানের মধ্যে আমরা নিজেদের পথ চলার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। সইফের রাজকীয় উত্তরাধিকার, পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা, তাঁকে আমাদের মতো একটি ব্র্যান্ডের জন্য আদর্শ করে তুলেছে। এটি এক ঐতিহ্যের মেলবন্ধন, যেখানে আজ থেকে পুরোনো আর আধুনিক স্বাদ একসঙ্গে পথ চলবে।'

জেকে মশলার পথ চলা শুরু ১৯৫৭ সালে, শ্রী ধন্নালাল জৈনের হাত ধরে, যিনি সারাদেশে 'জিরা সম্রাট' নামে পরিচিত ছিলেন। আজ গোটা দেশে ক্রেতাদের কাছে জেকে মশলা একটি অত্যন্ত বিশ্বস্ত নাম।

প্রশাসন, স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরদারির জের

হাটে উধাও হাতুড়েরা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৫ অগাস্ট : সম্প্রতি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এ বাংলা-বিহার সীমানায় গোবরাহাটে হাতুড়েদের পসরা সাজিয়ে বসার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তবে, এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সোমবার বাংলা-বিহার সীমানায় গোবরাহাট এলাকায় দেখা মিলল না সেই সব হাতুড়েদের।

হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লকের বিএমওএইচ তাপসকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সরকারি হাসপাতালে সমস্ত স্তরে বিভিন্ন রকম অপারেশনের সুযোগসুবিধা রয়েছে। কিন্তু মানুষ সচেতন না হওয়ার ফলে এই সমস্ত হাতুড়েদের রমরমা বাড়ছে। এদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ অনেক সময় থাকে না। তাই আমাদের ব্যবস্থা নিতে সমস্যা তৈরি হয়।'

এদিন দুপুরে হাটে গিয়ে দেখা গেল জমজমাট হাট বসে গিয়েছে। বিভিন্ন জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসেছেন ব্যবসায়ীরা। বাংলা-বিহার সীমানার এলাকার দুই রাজ্যের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা ভিড় জমিয়েছেন এই হাটে। কয়েকদিন আগেও হাতুড়েরা হাটের মধ্যে বসে দাঁত তোলা থেকে শুরু করে অপরিপক্কভাবে পাইলস, ফিসচুলা অপারেশন পর্যন্ত করে দিচ্ছিলেন। কিন্তু এদিন কাউকে দেখা যায়নি।

এদিন বিহারের আমদাবাদ থানা এলাকায় বাসিন্দা বছর পঞ্চাশের প্রবীণ জামাল শেখের সঙ্গে দেখা হল। তিনি হাটে এসেছিলেন দাঁত তোলানোর জন্য। তিনি বলেন, 'প্রতি সপ্তাহে তো হাটে আসি। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনার পাশাপাশি হাটের চিকিৎসকদের কাছ থেকে ওষুধও নিয়ে যাই। বাড়ি থেকে হাসপাতাল অনেক দূরে। চিকিৎসকদের কাছে দেখানোর সামর্থ্য নেই। দাঁতে অনেকদিন থেকেই সমস্যা হচ্ছিল। ভাবলাম আজকে তুলিয়ে নেব। কিন্তু গত সপ্তাহ থেকেই দেখছি, চিকিৎসকদের রমরমা হাটে নেই।'

গত ১৩ অগাস্ট হাতুড়েদের নিয়ে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর এবং মালদা জেলা শাসকের অধীনে থাকা নজরদারি টিম ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে। হরিশ্চন্দ্রপুর সহ মহকুমার বিভিন্ন হাটে নজরদারি শুরু হয় এই সমস্ত ভুয়ো চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে। এরপর থেকেই এলাকার বিভিন্ন হাটে প্রকাশ্যে ছুরি, কাঁচি সাজিয়ে প্রকাশ্যে অস্ত্রোপচারের ছবিও আস্তে আস্তে কমতে থাকে। কয়েকদিন আগেও হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রত্যন্ত একটি গ্রামে পাইলসের অপারেশন হাতুড়ের হাত দিয়ে করানোর পর চিকিৎসা বিভ্রাটের অভিযোগ উঠেছিল।

গোবরাহাটে দেখা মিলল না হাতুড়েদের। সোমবার। -সংবাদচিত্র

অ্যাকাডেমি অফ টেকনলজির প্রতিষ্ঠা দিবস

নিউজ ব্যুরো

২৫ অগাস্ট : পূর্ব ভারতের শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটগুলির মধ্যে একটি অ্যাকাডেমি অফ টেকনলজি সম্প্রতি তার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করল। হুগলির আদিসপ্তগ্রাম ক্যাম্পাসে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ, শিল্পপতি, ফ্যাকাল্টি সহ পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের অভ্যর্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ওই প্রতিষ্ঠানের কো-ফাউন্ডার তথা চেয়ারম্যান অধ্যাপক অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোনো স্মৃতি এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেন।

বোমা উদ্ধার

কালিয়াচক, ২৫ অগাস্ট : সোমবার কালিয়াচকের ধুরিটোলা গ্রামে বোমা উদ্ধার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। একটি পরিত্যক্ত বাড়ির শৌচাগারের মধ্যে ৩ জার ভর্তি বোমা উদ্ধার হয়। এদিন সকালে গোপন সূত্রে পুলিশ জানতে পারে কালিয়াচক-২ পঞ্চায়েতের ওই এলাকায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা রয়েছে। পুলিশ গিয়ে বাড়িটি ঘিরে ফেলে, খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে। বিকেল নাগাদ দমকলের একটি ইঞ্জিন, মেডিকেল টিম ও পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে একটি বাগানের মধ্যে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়।

আগে ক্লিনচিট, পরে পদক্ষেপ পুলিশের

সুকান্তর পোস্টের পর গ্রেপ্তার রাজ্জাক

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পোস্টের পরেই কি পুলিশ চাপে পড়ে রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করল? এই প্রশ্নই এখন দক্ষিণ দিনাজপুরে। শনিবার বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে কুমারগঞ্জ সমজিয়ার উত্তরপাড়ার রাজ্জাকের দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত একটি পোস্ট করেন এবং ওই ব্যক্তি বাংলাদেশি দাবি করে কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন। যাকে কেন্দ্র করে জেলা রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ এবং এসআইআর ইস্যু নতুন মাত্রা পায়। ওই পোস্টের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবারই রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করে কুমারগঞ্জ পুলিশ। সোমবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হলে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। রাজ্জাকের বাবা বাম জমানায় দীর্ঘ ১৫ বছর সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য ছিলেন। তাছাড়া প্রায় এক বছর আগে রাজ্জাককে ক্লিনচিট দিয়েছিল পুলিশই। যে কারণে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী।

পুলিশের দাবি, রাজ্জাকের বাড়ি থেকে ভারতীয় পরিচয়পত্রের পাশাপাশি একটি বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে। ওই পরিচয়পত্রে তাঁর নাম রয়েছে মহম্মদ আবদুর রাজ্জাক ওরফে রাজ্জাক সরকার। বাবার নাম আফতাব উদ্দিন এবং ঠিকানা বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি। প্রশ্ন উঠেছে, প্রায় এক বছর আগে রাজ্জাকের বিরুদ্ধে যখন পুলিশ ও প্রশাসন তদন্ত করে তাকে ক্লিনচিট দিয়েছিল, তার ভিত্তি কী ছিল?। পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় রাজ্জাক পরস্পরবিরোধী তথ্য দেয়। পরে স্বীকার করে, কয়েক বছর আগে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ এবং জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহ করার কথা। তার বিরুদ্ধে ফরেনার্স অ্যাক্ট সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

সমজিয়ার পঞ্চায়েত সদস্যা নীলিমা ভুঁইমালি বলেন, 'রাজ্জাকের বাবা বহু বছর পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশের পরিচয়পত্রের ছবির সঙ্গে গ্রামের রাজ্জাকের মিল নেই।' বিজেপি নেতা কমলকুমার রায়ের অভিযোগ, 'রাজ্জাক বাংলাদেশের ভোটার। তিনি কীভাবে ভারতের নাগরিক দাবি করেন?' শনিবার সমাজমাধ্যমে সুকান্ত প্রশ্ন তোলেন, সমজিয়ার উত্তরপাড়ার বাসিন্দা রাজ্জাক কি আসলে বাংলাদেশের নাগরিক? তিনি কি জাল নথি ব্যবহার করে ভারতে বসবাস করছেন? সোমবার বিজেপি জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'বাংলাদেশের নাগরিক মাফিজুর রহমান বর্তমানে সাফানগর এলেন্দারিতে বসবাস করছে। প্রকৃত বাড়ি বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার কমলপুরে হলেও ভারতে থাকার জন্য ভুয়ো নথি তৈরি করেছে।' মাফিজুর রহমানের ছেলে মাসুম রহমানও একই কৌশলে ভারতীয় নথি তৈরি করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। যদিও পুলিশের দাবি, এই সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি।

পরিচয় বিভ্রাট

- সুকান্তের পোস্টের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রবিবার কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ রাজ্জাককে গ্রেপ্তার করে
- পুলিশের দাবি, রাজ্জাকের বাড়ি থেকে ভারতীয় পরিচয়পত্রের পাশাপাশি একটি বাংলাদেশের পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছে
- সোমবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হলে দু'দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক

ডুয়ার্সে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়বে রাজ্য সরকার

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৫ অগাস্ট : ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকার খেলোয়াড়দের দিশা দেখাতে স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়বে রাজ্য সরকার। সোমবার ওই আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে খবরটি জানান মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। এদিন ট্রাইবস অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন জয়প্রকাশ। প্রতিভা বিকাশের সুযোগের অভাবে ডুয়ার্সের চা বাগানের সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়রা এগোতে পারছে না বলে বৈঠকে আক্ষেপ করেন জয়প্রকাশ। বৈঠক শেষে বিধায়ক বলেন, 'ডুয়ার্সে প্রতিভা রয়েছে। কিন্তু সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়দের দিশা দেখাতে অ্যাকাডেমি প্রয়োজন। এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তিনি শীঘ্রই ডুয়ার্স স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়ার আশ্বাস দিয়েছেন।'

গত বছর বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানের শ্রমিকের ছেলে অনুরাগ এক্কা গোথিয়া কাপ ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মাদারিহাট থানার মুজনাই চা বাগানের অন্তেশিয়া ওরাওঁ ইস্টবেঙ্গল দলে খেলছে, অঞ্জু তামাং ভারতীয় মহিলা (সিনিয়ার) দলে খেলছেন। ওই উদাহরণগুলি মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন জয়প্রকাশ। এছাড়া তিনি অভিযোগ করেন, তপশিলি উপজাতিভুক্ত নয় এমন অনেকেই ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট জোগাড় করছে। ভুয়ো সার্টিফিকেট দিতে চক্র তৈরি হয়েছে। ফলে ভূমিপুত্র আদিবাসীরা চাকরি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কারণ আদিবাসীদের সুযোগে ভাগ বসাচ্ছে ভুয়ো এসটিরা। পরে জয়প্রকাশ বলেন, 'ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেটের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিত আধিকারিকদের এনিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেন তিনি।'

আজ টিভিতে

কনে দেখা আলো রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ বিধাতার লেখা, দুপুর ১.১৫ শুধু তোমারই জন্য, বিকেল ৪.৩০ জোর, সন্ধে ৭.৩০ বরবাদ, রাত ১০.১৫ রংবাজ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ শিমুল পারুল, বেলা ১১.৩০ মেমসাহেব, দুপুর ২.০০ লোফার, রাত ১১.০০ বাজি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বেহুলা লখিন্দর, দুপুর ১.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, বিকেল ৪.৪৫ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.৩০ সাথী, রাত ১০.৪৫ নাগপঞ্চমী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মর্জিনা আবদাল্লা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ রাজু আঙ্কল
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার
জি সিনেমা : বেলা ১১.৫৪ সিম্বা, দুপুর ২.৪৮ অ্যান্টনি, সন্ধে ৭.৫৫ স্কন্দ, রাত ১০.৪৭ খিলাড়ি
জি অ্যাকশন : দুপুর ২.১০ শূরবীর, বিকেল ৪.৪৮ বিস্বিসার, সন্ধে ৭.৩০ হিরো-দ্য বুলেট, রাত ৯.৫১ ভজে বায়ু বেগম
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৪৩ কার্তিকেয়-টু, বিকেল ৩.১৫ চক্র কা রক্ষক, ৫.৪২ রাবণাসুরা, রাত ৮.০০ মেগা ক্রোকোডাইল, ৯.৩৮ ড্রিম গার্ল

মর্জিনা আবদাল্লা দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

ড্রিম গার্ল রাত ৯.৩৮ অ্যান্ড পিকচার্স

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.৩১ সলাম ভেঙ্কি, বিকেল ৩.৫১ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৩৩ গুড বাই, রাত ৯.০০ কহানি-টু, ১১.১১ এজেন্ট বিনোদ
স্টার মুভিজ : দুপুর ১২.০০ ফাইন্ডিং নিমো, ১.৪৫ দ্য প্রপোজাল, বিকেল ৫.০০ প্রিডেটর্স, সন্ধে ৬.৪৫ কিংসম্যান : দ্য গোল্ডেন সার্কল, রাত ৯.০০ স্পিড

মাশরুম কোফতাকারি রান্না শেখাবেন মধুশ্রী সাঁতরা। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১১০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Corrigendum Notice

1) WBMAD/JM/CH/eNIT-24/2025-26, Memo No.: 1757/JM, Dated: 04/08/2025. Tender ID : 2025_MAD_887021_1
The above mentioned tenders date and time extension due to insufficient bidder participant, so time extension may be allow further 7(Seven) days. Bid submission closing date : 01/09/2025 at 6.55 P.M. Bid opening date : 04/09/2025 at 11.30 A.M.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

NOTICE INVITING TENDER

Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary, DH&FWS Siliguri invites Notice Inviting E-Tender vide No: DH&FWS/645 Dated 25.08.2025 in connection with the supply of laboratory equipments at Regional Food Testing Laboratory, Siliguri. The last date of submission of Bid is 16/09/2025 upto 04.00 P.M. For details please communicate Office of the undersigned at 2nd Floor, Siliguri Mahakuma Parishad Building, Hakimpara, Siliguri or visit **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Dr T. Pramanik
Chief Medical Officer of Health, Darjeeling & Secretary
DH&FWS, SMP

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮২, তারিখ ঃ ২১.০৮.২০২৫. সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা. অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর, ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন, ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ), কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/ এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮২; কাজের নামঃ** ''মালদা টাউন ডিভিসনে আন্ডারগ্রাউন্ড কেবেল দ্বারা বিদ্যমান ৩৩কেভি ওভারহেড পাওয়ার লাইন ক্রসিং-এর আধুনিকীকরণের কাজ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে অবশিষ্ট বৈদ্যুতিক কাজ; **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯৫,০৪,৪১০.৭৭ টাকা; **বায়না অর্থঃ** ১,৯০,১০০.০০ টাকা; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য; **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময়ঃ** ২৯.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ১২.০৯.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিসবোর্ডঃ ওয়েবসাইট ঃ** www.ireps.gov.in এবং **নোটিসবোর্ড** ঃ সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব-রেলওয়ে/ অফিস/মালদা। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(MLD-152/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

উদ্বোধন

আনন্দের সংবাদ, আগামী ২৭ অগাস্ট, বুধবার বেলাকোবা নহবত ভবন সংলগ্ন নতুন ঔষধের দোকান, নাম 'কেয়ার মেডিকেল স্টোরস'-এর শুভ উদ্বোধন সকাল ১১.৪৫টায় অনুষ্ঠিত হইবে। এর উদ্বোধন করবেন স্বনামধন্য চিকিৎসক ডাঃ শেখর চক্রবর্তী (এমবিবিএস, এমডি, ডায়াবিটিক), আপনাদের উপস্থিতি কাম্য। প্রযত্নে- শুভেন্দু জোয়ারদার। (C/118005)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি Ashita Xaxa, পিতা - Suman Xaxa, ঠিকানা : তালতলা কলোনি, পো: আলিপুরদুয়ার জংশন, জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট (No: WB2001ST2022035922) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন- 7063284631. (C-117066)

অ্যাফিডেভিট

গত 18.08.25 Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Chandradeep থেকে Chandradwip Saha হল। (C-117068)

•

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 2013 0912981 আমার নাম এবং পিতার নাম ভুল থাকায় গত 25-8-25, J.M. 1st Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Mehabub Alam এবং Mahbub Alam, পিতা Anoyar Hossain এবং Anowar Hossain এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমি চাই, আমার প্রকৃত নাম Mehabub Alam, পিতার প্রকৃত নাম Anoyar Hossain প্রতিষ্ঠিত হোক। পানিশালা, ছাট বড়ো চৌকি, কোচবিহার। পিন- 736156। (C/117171)

•

I, Chhanda Dutta, Age 40 years, W/o- Amrita Dutta, resident of Vill- Purba Kathalbari, P.O- Silbarihat, P.S. & Dist- Alipurduar, Pin. 736204 declare that in my husband's passport no. N1930122, my name is erroneously recorded as Chanda Dutta, instead of my actual name Chhanda Dutta, according to my Aadhaar Card (8695 5583 4098) & Voter Id RIY1060151. As per affidavit no. 62 before notary public at Alipurduar on 15/08/25, Chhanda Dutta and Chanda Dutta is same and one identical person. (C/118007)

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়, সদর ব্লক, জলপাইগুড়ি
ফ্লেবোটোমিস্ট (PHLEBOTOMIST) নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

পত্রাঙ্ক নং : 2770/1(4)
তারিখ : 25/08/2025

জলপাইগুড়ি সদর সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে একজন (1) সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিক চার মাসের (August to November) জন্য ফ্লেবোটোমিস্ট (PHLEBOTOMIST) নিয়োগ করা হবে। বিশদ জানতে সংশ্লিষ্ট বিডিও অফিস অথবা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক,
সদর, জলপাইগুড়ি

e-Tender

Abridge Copy of e-Tender for NIT being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No-7/APD/WBSRDA/PHEDM/2025-26 (2nd Call), dated-25/08/2025 Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/
ALIPURDUAR DIVISION

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ড- এর কাজের জন্য লোক লাগবে। বেতন (10-11,000/-) স্পট জয়েনিং। (M) 8927299546. (C/118001)

•

জলপাইগুড়িতে টেলিকম মার্কেটিং-এ কাজের জন্য M/F প্রার্থী চাই। MP/H.S., বেতন 8K-10K. Ph: 9932451676. (C/117453)

•

রেস্টুরেন্টের জন্য মোগলাই এবং রুটি করতে জানা ছেলে চাই। থাকা+খাওয়া ফ্রি। বেতন: ১০,০০০/- - ১৫,০০০/-, ঠিকানা- শিলিগুড়ি। (M) 9832543559 (C/117926)

•

শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য স্থানীয় কর্মঠ পুরুষ লেবার চাই। M : 9641618231. (C/117928)

•

Staff for Book sampling in english medium school with two wheeler salary 14000 and incentives for Alipurduar and Siliguri. Contact 7318899878 also female computer known Telecaller. (C/117928)

Required Driver

Required Driver for a manufacturing Company, Contact mobile No : 9593739822, 9641732263, email Id- guptajifoodpark@gmail.com (C-117927)

অ্যাফিডেভিট

গত 18.08.25Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Sutapa Dutta থেকে Sutapa Datta ও পিতা Subhas Chandra Datta হল। (C-117069)

•

ভোটার কার্ড নং WB/01/005/180510 আমার নাম ভুল থাকায় গত 22/8/25 J.M 1st Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Rajjak Miya এবং Ajjad Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। কামিনীর ঘাট, টাকাগাছ, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117168)

•

I, Sanchita Das Sarkar, W/o- Dipak Kumar Sarkar, residing at Vill. & P.O.- Daspara, P.S.- Chopra, Dist.- Uttar Dinajpur, PIN- 733207, (W.B.) shall henceforth be known as Sanchita Sarkar as declared before the 1st Class Judicial Magistrate, Islampur, U/Dinajpur vide affidavit No.- 3425, Dated- 22/08/2025. Sanchita Das Sarkar & Sanchita Sarkar both are same and identical person. (S/N)

•

আমি Mayedul Islam আমার মাধ্যমিকের সমস্ত কাগজপত্রে (Reg No R-1110051062, Roll- R00853, No 0094) আমার ও বাবার নাম ভুল থাকায় গত 19.8.2025-এ E.M মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে আমার নাম Moyedul Islam, S/o- Saidur Sk. Mayedul Islam S/o Saidul Sekh করা হল যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118003)

•

বাবার ভোটার ID কার্ড নং WB/01/008/021093 এবং আমার বিদ্যালয় ত্যাগের Index নং 01-022 (কাটামারী হাইস্কুল), বাবার নাম ভুল থাকায় গত 30-07-25, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্ট দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে বাবা Late Gyan Chandra Sarkar এবং Late Gyan Charan Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। ডাউয়াগুড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃবঃ। (C/117170)

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে খরচের বহর বাড়বে। প্রবাসী কোনও অত্মীয়ের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা। বৃষ : পুরোনো অশান্তি মিটে যাবে। আর্থিক কারণে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাছে হেনস্তা হতে হবে। বিদ্যায় শুভ। মিথুন : পারিবারিক কোনও সমস্যার সমাধানে আইনি সমস্যা নিতে হতে পারে। পথেঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্কট : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। নতুন জমি কেনার আগে কাগজপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। সিংহ : বহুদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হওয়ার দিন। আর্থিক জটিলতার কারণে ব্যবসায় সামান্য সমস্যা হতে পারে। কন্যা : প্রেমের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি বাড়বে। তুলা : শারীরিক কারণে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্থগিত রাখতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। বৃশ্চিক : উচ্চপদস্থ কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনায় লাভবান হবেন। দাম্পত্যে শান্তি ফিরবে। ব্যবসায় শুভ ইঙ্গিত। ধনু : হারানো সম্পদ কেনাবেচায় লাভবান হবেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ মিটবে। মকর : ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে একটু পরামর্শ করে নিলে ভালো হয়। উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কুম্ভ : বন্ধুকে উপকার করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে পারেন। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কাটবে। মীন : স্ত্রীর জন্য কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার। কাউকে কোনও কিছু দান করে আনন্দ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৯ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৪ ভাদ্র, ২৬ অগাস্ট ২০২৫, ৯ ভাদ, সংবৎ ৩ ভাদ্রপদ সুদি, ২ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২০, অঃ ৬।০। মঙ্গলবার, তৃতীয়া দিবা ১২।৫৩। হস্তানক্ষত্র অহোরাত্র। সাধ্যযোগ দিবা ১।৩৩। গরকরণ দিবা ১২।৫৩ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১।৩৬ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১২।৫৩ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি- ৬।৫৫ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।২৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ৯।১৭ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, দিবা ১২।৫৩ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম- দীক্ষা, দিবা ১২।৫৩ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও চতুর্থীর সপিণ্ডন। মাদার টেরেজার জন্ম দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।২৫ মধ্যে ৩।১৪ গতে ৪।৫২ এবং রাত্রি ৬।২৮ মধ্যে ও ৮।৪৯ গতে ১১।৯ মধ্যে ও ১।৩০ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

From campus to career, success speaks here

ACADEMY OF TECHNOLOGY

An AICTE approved Engineering College affiliated to MAKAUT, WB — Founded by Prof. Jagannath Banerjee, distinguished alumnus of IIT Kharagpur and IIM Kolkata

Placement Offers 2024-25 @ AOT

ACCENTURE SOLUTIONS
1 Sajili Chakraborty (CSBS)
2 Shatanira Roy (CSBS)
3 Diya Biswas (CSE)
4 Pubali Kar (CSE)
5 Riya Raj (CSE)
6 Aman Shrivastav (ECE)

ANALYZE SYSTEM
7 Supriyo Bose (CSE)

APONIAR SOLUTIONS
8 Md Hasnain Reza (CSE)
9 Samannway Sil (CSE)

CAPGEMINI
10 Mousina Yasmin (EEE)

CEASEFIRE INDUSTRIES
11 Subhodip Roy (ME)

CLOOUDKAPTAN
12 Monomoy Chowdhury (CSBS)
13 Shruti Tamakhuwala (CSE)
14 Suchetana Mukherjee (CSE)
15 Camellia Ghosh (ECE)
16 Shristy Kumari (ECE)

COGNIZANT
17 Abhishek Chattopadhyay (CSBS)
18 Neha Kumari (CSBS)
19 Poushali Ghosh (CSBS)
20 Somnath Bhakta (CSBS)
21 Sutanu Maity (CSBS)
22 Adarsh Kumar Singh (CSE)
23 Adarsh Tiwari (CSE)
24 Anurag Tiwari (CSE)
25 Aritra De (CSE)
26 Arnab Basak (CSE)
27 Arnab Mondal (CSE)
28 Avik Banerjee (CSE)
29 Avik Sarkar (CSE)
30 Chirantan Mazumdar (CSE)
31 Debarghya Chakravarty (CSE)
32 Diptamoy Mitra (CSE)
33 Diya Biswas (CSE)
34 Hritwick Ghosh (CSE)
35 Ishita Roy (CSE)
36 Joydeep Roy (CSE)
37 Krishnendu Ghosh (CSE)
38 Manjistha Ghosal (CSE)
39 Nilayan Samanta (CSE)
40 Nirvik Garai (CSE)
41 Oishik Bandyopadhyay (CSE)
42 Onkita Bhattacharyya (CSE)
43 Palak Biswas (CSE)
44 Partiv Kumar Ghosh (CSE)
45 Priyanka Kothari (CSE)
46 Pubali Kar (CSE)
47 Rajdeep Karmakar (CSE)
48 Raktim Bar (CSE)
49 Ratul Biswas (CSE)
50 Rishu (CSE)
51 Ronit Dutta (CSE)
52 Samannway Sil (CSE)
53 Sayan Khanra (CSE)
54 Sayani Ganguly (CSE)
55 Shivani Kumari (CSE)
56 Shubham Mishra (CSE)
57 Souradeep Dey (CSE)
58 Sourav Chowdhury (CSE)
59 Souvik Chakraborty (CSE)
60 Srija Ghose (CSE)
61 Subhashish Dutta (CSE)
62 Swagata Karmakar (CSE)
63 Tunir Chakraborty (CSE)
64 Amartya Chatterjee (EEE)
65 Anushka Samanta (ECE)
66 Arigna Biswas (EEE)
67 Ariha Khan (ECE)
68 Ayush Chattopadhyay (ECE)
69 Indranil De (ECE)
70 Koustav Maji (ECE)
71 Prakash Biswas (ECE)
72 Priyam Chattoraj (ECE)
73 Priyas Santra (ECE)
74 Sandhya Kumari Chouhan (ECE)
75 Sarbadrita Bhattacharjee (ECE)
76 Sayan Pachhal (ECE)
77 Sayantika Chakraborty (ECE)
78 Shekhar Kumar (ECE)
79 Sougata Bhattacharjee (ECE)
80 Srijit Bera (ECE)
81 Subhadeep Dutta (ECE)
82 Suman Bhattacharjee (ECE)

CORELYNX SOLUTIONS
83 Adarsh Kumar Singh (CSE)
84 Chirantan Mazumdar (CSE)
85 Srinjoy Chakravarty (CSE)

DELOITTE
86 Rangan Chattopadhyay (CSBS)
87 Ananya Das (CSE)
88 Joydeb Kamila (ECE)

ESS DEE ALUMINIUM
89 Anit Kumar (ECE)
90 Anubhab Dey (ECE)
91 Bidisha Ghosh (ECE)
92 Riya Pal (ECE)
93 Tamojit Halder (EE)
94 Tathagata Sarkar (EE)
95 Dipayan Shown(Lateral) (ME)
96 Sk Sahil Ahamed (ME)
97 Supreme Mondal (ME)

GODREJ AND BOYCE
98 Anubhab Dey (ECE)

IBS SOFTWARE
99 Abhrajit Ghosh (CSBS)
100 Diganta Dutta (CSBS)
101 Jayanta Mohapatra (CSBS)
102 Ratul Sur (CSBS)
103 Soumik Samanta (CSBS)
104 Sushmita Paul (CSBS)
105 Sutanu Maity (CSBS)
106 Abeera Malakar (CSE)
107 Angana Das (CSE)
108 Ankita Mukherjee (CSE)
109 Aritrya Senapati (CSE)
110 Avik Sarkar (CSE)
111 Bidisha Chakraborty (CSE)
112 Bishakh Neogi (CSE)
113 Debarun Roy (CSE)
114 Dhrupad Chakraborty (CSE)
115 Ishita Roy (CSE)
116 Jishan Bhattacharya (CSE)
117 Laboni Kundu (CSE)
118 Oishik Bandyopadhyay (CSE)
119 Onkita Bhattacharyya (CSE)
120 Piyasa Bera (CSE)
121 Prahlad Mondal (CSE)
122 Prateev Bardhan (CSE)
123 Pritha Mukherjee (CSE)
124 Prithwish Kundu (CSE)
125 Priyanka Gupta (CSE)
126 Priyanka Kothari (CSE)
127 Rishu (CSE)
128 Rohit Prasad (CSE)
129 Sayan Bhattacharjee (CSE)
130 Sayan Kundu (CSE)
131 Shibashis Raha (CSE)
132 Shreyasi Chowdhury (CSE)
133 Soumyadeep Das (CSE)
134 Souradeep Dey (CSE)
135 Souvik Chakraborty (CSE)
136 Subhashish Dutta (CSE)
137 Swayamdeepta Das (CSE)
138 Abhigan Banerjee (ECE)
139 Aman Shrivastav (ECE)
140 Ankita Rai (ECE)
141 Ariha Khan (ECE)
142 Biswajit Chakraborty (ECE)
143 Dipam Dey (ECE)
144 Divyansh Pandey (ECE)
145 Jit Ghosh (ECE)
146 Koustav Maji (ECE)
147 Raunak Goswami (ECE)
148 Samrat Mondal (ECE)
149 Sayantika Chakraborty (ECE)
150 Subharghya Manna (ECE)

INDORAMA INDIA
151 Rupsa Sardar (EE)

INFOSYS
152 Ashutosh Kumar Shaw (CSE)

IPSEN TECHNOLOGIES
153 Debprasad Das (ME)

JYOTI CNC AUTOMATION
154 Asad Ansari (ME)
155 Deep Samanta (ME)
156 Lakhi Roy (ME)
157 Rohit Shaw (ME)
158 Sayan Sinha (ME)
159 Sayantan Sarkar (ME)
160 Shubha Biswas (ME)
161 Shubhrajit Dey (ME)
162 Supratim Halder (ME)

KOVAIR SOFTWARE
163 Harsh Raj (CSE)
164 Palak Biswas (CSE)

KPIT
165 Abhishek Chattopadhyay (CSBS)
166 Abhrajit Ghosh (CSBS)
167 Aditya Prakash (CSBS)
168 Ankit Raj (CSBS)
169 Soumik Samanta (CSBS)
170 Suman Das (CSBS)
171 Sushmita Paul (CSBS)
172 Adarsh Tiwari (CSE)
173 Ananya Das (CSE)
174 Arnab Basak (CSE)
175 Avik Sarkar (CSE)
176 Debarun Roy (CSE)
177 Gaurav Raj (CSE)
178 Ishita Roy (CSE)
179 Jishan Bhattacharya (CSE)
180 Joydeep Roy (CSE)
181 Manjistha Ghosal (CSE)
182 Md Ehtamamul Haque (CSE)
183 Onkita Bhattacharyya (CSE)
184 Pritha Mukherjee (CSE)
185 Priyanka Gupta (CSE)
186 Priyanka Kothari (CSE)
187 Rahul Ghosh (CSE)
188 Ratul Biswas (CSE)
189 Ritwick Ghosh (CSE)
190 Rwitesh Bera (CSE)
191 Sanjana Singh (CSE)
192 Sanjeev Kumar (CSE)
193 Sayan Kundu (CSE)
194 Sayandeep Ghatak (CSE)
195 Sneha Sasmal (CSE)
196 Soham Pal (CSE)
197 Soulina Mondal (CSE)
198 Soumya Sekhar Biswas (CSE)
199 Sourav Chowdhury (CSE)
200 Souvik Chakraborty (CSE)
201 Srija Ghose (CSE)
202 Srijana Pramanick (CSE)
203 Subhajit Guha (CSE)
204 Subhashish Dutta (CSE)
205 Suvam Sarma (CSE)
206 Swagata Karmakar (CSE)
207 Swayamdeepta Das (CSE)
208 Vishal Kumar Sinha (CSE)
209 Abhigan Banerjee (ECE)
210 Ariha Khan (ECE)
211 Ayantika Dey (ECE)
212 Debangana Mitra (ECE)
213 Debjani Kangsa Banik (ECE)
214 Gairick Majumdar (ECE)
215 Jit Ghosh (ECE)
216 Joy Deb (ECE)
217 Joydeb Kamila (ECE)
218 Kamalika Saha (ECE)
219 Koustav Maji (ECE)
220 Kumar Kashyap (ECE)
221 Megha Ghosh (ECE)
222 Niladri De (ECE)
223 Oindrila Mukherjee (ECE)
224 Partha Das (ECE)
225 Priyadarshini Upadhyay (ECE)
226 Priyam Chattoraj (ECE)
227 Ritik Raj (ECE)
228 Sarbadrita Bhattacharjee (ECE)
229 Sayan Pachhal (ECE)
230 Sayan Sasmal (ECE)
231 Shekhar Kumar (ECE)
232 Shibaji Chattopadhyay (ECE)
233 Shreyasi Chakraborty (ECE)
234 Soujash Biswas (ECE)
235 Subhadip Ghosh Mondal (ECE)
236 Subham Pramanik (ECE)
237 Subharghya Manna (ECE)
238 Subrata Som (ECE)
239 Suman Bhattacharjee (ECE)
240 Sumit Dutta (ECE)
241 Mousina Yasmin (EEE)
242 Someshwar Srimany (EEE)

M.N. DASTUR & COMPANY
243 Abhisek Sen (EE)
244 Animesh Ghosh (ME)
245 Ayan Kumar Mal (ME)

MAXOP ENGG
246 Souradeep Das (ME)

PERSISTENT
247 Rayoti Kar (CSE)
248 Sayani Ganguly (CSE)

ROTODYNE ENGINEERING
249 Debprasad Das (ME)
250 Namala Bhaskar Rao (ME)
251 Pranabesh Dey (ME)

SANMAR GROUP
252 Debojyoti Dutta (ME)
253 Ujjwal Das (ME)

SCS
254 Bidipta Das (CSE)
255 Aditi Das (MCA)
256 Deep Kumar Patra (MCA)

SONODYNE TECHNOLOGIES
257 Anirban Dutta (ECE)
258 Rajarshi Bhattacharjee (EEE)
259 Saswata Biswas (ECE)

TCG DIGITAL SOLUTIONS
260 Ankita Pal (CSBS)
261 Pubali Kar (CSE)
262 Rishav Sarkar (CSE)
263 Tridib Dalui (CSE)

TCS
264 Abeera Malakar (CSE)
265 Abhay Kumar (ECE)
266 Abhigan Banerjee (ECE)
267 Abhishek Anand (CSBS)
268 Abhishek Chattopadhyay (CSBS)
269 Adarsh Kumar Singh (CSE)
270 Adarsh Tiwari (CSE)
271 Aditya Prakash (CSBS)
272 Aditya Prakash (CSE)
273 Angana Das (CSE)
274 Anurag Tiwari (CSE)
275 Arigna Biswas (EEE)
276 Arnab Basak (CSE)
277 Avik Banerjee (CSE)
278 Ayushi Yadav (CSE)
279 Bidipta Das (CSE)
280 Debajyoti Roy (CSE)
281 Debarun Roy (CSE)
282 Dhrupad Chakraborty (CSE)
283 Dibyatanu Das (CSE)
284 Diganta Dutta (CSBS)
285 Dipam Dey (ECE)
286 Divyanshu Prasad (CSE)
287 Gaurav Raj (CSE)
288 Ishita Roy (CSE)
289 Jit Ghosh (ECE)
290 Jitesh Yadav (CSE)
291 Joydeep Roy (CSE)
292 Kamalika Saha (ECE)
293 Kaushik Samanta (CSE)
294 Koustav Maji (ECE)
295 Mayukh Ghosh (CSE)
296 Md Asif Iqbal (CSBS)
297 Md Ehtamamul Haque (CSE)
298 Oishik Bandyopadhyay (CSE)
299 Onkita Bhattacharyya (CSE)
300 Palak Biswas (CSE)
301 Pallabi Acharyya (CSE)
302 Partha Das (ECE)
303 Piyasa Bera (CSE)
304 Prateev Bardhan (CSE)
305 Pratyay Mondal (CSBS)
306 Rahul Das (CSBS)
307 Rajdeep Chowdhury (EEE)
308 Rajdeep Karmakar (CSE)
309 Raktim Bar (CSE)
310 Rangan Chattopadhyay (CSBS)
311 Ratul Sur (CSBS)
312 Rishav Kumar Roy (CSBS)
313 Rohit Prasad (CSE)
314 Romit Malakar (CSBS)
315 Sachin Jaiswal (CSBS)
316 Samannway Sil (CSE)
317 Samrat Rakshit (CSE)
318 Sanjana Singh (CSE)
319 Saptarshi Das (CSE)
320 Sayan Kundu (CSE)
321 Sayandeep Ghatak (CSE)
322 Shekhar Kumar (ECE)
323 Shibangshu Ghosh (EEE)
324 Shreyasi Chakraborty (ECE)
325 Sohani Chakraborty (CSBS)
326 Somnath Bhakta (CSBS)
327 Soumyadeep Das (CSE)
328 Souradeep Dey (CSE)
329 Souvik Nath (CSBS)
330 Srijana Pramanic (CSE)
331 Srijit Bera (ECE)
332 Subhadip Layek (CSE)
333 Subhajit Sen (MCA)
334 Subham Kumar Sadhukhan (MCA)
335 Subharghya Manna (ECE)
336 Subhra Bandyopadhyay (ECE)
337 Suman Ghosh (CSBS)
338 Suraj Kumar (ECE)
339 Susmita Saha (CSE)
340 Swagata Bhowmick (MCA)
341 Tushita Naha (CSBS)
342 Ujjwal Kumar (CSBS)
343 Abir Bhowmick (ECE)
344 Abir Mukherjee (ECE)
345 Aditya Kumar Singh (CSBS)
346 Aditya Shrivastava (ECE)
347 Aditya Singh (ECE)
348 Ananna Das (ECE)
349 Ananya Das (CSE)
350 Anirban Dutta (ECE)
351 Anit Kumar (ECE)
352 Ankit Bhattacharjee (ECE)
353 Ankit Kumar (EE)
354 Ankit Manna (CSE)
355 Ankit Raj (CSBS)
356 Ankita Mukherjee (CSE)
357 Ankita Rai (ECE)
358 Anubhab Chattopadhyay (CSE)
359 Anubhab Dey (ECE)
360 Anushka Paul (CSE)
361 Ariha Khan (ECE)
362 Arijit Banerjee (CSE)
363 Aritrya Senapati (CSE)
364 Arkaprava Ghosh (CSE)
365 Avik Banerjee (CSE)
366 Ayandip Saha (ECE)
367 Basudha Das (CSBS)
368 Chirantan Mazumdar (CSE)
369 Debangana Mitra (ECE)
370 Debangshu Biswas (ECE)
371 Debarghya Chakravarty (CSE)
372 Debashis Ghosh (EE)
373 Debasmita Aditya (ECE)
374 Debisha Halder (CSE)
375 Debojyoti Dutta (ME)
376 Debojyoti Ghosh (ECE)
377 Deep Mondal (CSE)
378 Diya Biswas (CSE)
379 Gangitala Pranoy (CSE)
380 Gaurav Kumar (CSE)
381 Gourab Ghosh (ECE)
382 Hrishav Chatterjee (CSE)
383 Indranil De (ECE)
384 Ishita Nandi (MCA)
385 Jayanta Mohapatra (CSBS)
386 Joydeb Kamila (ECE)
387 Jyoti Yadav (ECE)
388 Komal Prasad (ECE)
389 Krishnendu Ghosh (CSE)
390 Laboni Kundu (CSE)
391 Manjistha Ghosal (CSE)
392 Mayukh Roy (CSE)
393 Md Hasnain Reza (CSE)
394 Mehnaj Chowdhury (EEE)
395 Mousina Yasmin (EEE)
396 Namala Bhaskar Rao (ME)
397 Niladri De (ECE)
398 Nilayan Samanta (CSE)
399 Nirjan Pal (ECE)
400 Nirvik Garai (CSE)
401 Oindrila Mukherjee (ECE)
402 Oyshi Roy (MCA)
403 Parijat Samanta (ECE)
404 Partha Pratim Goswami (ECE)
405 Partiv Kumar Ghosh (CSE)
406 Poulami Mondal (ECE)
407 Poushali Ghosh (CSBS)
408 Prabhat Jha (EEE)
409 Prahlad Mondal (CSE)
410 Pramit Mondal (CSE)
411 Prasun Kr Mondal (CSE)
412 Prit Agarwal (CSE)
413 Pritam Ghosh (EE)
414 Priyadarshini Upadhyay (ECE)
415 Priyanka Kothari (CSE)
416 Pubali Kar (CSE)
417 Purba Das (ECE)
418 Rahul Ghosh (CSE)
419 Raj Kumar Verma (CSE)
420 Raj Prasad (ECE)
421 Rajopriyo Chanda (CSBS)
422 Ratul Biswas (CSE)
423 Raunak Goswami (ECE)
424 Rayoti Kar (CSE)
425 Riddhiman Ghosh (CSE)
426 Rishav Banerjee (MCA)
427 Rishu (CSE)
428 Riya Pal (ECE)
429 Riya Raj (CSE)
430 Rohit Chakraborty (EEE)
431 Rohit Pandit (CSE)
432 Sagnik Roy (CSE)
433 Sajili Chakraborty (CSBS)
434 Samrat Mondal (ECE)
435 Sanchary Dey (ECE)
436 Santosh Sharma (EE)
437 Saptarshi Ghosh (ECE)
438 Sarbadrita Bhattacharjee (ECE)
439 Saswata Biswas (ECE)
440 Saunak Sinha (CSE)
441 Sayan Khanra (CSE)
442 Sayan Pachhal (ECE)
443 Sayan Sasmal (ECE)
444 Sayandev Santra (CSE)
445 Sayantan Ghosh (CSE)
446 Sayantika Chakraborty (ECE)
447 Shamir Uddin (ECE)
448 Shatanira Roy (CSBS)
449 Shivani Kumari (CSE)
450 Shouvik Mondal (EEE)
451 Shrestha Bhar (EEE)
452 Shreya Dhar (CSE)
453 Shreyanka Dan (CSE)
454 Shreyasi Chowdhury (CSE)
455 Shriya Chanda (ECE)
456 Soham Pal (CSE)
457 Soujash Biswas (ECE)
458 Soumadeep Chakraborty (CSE)
459 Soumik Chatterjee (ECE)
460 Soumya Sekhar Biswas (CSE)
461 Soumyadeep Ghosh (ECE)
462 Soumyadeep Kumar (CSE)
463 Sourav Chowdhury (CSE)
464 Souvik Kundu (EE)
465 Souvik Kundu (EE)
466 Souvik Patra (MCA)
467 Srija Ghose (CSE)
468 Srinjoy Chakravarty (CSE)
469 Subha Kangsabanik (ECE)
470 Subho Roy (CSE)
471 Subrata Chattopadhyay (CSE)
472 Suman Bhowmick (EEE)
473 Sumit Dutta (ECE)
474 Sunayan Kundu (ECE)
475 Sunita Das (ECE)
476 Supriyo Ghosh (ECE)
477 Sushil Kumar Pramanik (CSBS)
478 Sushmita Paul (CSBS)
479 Suvam Sarma (CSE)
480 Swagata Karmakar (CSE)
481 Swastika Kundu (CSE)
482 Swathik Majumder (CSE)
483 Swayamdeepta Das (CSE)
484 Tarique Zafar (CSE)
485 Tripti Bhattacharyya (CSBS)
486 Trisha Ghosh (CSE)
487 Aritra Dutta (ECE)
488 Abhijit Shaw (CSBS)
489 Anirban Jash (CSBS)
490 Ashutosh Kumar Shaw (CSE)
491 Avik Sarkar (CSE)
492 Bishakh Neogi (CSE)
493 Harsh Raj (CSE)
494 Jishan Bhattacharya (CSE)
495 Rajarshi Bhattacharjee (EEE)
496 Ritwick Ghosh (CSE)
497 Ronit Dutta (CSE)
498 Sayan Bhattacharjee (CSE)
499 Sayani Ganguly (CSE)
500 Sayantan Kuily (CSE)
501 Soham Das (CSE)
502 Someshwar Srimany (EEE)
503 Soulina Mondal (CSE)
504 Soumik Samanta (CSBS)
505 Souvik Chakraborty (CSE)
506 Subhadip Ghosh (MCA)

TPIC
507 Debajyoti Banerjee (CSBS)

TISMO TECHNOLOGY
508 Anirban Ghosh (CSE)
509 Chirantan Mazumdar (CSE)
510 Prit Agarwal (CSE)
511 Shibashis Raha (CSE)
512 Soulina Mondal (CSE)
513 Souradeep Dey (CSE)
514 Souvik Chakraborty (CSE)
515 Subharghya Manna (ECE)

VE COMMERCIAL VEHICLES
516 Drishita Dutta (EE)
517 Ayush Tiwari (ME)
518 Subhodip Roy (ME)

WIPRO
519 Sweta Saha (CSBS)
520 Anushka Paul (CSE)
521 Supriyo Bose (CSE)
522 Promit Banerjee (ECE)

ZENSAR TECHNOLOGIES
523 Sayan Chatterjee (CSBS)
524 Shreya Das (CSBS)
525 Somindra Narayan Bhaduri (CSE)
526 Srabani Paul (CSE)

RESPONSIVE GOVERNANCE

Dr. Dilip Bhattacharya
Former Professor, Dept. of E&EC Engg., IIT Kharagpur

Prof. Ravikumar Bhaskaran
Former Dean Continuing Education & Professor in Charge T&P, IIT Kharagpur

Mr. Sambuddha Deb
An Alumnus of IIT Kharagpur & IIM Ahmedabad, Strategic Adviser & Former Executive Vice-President, Wipro Technologies

Dr. Arun Kumar Majumdar
Former Professor, Dept. of Computer Science & Engg., IIT Kharagpur

Dr. Anupam Basu
Former Director, National Institute of Technology, Durgapur & Former Professor, Dept. of Computer Science & Engg., IIT Kharagpur

Dr. Dilip Kumar Pratihar
Professor, Dept. of Mechanical Engg. & Associate Dean (FoBTBS), IIT, Kharagpur

Dr. Partha Pratim Das
Professor, Department of Computer Science and Founding Director, Center for Data Science and Analytics Ashoka University & Former Professor, Department of Computer Science & Engineering, IIT Kharagpur

Prof. Anindita Banerjee
Co-founder & Chairman Trustee, Academy of Technology

Placement Offers 2025-26 @ AOT

ASAHI INDIA GLASS
1 Aniruddha Upadhyay (EEE)
2 Debarghya Debnath (EEE)
3 Subhasish De (ME)

AURANGABAD AUTRO ANCILLARY
4 Alapan Biswas (ME)
5 Amitayu Ghosh (ME)
6 Ankan Sil (ME)
7 Arnab Bairagi (ME)
8 Ashish Mandal (ME)
9 Avishek Pandit (ME)
10 Hritam Das (ME)
11 Koustav Mukherjee (ME)
12 Pradipta Ghosh (ME)
13 Soumyadeep Koley (ME)

BTL EPC LTD
14 Animesh Pal (EE)

CINEVERSE INDIA
15 Ayon Roy (CSBS)
16 Debanwesa Bandhu (CSE)
17 Mayukh Chakraborty (CSE)
18 Munmun Bhuin (CSE)
19 Nikita Shaw (CSE)
20 Prashant Kumar (CSE)
21 Rohit Banik Mazumder (CSE)
22 S.Khushbu (CSE)
23 Soumili Basu (CSE)
24 Supratik Dey (CSE)

CLOUDKAPTAN
25 Harshit Kumar Das (CSE)
26 Ritankar Jana (CSE)
27 Tiyas Biswas (CSE)
28 Debabrata Mukherjee (ECE)
29 Debanjan Muhuri (ECE)
30 Soumyadip Ganguly (ECE)
31 Suman Pal (ECE)
32 Swarnab Banerjee (ECE)
33 Swarupa Das (ECE)

COGNIZENT
34 Akash Das (CSBS)
35 Ashmita Dutta (CSBS)
36 Ayon Roy (CSBS)
37 Ishita Sadhukhan (CSBS)
38 Kuheli Biswas (CSBS)
39 Pritika Bhar (CSBS)
40 Saswata Sinha (CSBS)
41 Sinjini Ghosh (CSBS)
42 Snehadrita Seth (CSBS)
43 Soumabha Dey (CSBS)
44 Souvik Mazumder (CSBS)
45 Subhamoy Sarkar (CSBS)
46 Subhasish Das (CSBS)
47 Swarnadeep Roy (CSBS)
48 Abhijan Majee (CSE)
49 Adrita Chatterjee (CSE)
50 Agniv Ghosh (CSE)
51 Akash Roy (CSE)
52 Amit Karmakar (CSE)
53 Ananya Sadhukhan (CSE)
54 Aniket Raj (CSE)
55 Animesh Gandhi (CSE)
56 Animesh Sarkar (CSE)
57 Ankur Gattani (CSE)
58 Anshu Das (CSE)
59 Anurupa Roy (CSE)
60 Arnab Charit (CSE)
61 Arnab Nandi (CSE)
62 Arpan De (CSE)
63 Ashar Imam (CSE)
64 Atreyee Bose (CSE)
65 Bibhab Mukhopadhyay (CSE)
66 Bineet Chattopadhyay (CSE)
67 Bishal Karmakar (CSE)
68 Debanjana Jha (CSE)
69 Debasmita Goswami (CSE)
70 Dhiraj Singh (CSE)
71 Dipankar Garu (CSE)
72 Dipanwita Biswas (CSE)
73 Diptanshu Mahish (CSE)
74 Diti Banerjee (CSE)
75 Esa Sarkar (CSE)
76 Harshit Kumar Das (CSE)
77 Jyotirmoy Baidya (CSE)
78 Madhusree Dhar (CSE)
79 Mohammad Adnan (CSE)
80 Moitreyo Chakraborty (CSE)
81 Mriganka Patra (CSE)
82 Nirmalya Dhara (CSE)
83 Oindrila Sur (CSE)
84 Om Chatterjee (CSE)
85 Pradyumna Ghoshal (CSE)
86 Pratyush Mahapatra (CSE)
87 Priti Karmakar (CSE)
88 Rajdeep Maulik (CSE)
89 Ravish Thakur (CSE)
90 Riddhika Chowdhury (CSE)
91 Ridhi Singh (CSE)
92 Ridhika Joshi (CSE)
93 Rima Saha (CSE)
94 Ritam Bhattacharya (CSE)
95 Ritushree Das (CSE)
96 Riyanko Mondal (CSE)
97 Sagar Kumar Choudhary (CSE)
98 Sampurna Dan (CSE)
99 Sandhita Roy (CSE)
100 Sanga Pal (CSE)
101 Saptak Samaddar (CSE)
102 Sayan Mukherjee (CSE)
103 Sejadri Banik (CSE)
104 Shinjini Bose (CSE)
105 Shruti Jha (CSE)
106 Soham Bhowmick (CSE)
107 Soham Patra (CSE)
108 Soumen Dey (CSE)
109 Soumit Srimany (CSE)
110 Soummojit Chattopadhyay (CSE)
111 Sourya Saha (CSE)
112 Souvic Bera (CSE)
113 Souvik Ray (CSE)
114 Souvik Roy (CSE)
115 Subha Nayak (CSE)
116 Subhrodeep Kar (CSE)
117 Subhronil Saha (CSE)
118 Sulagna Hore (CSE)
119 Supratik De (CSE)
120 Supratik Dey (CSE)
121 Swastik Sanyal (CSE)
122 Titli Basu (CSE)
123 Akash Mondal (ECE)
124 Alok Mishra (ECE)
125 Aniket Singh (ECE)
126 Aninda Banerjee (ECE)
127 Ankit Swain (ECE)
128 Ankita Banerjee (ECE)
129 Ankita Kar (ECE)
130 Aritra Chakraborty (ECE)
131 Asmita Roy (ECE)
132 Avantika Hatai (ECE)
133 Barsha Thakur (ECE)
134 Debajyoti Bandyopadhyay (ECE)
135 Debjyoti Karmakar (ECE)
136 Dipanjana Mukherjee (ECE)
137 Diya Chattopadhyay (ECE)
138 Jayantika Deb (ECE)
139 Krishanu Bandyopadhyay (ECE)
140 Nilesh Kumar (ECE)
141 Partha Basak (ECE)
142 Rahul Paul (ECE)
143 Sabreen (ECE)
144 Sagnik Ray (ECE)
145 Senjuti Das (ECE)
146 Soham Sarkar (ECE)
147 Souhardya Bhattacharyya (ECE)
148 Soumyadip Saha (ECE)
149 Sourish Dey (ECE)
150 Sreoshi Mukherjee (ECE)
151 Sreyosi Majumdar (ECE)
152 Sudeshna Kundu (ECE)
153 Sudipta Das (ECE)
154 Suman Pal (ECE)
155 Suparna Mukhopadhyay (ECE)
156 Tushti Chakraborty (ECE)
157 Kishalaya Kundu (EE)
158 Sourav Manna (EE)
159 Vishal Agarwal (EE)
160 Abhishek Singh (EEE)
161 Annayasha Sil (EEE)
162 Aranya Banerjee (EEE)
163 Moupriya Sadhukhan (EEE)
164 Pradipta Chakraborty (EEE)
165 Sahil Kumar Singh (EEE)
166 Sahil Tiwari (EEE)
167 Samayita Chatterjee (EEE)
168 Sk Sweta (EEE)
169 Niladri Chakraborty (MCA)

CORELYNX TECHNOLOGIES
170 Sejadri Banik (CSE)
171 Soummojit Chattopadhyay (CSE)
172 Supratik De (CSE)

ECODEA PROJECTS & CONTROL
173 Arit Mitra (EE)
174 Rupam Dutta (EE)
175 Tamal Das (EE)
176 Surajit Mondal (ME)

GE
177 Avik Sen (ECE)

GODREJ ENTERPRISES GROUP
178 Aditya Raj (ECE)
179 Joydip Saw (ECE)
180 Mehar Zeya (EEE)
181 Soumyajeet Dutta (ECE)
182 Abir Saha (CSE)
183 Trisha Ghosh (CSE)
184 Dipayan Chatterjee (ECE)
185 Oitree Deb (ECE)
186 Shibadri Sarkar (ECE)

GRINDWELL NORTON LTD.
187 Saransh Rathore (ME)

HALDIA PETROCHEMICALS
188 Anurupa Roy (CSE)

HCLTech
189 Biman Kumar Das (CSE)
190 Debojyoti Bhattacherjee (CSE)
191 Deep Bhattacharyya (CSE)
192 Sayak Nandy (CSE)
193 Abir Kumar Nandi (ECE)
194 Debapriya Banerjee (ECE)
195 Neeharika Saha (ECE)
196 Tanisha Saha (ECE)

INDORAMA INDIA
197 Jayanta Kumar Bag (ME)
198 Pritam Kundu (EE)

KEROSS
199 Ankit Paul (CSE)
200 Arpan Seal (CSE)
201 Diti Banerjee (CSE)
202 Sarbik Mal (CSE)

KREETI TECHNOLOGIES
203 Sejadri Banik (CSE)

MINDTECK
204 Krishnendu Dey (CSE)
205 Nabakumar Banerjee (CSE)
206 Ritankar Jana (CSE)
207 Sanjukta Mandal (CSE)
208 Titli Basu (CSE)
209 Souvik Dutta (ECE)
210 Swarupa Das (ECE)

POLYCAB INDIA
211 Ayan Chatterjee (EE)
212 Rahul Baneerjee (EEE)
213 Sudip Halder (EEE)

SKIPPER
214 Aninda Kumar Biswas (EE)
215 Krishanu Sarkar (EE)
216 Rohan Kumar Mandal (EE)
217 Souradip Das (EE)

SMARTRECON TECHNOLOGIES
218 Arka Kundu (CSE)
219 Shreya Bhattacharya (CSE)
220 Namrata Biswas (ECE)

TCS
221 Akash Das (CSBS)
222 Ankit Kumar (CSBS)
223 Anmol Shukla (CSBS)
224 Anubhav Mandal (CSBS)
225 Anurag De (CSBS)
226 Ashmita Dutta (CSBS)
227 Ayishik Das (CSBS)
228 Debjit Mukhopadhyay (CSBS)
229 Diptangshu Chowdhury (CSBS)
230 Gautam Nag (CSBS)
231 Ishani Roy (CSBS)
232 Kuheli Biswas (CSBS)
233 Palak Jha (CSBS)
234 Pritika Bhar (CSBS)
235 Rajpratim Dey (CSBS)
236 Rishika Neogi (CSBS)
237 Rounak Sen (CSBS)
238 Saswata Sinha (CSBS)
239 Sinjini Ghosh (CSBS)
240 Snehadrita Seth (CSBS)
241 Soumabha Dey (CSBS)
242 Soumyajit Mondal (CSBS)
243 Subhamoy Sarkar (CSBS)
244 Swarnadeep Roy (CSBS)
245 Abhijan Majee (CSE)
246 Sachin Kumar Mahato (CSE)
247 Anish Prasad Sonar (ECE)

TEOCO CORPORATIONS
248 Ankita Pal (CSE)
249 Biman Kumar Das (CSE)
250 Dibyasree Das (CSE)
251 Koustav Chatterjee (CSE)
252 Mayukh Chakraborty (CSE)
253 Priti Karmakar (CSE)
254 Sayantan Manna (CSE)
255 Soumili Basu (CSE)
256 Souvik Ray (CSE)
257 Supratik Dey (CSE)
258 Suvoneel Basu Roy Chowdhury (CSE)
259 Prayas Samanta (ECE)
260 Rahul Shrivastava (ECE)

TISMO TECHNOLOGY SOLUTIONS
261 Soumabha Dey (CSBS)
262 Soumit Srimany (CSE)
263 Sourya Saha (CSE)

VE COMMERCIAL VEHICLES
264 Prabuddha Bhattacharyya (EE)

More placement details are displayed on AOT website

www.aot.edu.in

Many more companies are yet to visit the campus for recruitment of 2025-26.
Keep visiting our website for latest updates.

Academic Programmes:
B. Tech (4 yrs) & B. Tech Lateral (3 yrs) in CSE (AI & ML), CSE, CSBS*(Computer Science & Business Systems), ECE, EE, EEE & ME / MCA (2 yrs)

*industry relevant computer science programme launched by TCS

Campus: G. T. Road, PO: Aedconagar, Adisaptagram, Hooghly-712121, West Bengal

Admission Enquiry Call: +91 98310 21706 / +91 98310 21641 / +91 98310 20853 / +91 98310 24851

সরকারি নিয়মের গেরোয় ক্ষতির মুখে গ্রাম পঞ্চায়েত

খাজনা মিলছে না রিসর্ট থেকে

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : সরকারি নিয়মের গেরোয় আটকে রয়েছে খাসজমিতে গড়ে ওঠা বিভিন্ন রিসর্ট থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের খাজনা নেওয়ার প্রক্রিয়া। যে কারণে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলো। যার প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে। বছরখানেক ধরে অনলাইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের খাজনা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সরকারের তরফে। সেখানেই জমির কাগজপত্র জমা বাধ্যতামূলক। কিন্তু বৈধ কোনও কাগজপত্র না থাকায় খাজনা না দিয়েই ব্যবসা করে চলেছে রিসর্টগুলো। মালের মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডল বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সরকারি তথ্য বলছে, ক্রান্তি ও কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে মিলে বেসরকারি রিসর্টের সংখ্যা একশোর ওপর। এই দুই গ্রাম পঞ্চায়েতে বহু রিসর্ট সরকারি খাসজমির ওপর গড়ে উঠেছে। এর আগে পঞ্চায়েতগুলোকেও ওই রিসর্ট থেকে সরাসরি খাজনা আদায় করত। তবে চলতি আর্থিক বছরে সরকারি নিয়মে অনলাইনে রিসর্টগুলির খাজনা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। আর তাতেই সমস্যা দেখা দিয়েছে খাসজমিতে গড়ে ওঠা রিসর্ট নিয়ে। ক্রান্তি ও মাল ব্লকের লাটাগুড়ি ও কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে খাসজমির উপর রিসর্ট রয়েছে ৬০ থেকে ৭০টির কাছাকাছি। অনলাইনে খাজনা দিতে গেলে জমির বৈধ কাগজপত্র না হয় লিজের কাগজ থাকা বাধ্যতামূলক। তবে বেশিরভাগ রিসর্টের বৈধ কাগজ না থাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত খাজনা নিতে পারছে না। যার জেরে গ্রাম পঞ্চায়েতকে বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'আগে প্রতিবছর ১২ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা খাজনা আদায় হত। যা দিয়ে এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ যেমন রাস্তাঘাট সংস্কার, পথবাতি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব খরচ চালানো হত। তবে এই বিপুল পরিমাণ খাজনা না মেলায় ব্যাপক সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। বিষয়টি বিডিওকেও জানানো হয়েছে।'

একই সমস্যা দেখা দিয়েছে পার্শ্ববর্তী কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা মুন্ডার কথায়, 'কিছু কিছু রিসর্ট খাজনা দিলেও অনেকের জমির কাগজপত্র ঠিক না থাকায় এখন খাজনা দিতে পারছে না। ফলে ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে।'

গতবছর খাসজমিতে গড়ে ওঠা বেশ কিছু রিসর্টের বিরুদ্ধে মাল মহকুমার একাধিক স্থানে অভিযান চালানো হয় প্রশাসনের তরফে। ভেঙে দেওয়া হয় একাধিক রিসর্টের সীমানা প্রাচীর। তারপরই তড়িঘড়ি বহু রিসর্ট কর্তৃপক্ষ সরকারের কাছে লিজের আবেদন করে। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'সমস্ত রিসর্ট কর্তৃপক্ষই সরকারি খাজনা দিয়েই ব্যবসা করতে চায়। সরকার দ্রুত লিজ প্রদান করলেই সমস্যার একমাত্র সমাধান হবে।'

কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে খাসজমিতে গড়ে ওঠা রিসর্ট। -সংবাদচিত্র

বৈধ কাগজপত্র নেই

- বছরখানেক ধরে অনলাইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের খাজনা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সরকারের তরফে
- বৈধ কোনও কাগজপত্র না থাকায় খাজনা না দিয়েই ব্যবসা করে চলেছে রিসর্টগুলো
- বহু রিসর্ট সরকারি খাসজমির ওপর গড়ে উঠেছে
- লাটাগুড়ি ও কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে খাসজমির উপর রিসর্ট রয়েছে ৬০ থেকে ৭০টির কাছাকাছি
- এর আগে পঞ্চায়েতগুলোও ওই রিসর্ট থেকে সরাসরি খাজনা আদায় করত

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

ঘরে ফেরা।। বাগডোগরার কাছে সাইভিটা গ্রামে ছবিটি তুলেছেন অমিত সরকার।

তেল লিক হওয়ার কারণ খোঁজার আশ্বাস

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২৫ অগাস্ট : জনবহুল বিধানপল্লিতে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের সঙ্গে অপরিশোধিত তেল মিশে যাওয়ার প্রতিবেদন প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসল অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃপক্ষ। বিষয়টি নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের তরফেও খোঁজখবর শুরু হওয়ার পর সোমবার তেল কোম্পানির ওদলাবাড়ি রিপিটার স্টেশন সংলগ্ন বিধানপল্লিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার (সোনাপুর) অরিন্দম দাসের নেতৃত্বে এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদল সেখানে যান। পুলিশ এবং বিডিও অফিসের প্রতিনিধিও ছিলেন। ভুক্তভোগী অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শোভন ঘোষ প্রমুখ তাঁদের দুই বাড়ির অপরিশোধিত তেলভর্তি কুয়ো দেখিয়ে অবিলম্বে পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানান। প্রাথমিকভাবে রিপিটার স্টেশন সংলগ্ন পাড়ার একটি গলির কয়েকটি বাড়িতে এই সমস্যা দেখা দিলেও ইদানীং দ্বিতীয় আরও একটি গলির কয়েকটি বাড়িতেও কুয়োয় তেল ভাসতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন স্বপন দে, প্রিয়নাথ সরকার, সবিতা মণ্ডল প্রমুখ। মালের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস বলেন, 'গুরুতর এই সমস্যা সমাধানে প্রশাসনিক স্তরে অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানির আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। সেই মতো তেল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডলের উপস্থিতিতে আয়োজিত বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ওঁরা ফিল্ড ভিজিট করেছেন এবং মঙ্গলবার থেকে সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।'

অভিযোগ, গত তিন বছর ধরে এই সমস্যা দেখা দিলেও এখনও পর্যন্ত সুরাহা করতে পারেনি ওই রাষ্ট্রায়ত্ত তেল কোম্পানি। সমস্যার গোড়া থেকেই স্থানীয়দের আশঙ্কা ছিল যে সম্ভবত মাটির নীচে পাইপলাইনের কোথাও লিক হয়ে যাওয়ার ফলে অপরিশোধিত তেল চুইয়ে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের সঙ্গে মিশছে। বছর খানেক আগেও এলাকার বাসিন্দারা বিষয়টি নিয়ে সরব হওয়ার পর তেল কোম্পানির তরফে পাম্প মেশিনের মাধ্যমে কুয়োর তেল তুলে নেওয়ার পাশাপাশি পরিবার পিছু একটি করে গভীর নলকূপ বসিয়ে দেওয়া হয়। সমস্যা তাতেও মেটেনি বলে জানিয়েছেন অরিজিৎ, প্রিয়নাথরা।

> তেল কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে আয়োজিত বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ওঁরা ফিল্ড ভিজিট করেছেন এবং মঙ্গলবার থেকে সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন।
>
> **রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস**
> *বিডিও, মাল*

এদিন বিকেলে এলাকা পরিদর্শনের পর ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও বিডিও অফিসের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার। তিনি সরাসরি সাংবাদিকদের কিছু না বললেও সূত্রের খবর, বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে মঙ্গলবার থেকে প্রথমে তেল কোম্পানির ওদলাবাড়ি রিপিটার স্টেশনের ভেতরে মাটি খুঁড়ে তেল লিক হওয়ার কারণ খোঁজা হবে। তাতেও যদি কারণ ধরা না পড়ে তবে রিপিটার স্টেশনের বাইরেও খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে তেল লিক হওয়ার উৎস খোঁজা হবে।

বিধানপল্লিতে কুয়ো পরিদর্শনে অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের কর্তারা।

অস্বাভাবিক মৃত্যু

লাটাগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ক্রান্তি ব্লকের চাঁপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ২ বছর আগে কেরানিপাড়া এলাকার বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর বিষ্ণু রায়ের সঙ্গে লাটাগুড়ি ঝাড়মাটিয়ালি এলাকার বাসিন্দা পায়েল রায়ের বিয়ে হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক অশান্তি লেগেই থাকত। সোমবার সকালে স্ত্রীকে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঘরে দেখা যায় বলে বিষ্ণু জেরায় পুলিশকে জানান। স্ত্রীকে বাঁচাতে ফাঁস খুলে নীচে নামানো হলে তিনিও অচৈতন্য হয়ে যান। ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই তরুণীকে উদ্ধার করে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। বিষ্ণুকে আটক করা হয়েছে বলে ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কুষাণ লেপচা জানিয়েছেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত চলছে।

দোকানে চুরি

ময়নাগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ছাউনির টিন খুলে সিলিং কেটে মুদিখানার দোকানে চুরি। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চারেরবাড়ি রেলগেটে। ব্যবসায়ী যোগেন রায় সোমবার সকালে দোকানের শাটার খুলে ভেতরে ঢুকে দেখেন, সমস্ত লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে রয়েছে। দোকানের সিলিং কাটা এবং টিনের ছাউনি ভাঙা। এদিন দুপুরে দোকান মালিক ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে। যোগেন বললেন, 'প্রায় আট হাজার টাকার বিভিন্ন সামগ্রী সহ ক্যাশবাক্সের কিছু নগদ টাকা এবং খুচরো পয়সা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। পাশেই আমার বাড়ি। শনিবার রাত ন'টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরেছি। দোকানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। কিন্তু দুষ্কৃতীরা দোকানে ঢুকেই সিসিটিভি ক্যামেরার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।'

মানবিক পুলিশ

ধূপগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : জাতীয় সড়কের পাশে অসুস্থ অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে পাঠাল পুলিশ। সোমবার বিকালে ধূপগুড়ি জলঢাকা এলাকা থেকে ওই মহিলাকে উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ধূপগুড়ি থানার টহলদারি ভ্যান ঘটনাস্থলে যায়। পরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়। তারা অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে। পুলিশ খোঁজ নিয়ে মহিলার পরিচয় জানতে পেরেছে। মহিলার বাড়ি বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দামবাড়ি এলাকায়। তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বাড়ির লোকজন হাসপাতালে পৌঁছেছেন।

দুর্ঘটনা

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : রবিবার রাতে শহর সংলগ্ন জমিদারপাড়ায় দ্রুতগতিতে আসা একটি বাইকের ধাক্কায় একজন সাইকেল আরোহী আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শী চিরঞ্জীব সরকার বলেন, 'এক কিশোর সাইকেল নিয়ে পাহাড়পুরের দিকে যাওয়ার সময় উলটো দিক থেকে আসা দ্রুতগতির বাইক সজোরে সাইকেলটিতে ধাক্কা মারে। ঘটনায় বাইক আরোহী সহ ওই কিশোর আহত হয়।' তাদের উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে।

পুজোর আগে বোনাস দাবি

ওদলাবাড়ি, ২৫ অগাস্ট : কাজ করেও মিলছে না মজুরি। ৩টি পাক্ষিক মজুরি সহ বাগানের স্টাফ ও সাব-স্টাফদের ২ মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। এছাড়াও প্রাপ্য অন্য সব সুযোগসুবিধা থেকেও বঞ্চিত বাগ্রাকোট চা বাগানের শ্রমিকরা। এর প্রতিবাদে এবং দাবি পূরণের দাবিতে সোমবার সকালে জয়েন্ট ফোরামের তরফে গেট মিটিং করা হল বাগ্রাকোট চা বাগানে।

এদিনের সভায় সিটু নেতা পবন প্রধান, এনইউপিডব্লিউ সংগঠক অমিত ছেত্রী প্রমুখ দাবি করেন, গত বেশ কয়েকমাস ধরে এমনভাবেই চলছে বাগ্রাকোট চা বাগান। বাগান পরিচালকদের বলেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। এদিকে, অর্থের অভাবে সংকটে রয়েছে শ্রমিক পরিবারগুলি। এই অবস্থায় প্রশাসনিক স্তরে শ্রম দপ্তরের হস্তক্ষেপ দাবি করে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে মালের সহকারী শ্রম কমিশনারের দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হলেও কাজ কিছুই হয়নি। পুজো বোনাসের আগেই বকেয়া মেটাতে হবে বলে এদিন দাবি জানিয়েছে জয়েন্ট ফোরামের নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে সংস্থার ডিরেক্টর সুরজিৎ বক্সী বলেন, 'এই সময় আর্থিক সংকট চলছে বাগানে। এবার উৎপাদন অনেকটা মার খেয়েছে। পোকামাকড়ের উপদ্রবে উৎপাদনে সমস্যা হয়েছে। তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের বকেয়া মেটানোর চেষ্টা চলছে।'

> এই সময় আর্থিক সংকট চলছে বাগানে। এবার উৎপাদন অনেকটা মার খেয়েছে। পোকামাকড়ের উপদ্রবে উৎপাদনে সমস্যা হয়েছে। তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের বকেয়া মেটানোর চেষ্টা চলছে।
>
> **সুরজিৎ বক্সী**
> *ডিরেক্টর*

টুকরো খবর

নিখোঁজ ছাত্রী

ময়নাগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ভাগ্নিকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সে ময়নাগুড়ি রোড হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। ঘটনাটি ময়নাগুড়ি ব্লকের বার্নিশ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উত্তর ডাঙ্গাপাড়ার। নিখোঁজ স্কুলছাত্রীর বাবা সোমবার এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি থানায় নিখোঁজ ডায়ারি করেন। তিনি বলেন, 'গত ২৩ অগাস্ট শনিবার মেয়ে নাতনিকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বের হয়। নাতনিকে স্কুলে পৌঁছেও দেয় মেয়ে। কিন্তু তারপর থেকেই মেয়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।'

ধৃত তিন

বেলাকোবা, ২৫ অগাস্ট : জুয়ার বোর্ড থেকে নগদ টাকা সহ তিনজনকে বেলাকোবা ফাঁড়ির পুলিশ গ্রেপ্তার করল। সোমবার বেলা সাড়ে ৪টায় রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের রাজমাতাবাড়ি এলাকার ঘটনা। ফাঁড়ির ওসি অরিজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'জুয়ার বোর্ড থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে ব্যক্তিগত জামিনে ওই তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়।'

সভা ও মিছিল

ক্রান্তি, ২৫ অগাস্ট : ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষার অবমাননা, বাঙালিদের উপর বিজেপি শাসিত রাজ্যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রান্তি বাজারে মিছিল করল তৃণমূল। তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাসের নেতৃত্বে মিছিল শেষে ক্রান্তি ব্লকের চৈতন্য কালীবাড়ির মাঠে সভা করা হয়। কর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কৃষ্ণ দাস নেতাদের সততার সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেন।

ডেঙ্গিতে আক্রান্ত সহায়িকা

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ২৫ অগাস্ট : ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকা। শিশুদের নিয়ে আতঙ্কে পঠনপাঠন চালাচ্ছেন কেন্দ্রের আরেক সহায়িকা। এদিকে, ভয় পেয়ে কেন্দ্রে আসতে চাইছে না পড়ুয়ারাও। মেটেলি ব্লকের বড়দিঘি চা বাগানের আদর্শ শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের ছবিটা এখন এটাই।

চালসা এলাকার বাসিন্দা ওই শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকা সম্প্রতি ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হন। বর্তমানে হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এদিকে, বড়দিঘি চা বাগানে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। ইতিমধ্যে বাগানে গিয়ে ডেঙ্গি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন মাল মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডল। সোমবার সকালে বাগানে গিয়ে বাড়ি বাড়ি সচেতনতা প্রচার করলেন মেটেলির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ। ইনডং-মাটিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামীণ সম্পদকর্মীরা যৌথভাবে বড়দিঘি চা বাগানের বিভিন্ন শ্রমিক মহল্লায় কাজ করছেন।

এদিন বাগানে ফগিং করা হয়। শিশুশিক্ষাকেন্দ্রটির আরেক সহায়িকা স্বাগতা ঘোষ বলেন, 'বর্তমানে একাই শিশুদের নিয়ে কেন্দ্র চালাচ্ছি। কিছুটা আতঙ্ক রয়েছে। পড়ুয়ার সংখ্যাও কমেছে।' তাঁর সংযোজন, 'কোনও পড়ুয়ার জ্বর হলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে বাগানে নিয়মিত মশা মারার ওষুধ স্প্রে সহ সচেতনতা প্রচার করা হচ্ছে।'

বড়দিঘি চা বাগানে এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ জন। যদিও সকলেই সুস্থ রয়েছেন। এদিকে, এই চা বাগানে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর এবং ব্লক প্রশাসনের কপালে। ডেঙ্গি রুখতে তাই আদাজল খেয়ে ময়দানে নেমে পড়েছেন আধিকারিকরা। চা বাগানে ডেঙ্গি রোধের জন্য মাইকিংয়ের মাধ্যমে সচেতনতার পাশাপাশি গ্রামীণ সম্পদকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করছেন। সেইসঙ্গে নানা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারও জ্বর হলে হাসপাতালে যাওয়া উচিত। বাড়ি কিংবা কাজের জায়গার আশপাশে জল জমতে না দেওয়ার দিকে নজর রাখতে বলা হচ্ছে। মশারি টাঙিয়ে ঘুমানোর কথাও প্রচার করা হচ্ছে। বাগান কর্তৃপক্ষও প্রচার চালাচ্ছে। মেটেলির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ বললেন, 'সোমবার বাগানে ফগিংয়ের পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণকে সচেতন করা হয়। ডেঙ্গি রুখতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এলাকার মানুষজন যাতে আতঙ্কিত হয়ে না পড়েন, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে।'

বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণকে সচেতন করছেন মাটিয়ালির বিডিও।

চিন্তা যেখানে

- বড়দিঘি চা বাগানে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ১৫
- সকলেই সুস্থ থাকলেও দিন-দিন আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় উদ্বেগে প্রশাসন
- এর মধ্যে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকা ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হওয়ায় আতঙ্ক বেড়েছে
- পাল্লা দিয়ে কমেছে এসএসকে-তে পড়ুয়ার সংখ্যা
- এলাকায় ফগিংয়ের পাশাপাশি চলছে সচেতনতামূলক প্রচার

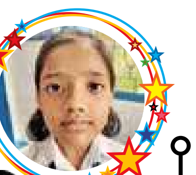

ছোট্ট তারা

সোহানা আখতার চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি খুদে এই পড়ুয়া অঙ্কনে পারদর্শীর পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একাধিক পুরস্কার পেয়েছে।

প্রেমের টানে এপারে এসে ধৃত

মেখলিগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : প্রেমের টানে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এলেন এক গৃহবধূ। তবে শেষপর্যন্ত ধরা পড়লেন প্রেমিক সহ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মেখলিগঞ্জ এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার সাপাহার থানার বাসিন্দা শিল্পী খাতুনের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে আলাপ হয় মালদার কালিয়াচকের এক বিবাহিত ব্যক্তি ইব্রাহিম মিয়াঁর। সেখান থেকেই ঘনিষ্ঠতা বাড়ে দুজনের। রবিবার গভীর রাতে দালালের মাধ্যমে কুচলিবাড়ির অমর ক্যাম্প সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন শিল্পী। তাঁকে ঢুকিয়েই ভারতীয় দালাল চম্পট দেয়। এরপর পথ হারিয়ে গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরি করার সময় গ্রামবাসীরা তাঁকে আটক করেন। প্রথমে শিল্পী নিজেকে মালদার বাসিন্দা বলে দাবি করেন এবং জানান তাঁর স্বামী তাঁকে নিতে এসেছেন। স্থানীয়রা খোঁজখবর চালিয়ে ইব্রাহিমকেও আটক করে পুলিশে খবর দেন।

পরে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ দুজনকে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। শিল্পীর কাছ থেকে বাংলাদেশি পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়। সোমবার ধৃতদের মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। শিল্পীর বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশ এবং ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে সহযোগিতার মামলা রুজু করা হয়েছে।

শিল্পীর অভিযোগ, 'আমাদের সম্পর্কের কথা জানার পর আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়ে তিন সন্তানকে কেড়ে নেয়। একা হয়ে পড়ার পর মা আমাকে জোর করে এক বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি চাইনি। তখন ইব্রাহিম আমাকে আশ্বাস দেয় ভারতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। ইতিমধ্যেই ২০২৩ সালে একবার অবৈধভাবে বাংলাদেশে গিয়ে ইব্রাহিম আমাকে ভারতে নিয়ে আসে। কয়েক মাস পর আবার বাংলাদেশে ফিরে যাই। এরপর থেকে সুযোগ খুঁজছিলাম ভারতে আসার। অবশেষে দালালদের সাহায্যে এসেছি। দুই দেশের দালালরা মিলিয়ে ৪২ হাজার টাকা নিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দালাল রাতে কুপ্রস্তাব দেওয়ায় আমি রাজি হইনি। তাই আমাকে মাঝপথে ছেড়ে পালিয়ে যায়।'

অন্যদিকে ইব্রাহিমের দাবি, 'আমাদের কোনও অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। আমরা একে অপরকে ভালোবাসি। আমার প্রথম স্ত্রীও জানে এবং সে-ও রাজি ছিল। তাই শিল্পীকে নিয়ে আসতে গিয়েছিলাম।'

এই ঘটনায় প্রশাসনও নড়েচড়ে বসেছে। মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সনাতন গড়াই বলেন, 'ধৃত দুজনকে আদালতে তোলা হয়েছে এবং চারদিনের হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।'

মিলল সমাধান

বেলাকোবা, ২৫ অগাস্ট : অবশেষে কালুয়াবাড়ির রিসাইক্লিং ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ সীমানা প্রাচীর ভেঙে দিয়ে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করল। রাজগঞ্জ ব্লকের পানিকৌরি অঞ্চলের ওই কারখানার সীমানা প্রাচীরের জন্য প্রায় ৪০ বিঘা জমিতে জল জমে হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় কৃষকরা আমন ধানের চারা রোপণ করতে পারছিলেন না। একাধিকবার প্রশাসনকে জানিও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় তাঁরা গত ২১ অগাস্ট সেই কারখানার গাড়ি আটকে আন্দোলন করেন। খবর পেয়ে সেদিন বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি অরিজিৎ কুণ্ডু ঘটনাস্থলে যান। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। সেইমতো এদিন প্রাচীরের কিছু অংশ কারখানা কর্তৃপক্ষ বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেয়। এই উদ্যোগে খুশি বুধারু মোহাম্মদ, শাওনি খাতুনদের মতো স্থানীয় বাসিন্দারা।

তবে, এত দেরি করে প্রাচীর ভাঙার পর এখন আর আদৌ আমন ধান চাষ করা যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দিহান বুধারুরা। তাই তাঁরা ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন জানিয়েছেন পানিকৌরি অঞ্চল প্রধান পাপিয়া সরকারের কাছে।

এব্যাপারে পাপিয়া বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্তদের কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে বলেছি।'

পুজোর খরচ জোটাতে ভিনরাজ্যে রওনা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৫ অগাস্ট : পুজোর আগে জামাকাপড় কিনতে বা হাতখরচের জন্য টাকা লাগবে। তাই অচেনা নম্বর থেকে আসা ফোনের উপর ভরসা করেই তামিলনাড়ু যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কুমারগ্রামদুয়ারের একাদশ শ্রেণির তিন ছাত্রী। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে তাদের উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে জিআরপি-র কর্মীদের সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁরা জানতে পারেন, তিন কিশোরীর বিবেক এক্সপ্রেস ধরে তামিলনাড়ু যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। এ ব্যাপারে ফোনে তাদের নির্দেশ দিচ্ছিল এক ব্যক্তি। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে তাদের ট্রেন ধরতে বলেছিল ওই ব্যক্তি। গোটা ঘটনাকে নারীপাচারের নতুন কৌশল বলেই মনে করছেন রেল পুলিশের কর্তারা।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের জিআরপি ওসি তরুণকান্তি ঘোষ বলেন, 'ওই তিনজন নাবালিকা নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন থেকে তামিলনাড়ু যাওয়া পরিকল্পনা করেছিল। সন্দেহ হতেই তাদের উদ্ধার করে সিডব্লিউসি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।'

এদিন সিডব্লিউসি-র কর্তারা তিনজনকে কাউন্সেলিং করানোর সময় তাদের কথা শুনে অবাক হয়ে যান। তিনজন জানায়, একটি ফোন নম্বর থেকে নির্দেশ পেয়েই তামিলনাড়ু যাচ্ছিল তারা। মোটা বেতনের ভালো কাজের প্রলোভন দেখানো হয় তাদের। পুজোর আগে জামাকাপড় কেনা সহ হাত খরচের টাকা লাগবে। তাই তিন বান্ধবী ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এলাকারই এক পরিচিতের কাছ থেকে সেখানকার একজনের ফোন নম্বর জোগাড় হয়। তারপর যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হয়।

নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে তখন বিবেক এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে। ট্রেন কখন ছাড়বে, কত নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ট্রেনে চড়তে হবে- তিন ছাত্রীর মোবাইল ফোনে একের পর এক নির্দেশ আসছিল। সম্প্রতি এনজেপি হয়ে নারীপাচারের ঘটনায় বাড়তি সতর্কতা জারি রয়েছে সব বড় স্টেশন। এনজেপি থেকে উদ্ধার হওয়া মহিলাদের মধ্যে কয়েকজন কালচিনি ব্লকের ছিলেন। তাই নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন ও আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে জিআরপি এবং আরপিএফ কর্মীরা তিন নাবালিকার হাবভাব লক্ষ করে তাদের আটক করেন।

সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'ওই তিন নাবালিকাকে কাউন্সেলিংয়ের পর হোমে রাখা হয়েছে। তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার থেকে আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।'

বিঘা শ্রমিকদের জীবন নিয়ে খেলা

শুভজিৎ দত্ত

কাজের শেষে বাড়ি ফেরার পথে চা বাগানের বিঘা শ্রমিকরা।

নাগরাকাটা, ২৫ অগাস্ট : বাহারি বিঘা। অর্থাৎ, বাইরে থেকে অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করতে আসেন যেসব শ্রমিক। ট্রাক, ট্র্যাক্টর, ক্যান্টার, ট্রলি, পিকআপ ভ্যান, ম্যাক্সিক্যাবে ঠাসাঠাসি হয়ে কিংবা ঝুলে যাতায়াত করাটাই যেন ভবিতব্য ডুয়ার্সের চা বাগানের এই বাহারি বিঘাদের। একের পর এক দুর্ঘটনা, প্রাণহানির পরও অবস্থা বদলাচ্ছে না। সোমবার সকালে গাঠিয়া চা বাগানে একটি দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যুর পর কি আদৌ পরিস্থিতি বদলাবে?

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলছেন, 'পুলিশ দীর্ঘদিন ধরেই সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছে।' আর জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক সোনম লেপচা বলেন, 'সতর্ক নজর রাখা হচ্ছে।'

ছাত্র বা শ্রমিকবোঝাই গাড়ি উলটে হতাহতের ঘটনা ডুয়ার্সের চা বাগান অধ্যুষিত নানা এলাকায় মাঝে মাঝেই ঘটে। কয়েক বছর আগে মাধ্যমিক দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে নাগরাকাটার চ্যাংমারি চা বাগানে চলন্ত ট্র্যাক্টরের ডালা খুলে পরীক্ষার্থীরা জখম হয়েছিল। বানারহাটের তোতাপাড়া চা বাগানেও কয়েক বছর আগে এমনই একটি ঘটনা ঘটেছিল।

আর শ্রমিকবোঝাই গাড়ি উলটে যাওয়ার নজির তো অসংখ্য। ২০২৩ সালের ২৬ জুলাই বানারহাটের লক্ষ্মীপাড়া চা বাগানের কাছে শ্রমিকবোঝাই পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে আহত হয়েছিলেন ২২ জন শ্রমিক। ২০২৪ সালের ৭ জুন বাগানে কাজে যাওয়ার সময় চালসার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি উলটে গেলে অন্তত ২৫ জন আহত হন।

এবছরেরই মার্চ মাসে গরুবাথান থেকে পিকআপ ভ্যানের পাদানিতে ঝুলে কলেজ থেকে ফেরার পথে আচমকা পড়ে গিয়ে মারা যান নাগরাকাটার খাসবস্তির এক তরুণ।

পুলিশ যে পদক্ষেপ করে না, তা নয়। গত ২৮ মার্চ গাদাগাদি করে ও ঝুলতে ঝুলতে বিঘা শ্রমিকদের একের পর এক পিকআপ ভ্যানে যেতে দেখে নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার গাড়িগুলি আটকে দেন। ওই শ্রমিকরা এরপর রুটিরুজির প্রশ্ন তুলে পথ অবরোধে বসে পড়েন। আইসি বলেন, 'শুধু একদিন নয়। এই বিষয়টি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।'

চা শ্রমিকদের যৌথ সংগঠন জয়েন্ট ফোরামের আহ্বায়ক জিয়াউল আলম বলছেন, 'যে সমস্ত বিঘা শ্রমিকদের ঠাসাঠাসি করে নিয়ে যাওয়া হয় দেখা যাবে তাঁদের সিংহভাগই মহিলা। এক্ষেত্রে ঠিকাদারদের অবস্থান অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।'

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'নিয়ম মোতাবেক বিঘা শ্রমিকদের যাতায়াতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উচিত। তবে খরচ বাঁচাতে অনেকেই তা নিয়ে মাথা ঘামান না।' আদিবাসী বিকাশ পরিষদের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সভাপতি জয়প্রকাশ টিগ্গা মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'পরিবহণ দপ্তরের ভূমিকা এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা যথাযথ নয় বলেই আমাদের মূল্যায়ন।'

প্রাণের ঝুঁকি

- যে বিঘা শ্রমিকদের ঠাসাঠাসি করে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁদের সিংহভাগই মহিলা
- তাঁদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ঠিকাদারের
- বিপজ্জনক যাতায়াত নিয়ে পুলিশ ও পরিবহণ দপ্তর সচেতনতা বাড়াচ্ছে

ওদলাবাড়ি ফ্লাইওভারে দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে এই গাড়িটি। সোমবার।

ফ্লাইওভারে দুটি দুর্ঘটনা

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২৫ অগাস্ট : সময়ের ব্যবধান বড়জোর ৩০ মিনিট। এর মধ্যে চেল নদী পেরিয়ে ওদলাবাড়ি ফ্লাইওভারের ভুল লেনে গাড়ি ঢুকে পড়ায় মঙ্গলবার দুটি দুর্ঘটনা ঘটল। এর জেরে এক শিশু সহ আটজন আহত হয়েছেন। মাল থানার ট্রাফিক ওসি দেবজিৎ বসু বলেন, 'দুটি ক্ষেত্রে চালকরা ফ্লাইওভারের ভুল লেনে ঢুকে পড়েছিল। ফ্লাইওভারের দুই প্রান্তে নিরাপত্তার জন্য সাইনেজ লক্ষ না করায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।' দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি ও বাইকগুলি পুলিশ নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন প্রথমে দুপুর আড়াইটা নাগাদ দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। মালবাজার থেকে অভি সরকার ও তাঁর এক আত্মীয় প্রতিমা অধিকারী বাইকে করে ওদলাবাড়িতে বাড়ি ফিরছিলেন। নিয়ম মেনে ফ্লাইওভারের বাঁদিকের রাস্তা ধরে তাঁরা ফিরছিলেন। হঠাৎ একটি বাঁকের মুখে উলটোদিক থেকে একই লেনে আরেকটি বাইক দ্রুতগতিতে এগিয়ে এলে বাইক দুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ভুল রাস্তায় ঢুকে পড়া বাইকটি দার্জিলিং থেকে জয়গাঁ যাচ্ছিল। ওই বাইকে ওদলাবাড়ির দুই বাসিন্দা সুশান্ত গুরুং ও বিশাখা লামা ছিলেন। মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে তাঁরা বাইক থেকে ছিটকে ফ্লাইওভারের রাস্তায় পড়ে যান।

এই ঘটনার ঠিক পরে ওই পথ ধরে সমাজসেবী নফসর আলি ওদলাবাড়িতে ফিরছিলেন। স্থানীয়দের সহযোগিতায় নফসর দ্রুত আহত চারজনকে উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। এরপর ফের একইভাবে মুখোমুখি দুটি চার চাকার গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে। নরেশ শা নামে এক প্রত্যক্ষদর্শীর কথায়, 'কালো রঙের একটি বিলাসবহুল গাড়ি নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে মালবাজারের দিক থেকে ওদলাবাড়ির দিকে ফিরছিল। হঠাৎ একটি লাল রঙের গাড়ি ভুল পথে একই লেনে চলে আসায় বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এরপর গাড়ি দুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। কালো গাড়ির চালক মেহফুজ আহমেদ শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন।' তবে তাঁর গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এদিকে লাল রঙের গাড়ির আরোহী আজহার উদ্দিন আনসারি, রানি বেগম, নুরসিদা বিবি ও সাত মাসের এক শিশু জখম হয়েছেন। আহতদের ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

> কালো রঙের একটি বিলাসবহুল গাড়ি নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট রাস্তা ধরে মালবাজারের দিক থেকে ওদলাবাড়ির দিকে ফিরছিল। হঠাৎ একটি লাল রঙের গাড়ি ভুল পথে একই লেনে চলে আসায় বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এরপর গাড়ি দুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। কালো গাড়ির চালক মেহফুজ আহমেদ সুস্থ আছেন।
>
> **নরেশ শা,** *প্রত্যক্ষদর্শী*

ডাম্পার ও অ্যাম্বুল্যান্সের সংঘর্ষ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৫ অগাস্ট : শালবাড়ি মোড়ে সোমবার ডাম্পার ও অ্যাম্বুল্যান্সের সংঘর্ষে আহত হলেন ২ জন। চালসাগামী অ্যাম্বুল্যান্সটি একজন গর্ভবতীকে নিয়ে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছন থেকে একটি ডাম্পারকে ধাক্কা মারে। সংঘর্ষে দুটি গাড়িই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাম্পারচালক সিটে আটকে পড়েন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। আহতদের মধ্যে রয়েছেন ডাম্পারচালক মহম্মদ রেজাউল হক এবং অ্যাম্বুল্যান্সের সহযাত্রী সুভদ্রা পাসোয়ান। তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

ফের ডামডিমের বাঁশবাড়িতে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনা ঘটল। আহত হয়েছেন ২ জন। একটি বাইক ডামডিম থেকে মালবাজারের দিকে আসছিল। সেই সময় অপর একটি বাইক রাস্তা পার করছিল। তখনই পেছন থেকে আসা বাইকটি অপর বাইককে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় ২ বাইকচালক আহত হন। রাজু লোহার নামে আহত এক চালককে বাসিন্দারা উদ্ধার করে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠান।

এদিকে, মানিকগঞ্জ-সাতকুড়া রাজ্য সড়কের যমুনা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় সোমবার একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। ঘটনায় বাইকচালক সহ আরোহী জখম হন। আহতদের নাম রাজেন মুর্মু ও গণেশ মুর্মু। তাঁরা ১৩০ নম্বর ব্যাটালিয়নের একটি গাড়ি সাতকুড়া বাজারের দিকে আসছিল। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে মদ্যপ অবস্থায় একটি বাইকে দুই ভাই হলদিবাড়ি বাজারের দিকে আসছিল। আচমকা বিএসএফের গাড়ির মুখোমুখি পড়ে যাওয়ায় বাইকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়।

দুর্নীতিতে তৃণমূলের ছায়া

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : এ যেন কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হওয়ার দশা। ৪৭ লক্ষের কেলেঙ্কারি ধরা পড়তেই কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকে একাধিক বড় দুর্নীতির তথ্য সহ অভিযোগ জমা হল রাজ্য সমবায় দপ্তরে। দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে জেলার এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেত্রীর বাবারও। ওই ব্যক্তি ব্যাংকের বোর্ডে দায়িত্বে থাকাকালীন একাধিক বেআইনি কাজকর্ম করেছেন বলেই অভিযোগ। সমবায় দপ্তরের জেলার এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকের বিরুদ্ধেও বহু বেআইনি কাজকর্মের প্রামাণ্য নথি ইতিমধ্যেই কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছে। তৃণমূল পরিচালিত ব্যাংকে লাগামহীন দুর্নীতি রোধে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে তদন্ত দাবি করেছে বিজেপি।

কেলেঙ্কারির খবর প্রকাশ্যে আসতেই শুক্রবার তড়িঘড়ি বোর্ড অফ ডিরেক্টরের জরুরি সভা ডেকেছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মণ্ডল। সূত্রের খবর, ওই সভাতে ৪৭ লক্ষের কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কাঞ্চন নিয়োগীর বিরুদ্ধেও এফআইআর করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হতে পারে। প্রতারণার খবর ছড়াতেই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় ভিড় জমাচ্ছেন আমানতকারীরা। গচ্ছিত টাকা তুলতে সোমবার বহু আবেদন জমা পড়েছে বলেই ব্যাংক সূত্রের খবর। রাজ্য সমবায় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের বেআইনি কাজকর্মের প্রতিবাদ করায় সম্প্রতি ব্যাংকের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিককে (সিইও) হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে। রাজ্য সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের শীর্ষ আধিকারিকদের কাছে সেই সংক্রান্ত অভিযোগও জমা হয়েছে। সিইও'র নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রাজ্য থেকে ইতিমধ্যেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠিও পাঠানো হয়েছে। বিরোধীরা বলছেন, এসব থেকেই স্পষ্ট হচ্ছে কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দিতে মরিয়া হয়েছে তৃণমূলের বোর্ড।

সিইও রাজশেখর অধিকারীর কথায়, 'যা বলার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। সবটাই ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ওই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে কিছু বলা উচিত নয়।' তবে ব্যাংকের দুর্নীতি নিয়ে তদন্ত করা হবে বলেই জানিয়েছেন সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। তাঁর কথা, 'সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করা হবে।' দুর্নীতির দায় নিতে নারাজ সিদ্ধার্থ। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের আমলে কোনও দুর্নীতি হয়নি। পদ্ধতি মেনেই কাজ করব।'

খুন বৃদ্ধ, আটক ভাইপো

মালবাজার ও মেটেলি ২৫ অগাস্ট : সোমবার রাতে মেটেলি ব্লকের বিধাননগর পঞ্চায়েতের ডাঙ্গাপাড়া কাচু মোড় এলাকায় পারিবারিক বিবাদের জেরে নির্মম হত্যার শিকার ৬৫ বছরের এতোয়া ওরাওঁ। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তিকে মাথায় ও সারা শরীরে পাথর দিয়ে থেঁতলে হত্যা করেছেন তাঁরই ভাইপো বিমল ওরাওঁ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সোমবার বিকেলে বিমল হঠাৎ করেই পাথর দিয়ে আঘাত করে এতোয়াকে মারাত্মকভাবে জখম করেন। এরপর প্রতিবেশী ও পরিবারের ছোট ছেলে দশরথ মিলে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ও অভিযুক্ত বিমল উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কাকুর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই তিনি পালানোর চেষ্টা করেন। স্থানীয় ও পরিবারের তৎপরতায় তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দশরথ জানান, 'বিমল মাঝেমধ্যেই আমার বৌদিকে উত্যক্ত করতেন। আমার বাবা তাঁর প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই রোষেই হয়তো বাবাকে খুন করেছে।'

মণ্ডপের পথে গণেশমূর্তি। আলিপুরদুয়ারের কাছে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

দুর্গা মল্লর মূর্তি বসল

বানারহাট, ২৫ অগাস্ট : শহিদ দুর্গা মল্ল স্মৃতি সেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সোমবার চামুর্চিতে মেজর দুর্গা মল্লের শহিদ দিবস ও নেপালি ভাষা স্বীকৃতি দিবস পালন করা হয়। এদিন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান অনীত থাপার হাত ধরে মেজর দুর্গা মল্লের আবক্ষমূর্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিটিএ প্রশাসক অনীত থাপা, জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, চামুর্চি ফাঁড়ির ওসি আদিল লিম্বু প্রমুখ। এদিন এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাজেয়াপ্ত পোস্ত

গয়েরকাটা, ২৫ অগাস্ট : চা পাতার আড়ালে লুকিয়ে পাচার করা হচ্ছিল পোস্ত। খবর পেয়ে গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে বানারহাট থানার পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হওয়া পোস্ত ও চা পাতার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

সোমবার এশিয়ান হাইওয়ে-৪৮' এর ওপর আম্বাডিপা এলাকায় একটি অসমের নম্বর প্লেট লাগানো কনটেনার আটক করে বানারহাট থানার পুলিশ। তবে, গাড়িচালক পলাতক। গাড়ির তালা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ হয় পুলিশের। দেখা যায়, গাড়ির পেছনে সাজানো রয়েছে চা পাতার বস্তা এবং পোস্ত। পুলিশ জানিয়েছে, ১৭০ বস্তা পোস্ত এবং ৪০ বস্তা চা পাতা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রতি প্যাকেটের ওজন ৫০ কেজি। বানারহাট আইসি বিরাজ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, সোমবার সকালে মালবোঝাই গাড়িটি আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে যে, সেটি অসম থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল।

বেতনের দাবি

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : বিএসএনএলের চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নির্দেশিকা অনুসারে বেতন দেওয়ার দাবিতে জেনারেল ম্যানেজারকে লিখিত দাবি জানাল আইএনটিটিইউসি'র বিএসএনএল কনট্রাকচুয়াল লেবার ইউনিয়ন। সংগঠনের পক্ষে স্বপন সরকার বলেন, 'কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রকের নতুন নির্দেশিকা অনুসারে চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের বেতন দেওয়া হচ্ছে না। সরকারি নির্দেশিকা মেনে বেতন দেওয়া না হলে আমরা আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।'

পরিদর্শন

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কিরেন্দ্র নারা সোমবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি স্টেশনের উন্নয়নের কাজকর্ম খতিয়ে দেখেন। সমস্ত কাজ দ্রুত শেষ করতে তিনি নির্দেশ দেন।

ফেরার আরেক অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশ

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা কিশোরী, ধৃত ১

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ২৫ অগাস্ট : একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের 'কমন সার্ভিস সেন্টার'-এ ডেকে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ দুই তরুণের বিরুদ্ধে। তিন মাস আগের ওই ঘটনার জেরে বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা নির্যাতিতা। রবিবার বিষয়টি জানতে পেরেই জলপাইগুড়ি মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করে তার পরিবার। গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ সুরজিৎ রায় ওরফে পিকু নামে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। আরেক অভিযুক্ত প্রীতম সরকার ফেরার। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে।

জলপাইগুড়ি মহিলা থানার আইসি ডিকি লামো ভুটিয়া জানান, দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হবে এবং তাকে 'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি' (সিডব্লিউসি)-র সামনে হাজির করানো হবে। সঙ্গে শারীরিক পরীক্ষাও করা হবে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে।

অভিযোগ, জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাসিন্দা ষোলো বছর বয়সি ওই নাবালিকাকে মে মাসের শেষের দিকে ধর্ষণ করা হয়। এরপর লাগাতার প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি ও ধর্ষণের ভিডিও ইন্টারনেটে ফাঁস করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করেন সুরজিৎ ও প্রীতম। রবিবার নাবালিকার শরীর আচমকা খারাপ হয়। ভয়ে সে এতদিন কিছুই মুখ ফুটে বলতে পারেনি বলে জানায়। শরীর খারাপের পর চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে জানা যায়, নাবালিকা তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা। তখনই সে যৌন নির্যাতনের বিষয়টি খুলে বলে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত দুজন একে অপরের বন্ধু।

ঘটনাক্রম

- রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের 'কমন সার্ভিস সেন্টার'-এ ডেকে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ দুই তরুণের বিরুদ্ধে
- তিন মাস আগের ওই ঘটনার জেরে বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা নির্যাতিতা
- অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, অন্যজন ফেরার
- জলপাইগুড়ি মহিলা থানার আইসি ডিকি লামো ভুটিয়া জানান, দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে

সুরজিতের ওই কমন সার্ভিস সেন্টারটি মালকানি বাজারে অবস্থিত। ঘটনার দিন নাবালিকা কম্পিউটারের ক্লাস করে বাড়ি ফিরছিল। ওই সেন্টারের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত দরকার রয়েছে বলে তাকে ডাকেন সুরজিৎ। জরুরি কথার নাম করে সেন্টারের ওপরের ঘরে নিয়ে যেতে চান। নাবালিকা রাজি না হওয়ায় তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। ওপরের ঘরে গিয়ে সে দেখে সেখানে বসে রয়েছেন প্রীতম। দুজনই তাকে কুপ্রস্তাব দেন। প্রতিবাদ করায় প্রথমে নাবালিকাকে ব্যাপক মারধর করা হয়। এরপর দুই অভিযুক্ত তাকে ধর্ষণ করেন।

নাবালিকার পরিবার জানায়, হুমকির ভয়ে সে এত দিন কাউকে কিছু বলতে পারেনি। তবে ওই ঘটনার পর তার আচরণে অনেক পরিবর্তন এসেছিল। মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। কম কথা বলত। ঠিক করে খাওয়াদাওয়া করত না। এদিন চিকিৎসক নাবালিকাকে অন্তঃসত্ত্বা বলতেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। নাবালিকার মায়ের কথায়, 'আমার মেয়ে একটু সাদাসিধে। ওর সারল্যের সুযোগ নিয়ে দুজন এই কুকীর্তি ঘটিয়েছে। ধর্ষণ করার পর প্রাণে মারার হুমকি দিয়েছে। সেই ভয়ে মেয়ে কাউকে কিছু বলেনি। আমি দুজনের ফাঁসি চাই।'

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সুরজিৎ বিবাহিত। তবে তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। প্রীতমের আবার কয়েকদিন পরেই বিয়ে। মালকানি বাজার চত্বরে তাঁর বাড়ি ও গালামালের দোকান। স্থানীয়রা সুরজিতের কমন সার্ভিস সেন্টারটি তুলে দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছেন। অন্যথা তাঁরা দোকানটি ভেঙে দেবেন বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন।

টেন্ডার প্রক্রিয়া

চালসা, ২৫ অগাস্ট : পূর্ব বাতাবাড়ি সিএম উচ্চবিদ্যালয় যাওয়ার রাস্তা সহ মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকার মোট পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার জন্য জানুয়ারি মাসের মধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া করা হবে। সোমবার রাস্তাগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তরফে মাপজোখ করা হয়। উত্তর ধূপঝোরা, দক্ষিণ ধূপঝোরা, বাতাবাড়ি, বড়দিঘি চা বাগান এলাকায় এই রাস্তাগুলি হবে। মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান বলেন, 'জানুয়ারি মাসের মধ্যেই এই রাস্তাগুলি করার জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।'

স্কুলের উদ্যোগ

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ড্রপআউট পড়ুয়াদের বিদ্যালয়মুখী করতে উদ্যোগ নিলেন শিক্ষিকারা। সোমবার থেকে পথ চলা শুরু হল এই কর্মসূচির। 'আবার ক্লাসে' নামে এই কর্মসূচিটি চলবে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত।

সরকারি বাসে গাঁজা পাচারে উদ্বেগ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ অগাস্ট : কখনও বাসের ভিতরে গোপন কুঠুরি থেকে আবার কখনও সিটের পিছনে স্ক্রু দিয়ে আটকানো বাক্সের ভিতর থেকে গাঁজা পাওয়া যাচ্ছে। একের পর এক এনবিএসটিসি'র বাসে গাঁজা পাচারের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে গত তিনমাসে চারজন চালক সহ ছয়জনকে সাময়িক সাসপেন্ড করেছে কর্তৃপক্ষ। সাতজনকে শাস্তিমূলক বদলি করা হয়েছে। পাচারের জন্য দিনহাটা-মালদা রুটের বাসকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিষয়গুলি প্রকাশ্যে আসতেই নিগমের অন্দরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এনবিএসটিসি'র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেছেন, 'আমরা বাসে নজরদারি বাড়িয়েছি। পুলিশ তাদের মতো করে তদন্ত চালাচ্ছে। আমরা কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছি।' অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনার কথায়, 'মাদকের বিরুদ্ধে কোচবিহার জেলায় পুলিশের তরফে নজরদারি চলছে। গাঁজা, ব্রাউন সুগার সহ মাদক পাচারের ঘটনায় অনেককেই আমরা গ্রেপ্তার করেছি।'

কোচবিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় যে বিপুল পরিমাণে গাঁজা চাষ হয় তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রক্রিয়াজাত হওয়ার পর সেই গাঁজা হাতবদল হয়ে ভিনজেলা তো বটেই, ভিনরাজ্য এমনকি পার্শ্ববর্তী দেশেও পৌঁছে যায়। আন্তঃজেলা স্তরে গাঁজা পাচারের জন্য ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে যাত্রীবাহী বাসগুলিকেই বেছে নিচ্ছে পাচারকারীরা। রাস্তায় ব্যক্তিগত গাড়িতে পুলিশের নজরদারি বেশি থাকে। ফলে বাসে করে পাচারে ঝুঁকি কম। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েও সম্প্রতি জেলার বহু জায়গাতেই পাচারের পরিমাণ বেড়েছে। এনবিএসটিসি সূত্রে খবর, গত ছয়মাসে শুধু কোচবিহারকে কেন্দ্র করে ২০ বার তাদের বাস থেকে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে দিনহাটা-মালদা রুটে।

পুলিশি তদন্তের পাশাপাশি এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষও অভ্যন্তরীণ তদন্তে নামে। তদন্তকারীদের ধারণা, বাসের মধ্যে যেভাবে গাঁজাগুলি লুকিয়ে পাচার করা হচ্ছিল তাতে বাসের কর্মীরা যুক্ত না থাকলে সেভাবে লুকিয়ে রাখা কার্যত অসম্ভব। ফলে সেই বাসের চালক ও কনডাক্টরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যে চারজন চালক ও দুজন কনডাক্টরকে বরখাস্ত করা হয়েছে তাঁরা প্রত্যেকেই দিনহাটা ডিপোর অধীনে কর্মরত ছিলেন। সরকারি বাসকে কেন্দ্র করে যেভাবে পাচারচক্র সক্রিয় হয়ে উঠছে তাতে কর্তৃপক্ষের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সংস্থার চেয়ারম্যানের কথায়, 'দূরপাল্লার বাসগুলি ছাড়ার আগে নিরাপত্তারক্ষী দিয়ে বাসে তল্লাশি চালানো হয়। বাসগুলিতে যাতে নজর রাখা হয় সেজন্য প্রতিটি ডিপোতেই বলা হয়েছে।'

কোচবিহার

আরওবিতে উন্মুক্ত বিদ্যুতের খুঁটি

শুভদীপ শর্মা

উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে বিদ্যুতের তার।

লাটাগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : এতদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ডুবে থাকত লাটাগুড়ি রেলওয়ে ওভারব্রিজ। এতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল পর্যটকদের। এছাড়া, আরওবির শেষ প্রান্তে মাঝেমধ্যেই হাতি দাঁড়িয়ে থাকে। অন্ধকারে হাতি দেখতে না পাওয়ায় হাতি-মানুষ সংঘাতের সম্ভাবনাও তৈরি হয়েছিল। এরপর দুই মাস আগে ওভারব্রিজে আলোর ব্যবস্থা করা হলেও বিদ্যুতের খুঁটিতে উন্মুক্ত তার রয়েছে। এবার সেই তার থেকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন বন দপ্তর থেকে পরিবেশপ্রেমীরা। পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের উত্তরবঙ্গের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'এই আরওবি তৈরির সময় বহু গাছ কাটা হয়েছিল। এখন বৈদ্যুতিকরণ করার সময় তার উন্মুক্ত রেখে বন্যপ্রাণীদের জন্য বিপদ ডেকে আনা হয়েছে। অবিলম্বে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।'

যদিও কেন এমনটা হয়েছে তা খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে আরওবি কর্তৃপক্ষ।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আরওবি বিভাগের নর্থ জোনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কল্যাণ রায় বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা ছিল না। ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে কাজ করানো হয়েছে। যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হবে।'

নিউ মাল-চ্যাংরাবান্ধা রেলপথে লাটাগুড়ি বিচাভাঙ্গা রেলওয়ে ক্রসিংয়ে যানজটের সমস্যা মেটাতে ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে রেলওয়ে ওভারব্রিজ তৈরি করেছিল পূর্ত দপ্তরের আরওবি বিভাগ। গত জুন মাসে ওই রেল ওভারব্রিজ চালু হয়। চালুর এক বছর হয়ে গেলেও এতদিন সেখানে আলোর কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

এদিকে, আরওবির পাশেই জঙ্গল রয়েছে। বন্যপ্রাণীর কথা মাথায় রেখে বন দপ্তরের তরফে সেখানে যাতে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন আলো লাগানো না হয় সেই কথা জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি বাতিগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ছোট ঘর তৈরিরও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই জায়গাও পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে বন দপ্তরের দাবিমতো নির্দিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন আলো বসানো হয়। কন্ট্রোল রুম তৈরি করা হয়। এরপর জুন থেকে ওই আরওবিতে আলো জ্বলে।

তবে আলো জ্বললেও যেখানে বিদ্যুতের খুঁটিতে আলোর সংযোগ করা হয়েছে সেখানে উন্মুক্ত অবস্থায় রয়েছে তার। নাগালের মধ্যে এভাবে উন্মুক্ত অবস্থায় তার থাকায় যে কোনও সময় মানুষ সেই তারের সংস্পর্শে এলে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাশাপাশি সেখানে হাতির আনাগোনা লেগেই থাকে। সেক্ষেত্রেও বিপদ ঘটতে পারে।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অবিলম্বে এই উন্মুক্ত তার ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন বিচাভাঙ্গার বাসিন্দা তথা স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুবল পাইক।

এদিকে, বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের ক্রান্তির আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁরা কেবল তারের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সংযোগ দিয়েছেন। তা থেকে দুর্ঘটনার আশঙ্কা নেই বললেই চলে। তারপরে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কীভাবে তার নিয়ে গিয়েছে সেটা তাদের বিষয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৯৯ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৯ ভাদ্র ১৪৩২

সখ্য বনাম সম্মান

মর্যাদা, সম্মান বিকিয়ে দেওয়ার সর্বনাশ থেকে আপাতত কিছুটা নিজেকে রক্ষা করল বাংলাদেশ। হাসিনা পরবর্তী শাসকের ওপর জামায়াতেপন্থীদের প্রভাব যথেষ্ট বটে। কিন্তু পাকিস্তানের অসম্মান সহ্য করা ঢাকার বর্তমান শাসকদের পক্ষে সম্ভব হল না। তাই নতুন জমানায় পাকিস্তান-ঘনিষ্ঠতায় ধাক্কা লাগার খেসারত সহ্য করার ঝুঁকি থাকলেও উচিত জবাব দিতে বাধ্য হল বাংলাদেশ।

পাক বিদেশমন্ত্রী ইসাক দারের কার্যত মুখের ওপর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনকে বলতে হল, ঠিক বলছেন না আপনি। ৫৪ বছরের তিক্ততাকে পাশ কাটিয়ে ইসলামাবাদের সামনে সুযোগ এসেছিল পাকিস্তানের সাবেক পূর্ব প্রান্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরির। এতে অতীত ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ইত্যাদিতে পাকিস্তানের কলঙ্কজনক অধ্যায় লঘু করে দেওয়ার উদ্দেশ্য ছিল পাক শাসকদের। এতে জামায়াতে বা রাজাকার বাহিনীর ন্যক্কারজনক ভূমিকার কালিমাকে আড়াল করে দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছিল।

মুজিব-কন্যাকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করার পর পাকিস্তানের এই উদ্দেশ্যপূরণের সুযোগটা কিন্তু এনে দিয়েছিল ঢাকার বর্তমান শাসকরা। স্বাধীনতা পরবর্তী স্থায়ী মিত্রশক্তি ভারতের সঙ্গে সংঘাত উচ্চগ্রামে নিয়ে যাওয়ার পর উপমহাদেশে অন্য শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে মরিয়া উদ্যোগ নিচ্ছিল মুহাম্মদ ইউনূসের সরকার। আগ বাড়িয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ তৈরি করেছিল বাংলাদেশই। পাক শাসকরা সম্ভবত মনে করেছিল, জামায়াতের প্রভাব যথেষ্ট থাকায় ইউনূস সরকারকে কবজায় আনা সহজ হবে।

ঢাকার মাটিতে দ্বিপাক্ষিক সরকারি কর্মসূচিতে দাঁড়িয়ে পাক বিদেশমন্ত্রী তাই ওইরকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনার অকথ্য অত্যাচার ও গণহত্যার প্রসঙ্গকে তাই তিনি 'ক্লোজড চ্যাপ্টার' বলতে সাহস দেখিয়েছিলেন। সেই নারকীয় ঘটনাবলির জন্য ইসলামাবাদ যে ক্ষমা চাওয়ার পথে হাঁটবে না, ইসাকের বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

অতীতের কার্যকলাপের জন্য দুঃখপ্রকাশের পথে না গিয়ে বাংলাদেশের মর্যাদা ও স্বাভিমানকে আঘাত করেছে পাক বিদেশমন্ত্রীর ওই মন্তব্য। ঢাকার শাসককুল বুঝতে পেরেছিল, প্রতিবাদ না করে ওই বক্তব্য হজম করলে দুটি পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তাদের। প্রথমত, এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ও স্বাধীনতার লড়াইয়ে দেশের জনসাধারণের ভূমিকা ও এখনও ফল্গুধারার মতো বইতে থাকা আবেগ অসম্মানিত হবে। দ্বিতীয়ত, এতে বিরাট বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়বে গোটা বাংলাদেশে।

পাক বিদেশমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে হাসিনা জমানার পর এযাবৎকালের মধ্যে আওয়ামী লিগের সর্ববৃহৎ মিছিল সেই প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। তবে শুধু আওয়ামী লিগপন্থীরা নন, সামাজিক মাধ্যমে পাক বিদেশমন্ত্রীর কথায় যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে পদ্মাপারে, তার অভিঘাত কম নয়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষে সেই ঝড় সামাল দেওয়া সম্ভব হত না বিদেশ উপদেষ্টা সরাসরি পাক বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান না করলে।

এতে ঢাকার শাসকরা জনরোষ থেকে নিজেদের তো রক্ষা করলেনই। তবে ধাক্কা খেলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে অবমাননা করার বিপদকে আপাতত দূরে সরালেন। পাক বিদেশমন্ত্রী কিন্তু ইসলামে হৃদয় পরিষ্কার রাখার বার্তার দোহাই দিয়ে কার্যত বাংলাদেশের প্রতিবাদকে নস্যাৎ করেছেন। বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশে তিনি বলেন, হৃদয় পরিষ্কার করুন, সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

এই একসঙ্গে কাজ করার জন্য পাকিস্তানের মরিয়া চেষ্টা আরও বাড়বে। ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির এই চেষ্টা ব্যর্থ হলে তা ইসলামাবাদের ওপর বড় ধাক্কা হবে নিঃসন্দেহে। তবে দেশের মানুষের প্রতিক্রিয়া বোঝার পর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় অতি সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। জামায়াতে ইসলামির চাপ উপেক্ষা করে স্বাধীন অবস্থান বজায় রাখা তাই এখন ঢাকার শাসকের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

বিল পাশ না হলেও লাভ মোদির

৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করা মন্ত্রীদের অপসারিত করা যাবে। প্রস্তাবে হইচই হলেও শাসক শিবিরই ফ্রন্টফুটে।

রাতুল ঘোষ

ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ লর্ড অ্যাকশন ১৮৮৭ সালে এক চিঠিতে খ্রিস্টান ধর্মযাজক বিশপ ক্রেইটনকে লিখেছিলেন, 'Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely'। একদম সত্যি কথা। দুর্নীতি বা 'করাপশন' হল স্বাধীন ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। ৪০ বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি একথা অকপটে কবুল করে বলেছিলেন, 'আমি যদি কেন্দ্রীয় কোষাগার থেকে ১ টাকা খরচ করি, তা থেকে মাত্র ১৫ পয়সা প্রকৃতপক্ষে জনগণের কাছে পৌঁছায়। ভারতীয় সংবিধানে ১৩০তম সংশোধনী বিলের প্রস্তাব গত সপ্তাহে লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা পেশ করামাত্র সংসদে 'ইন্ডিয়া' ব্লকের বিরোধী সদস্যরা তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দেন। এই বিলে বলা হয়েছে, দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে ধৃত কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের মন্ত্রীরা জামিন না পেয়ে ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করলে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের নির্দেশে তাঁদের অপসারিত করা যাবে। এই আইনের ঊর্ধ্বে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী নন।

এই মুহূর্তে ভারতের প্রধান বিরোধী দলগুলি ক্ষমতাসীন রয়েছে কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, হিমাচলপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে। বাকি সবক'টি রাজ্যে বিজেপি বা এনডিএ-র মন্ত্রীসভা কায়েম রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই বিলকে 'ড্রাকোনিয়ন' আখ্যা দিয়ে প্রধান আপত্তি তুলেছে সাতটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন এই বিরোধী দলগুলি। এখন প্রশ্ন হল, সংসদের দুই কক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভায় কি এই বিল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হবে? সেই সম্ভাবনা কম। কারণ সংসদের দুই কক্ষেই এনডিএ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা নেই। কিন্তু এই বিতর্কিত বিল সংসদে পাশ না হলেও বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষতির তুলনায় লাভই বেশি। সংসদে পাশ করাতে না পেরে এই বিল প্রত্যাহার করে নিলেও প্রধানমন্ত্রী আগামীদিনে বিভিন্ন নির্বাচনি জনসভায় বলতে পারবেন, আমি কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসন থেকে দুর্নীতি উৎপাটন করতে এই ঐতিহাসিক সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে এনেছিলাম। আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজেকেও এই আইনের ঊর্ধ্বে রাখিনি। আমার মন্ত্রীসভার কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে বা তাঁকে ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করতে হলে পদত্যাগ করে সরে যেতে হবে। আদালতের বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তরা ফের ফিরে আসতে পারবেন। এতে অগণতান্ত্রিকতা বা অন্যায়ের কিছু কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? অথচ দেশের বিরোধী দলগুলি একে সমর্থনই করল না। আমার মতে যাদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত। মোদির এই বক্তব্য ইতিমধ্যেই বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের জনসভায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আর এই আক্রমণ আগামীদিনে আরও তীব্র হবে। এর জুতসই জবাব বিরোধী দলের নেতারা দিতে পারবেন তো? বা দিলেও সেটা জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করা যাবে কি? ভারতীয় রাজনীতিতে এটাই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠতে চলেছে।

যেখানে উচ্চপদস্থ সরকারি আমলারা দুর্নীতির অভিযোগে মাত্র ৪৮ ঘণ্টা হাজতবাস করলেই তাঁদের সাসপেনশন অবধারিত,

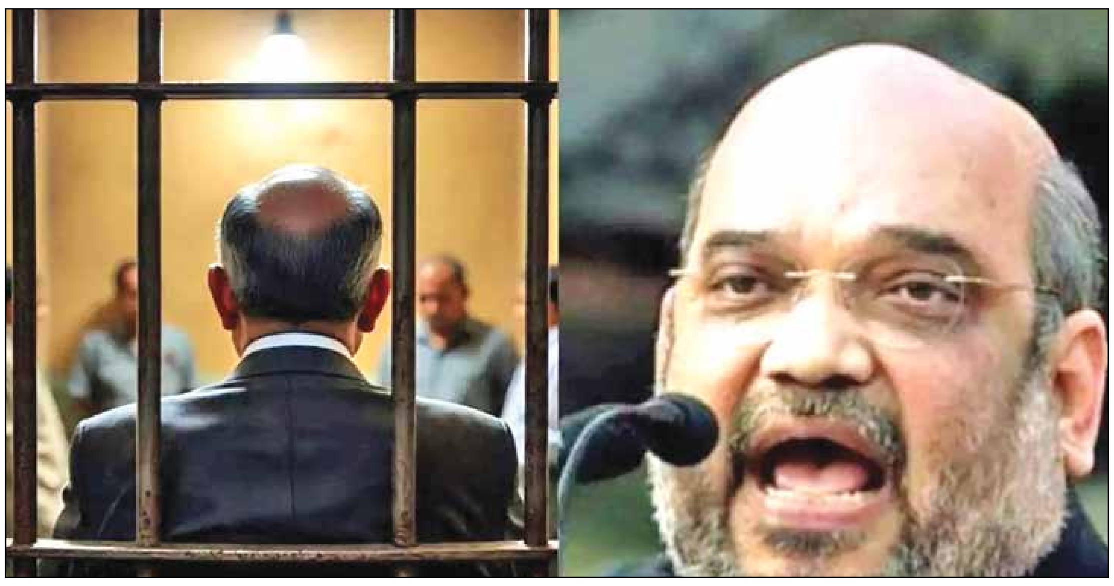

সেখানে রাজনীতিকদের ক্ষেত্রে এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন হবে? এই প্রশ্ন আগামীদিনে উঠতে বাধ্য। রাজনীতিকরা নিজেদের 'সুবিধাভোগী' শ্রেণি হিসেবে দেখিয়ে জনগণের গরিষ্ঠাংশের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার দোহাই দিয়ে নিরন্তর দুর্নীতির ঘোলা জলে মাছ ধরে রেহাই পেয়ে যাবেন, এটাই বা কেমন নিয়ম? আসলে স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্নীতিই ভারতের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বিতর্কিত বিল সংসদে পাশ না হলেও বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষতির তুলনায় লাভই বেশি। সংসদে পাশ করাতে না পেরে এই বিল প্রত্যাহার করে নিলেও প্রধানমন্ত্রী আগামীদিনে বিভিন্ন নির্বাচনি জনসভায় বলতে পারবেন, আমি কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসন থেকে দুর্নীতি উৎপাটন করতে এই ঐতিহাসিক সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদে এনেছিলাম। আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে নিজেকেও এই আইনের ঊর্ধ্বে রাখিনি। আমার মন্ত্রীসভার কারও বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ থাকলে বা তাঁকে ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করতে হলে পদত্যাগ করে সরে যেতে হবে। আদালতের বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তরা ফের ফিরে আসতে পারবেন। এতে অগণতান্ত্রিকতা বা অন্যায়ের কিছু কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন? অথচ দেশের বিরোধী দলগুলি একে সমর্থনই করল না। আমার মতে যাদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্ত।

তাই নীতিহীন রাজনীতির জাঁতাকলে গোটা দেশ আজ পিষ্ট। এই ঘোর বর্ষায় দেশের প্রধান শহরগুলোর রাস্তাঘাটের হাল দেখুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন এই কথা লিখছি। এই রাস্তা ফি বছর জোড়াতাপ্পি দিয়ে কাটমানি খেয়ে পকেট ভরিয়ে দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছেন কেষ্টবিষ্টুরা। কারও কোনও দায়বদ্ধতা আছে?

আমার মনে আছে, ১৯৯৬ সালে লোকসভা ভোট কভার করতে গিয়ে দিল্লির অশোক রোডের অফিসে বিজেপির প্রবাদপ্রতিম নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তখন জৈন হাওয়ালা ডায়েরির এক কোণে লালকৃষ্ণ আদবানির নাম পাওয়া গিয়েছিল বলে বাম-কংগ্রেস-সমাজবাদীরা গোটা দেশে 'গেল গেল' রব তুলেছিল। আদবানি তখন একটা মারাত্মক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি জানিয়ে দেন, 'আমি যতক্ষণ কলঙ্কমুক্ত হয়ে না ফিরছি, ততদিন দেশের কোনও ভোটে দাঁড়াব না।' সেদিন আদবানির কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কী কারণে এই 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' করলেন? জবাবে বিজেপির লৌহপুরুষ বলেছিলেন, 'আমরা পার্টির মাথা। আমরা যদি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে না পারি, তবে দলের নীচু স্তরে কী বার্তা যাবে?'

অথচ এইসব নীতি-নৈতিকতার তোয়াক্কা করেননি লালুপ্রসাদ যাদব, মায়াবতী, জয়ললিতা, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত সোরেনরা। এঁরা ক্ষমতাসীন অবস্থায় জেলে গিয়ে দীর্ঘদিন স্বপদে বহাল থেকেছেন। পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে হাজতবাস করলেও লালু জেলের মধ্যে আস্ত একটা ক্যাবিনেট মিটিংই বসিয়ে দিয়েছিলেন। পরে ক্লাস ফাইভ পাশ করা, ১০ সন্তানের জননী, স্ত্রী রাবড়ি দেবীকে শিখণ্ডীর মতো কুর্সিতে বসিয়ে রাজ্য চালিয়েছেন। জেলে লালুর পায়ের তলায় বসে রাবড়ি মিটিং সারতেন। অরবিন্দ কেজরিওয়াল মাসের পর মাস জেল খাটার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রিত্বের দায়িত্ব অতিশীর হাতে সঁপে দিতে বাধ্য হন।

জানি বিরোধীরা আদা-জল খেয়ে আগামীদিনে মাঠে নামবেন, এই বিল যাতে আগামীদিনে কিছুতেই পাশ না হয়। তৃণমূল তো ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, এই সংশোধনী বিল নিয়ে ডাকা সিলেক্ট কমিটির মিটিংয়ে তারা কোনও প্রতিনিধি পাঠাবে না। কপিল সিবাল, অভিষেক মনু সিংভির মতো দুঁদে সাংসদ ও আইনজীবীরা এই মিটিংয়ে যদি যান তবে তাঁরা রাষ্ট্র ও সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই বিল এক নিদারুণ কুঠারাঘাত বলে সওয়াল করবেন। কিন্তু সংবিধানের আর্টিকল ৩৬৮ অনুযায়ী সংসদে সংশোধনী বিল আনার বিধান রয়েছে মন্ত্রীসভার। যদিও বর্তমান বিলে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় এই সংশোধনী বিল পেশ করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তাছাড়া কোনওভাবে এই বিল সংসদে পাশ হয়ে গেলেও তা পরবর্তীকালে অবধারিতভাবে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হবে। সেক্ষেত্রে সেই মামলাও বছরের পর বছর চলবে। তখন কপিল সিবালরা সর্বোচ্চ আদালতে দাঁড়িয়ে বলবেন, মাই লর্ড, এটা বিরোধীদের কণ্ঠ রুদ্ধ করার অপচেষ্টা। হিটলার জমানার গেস্টাপো অভিযানের মতো। সংবিধানের মৌলিক কাঠামোয় কুঠারাঘাত। বিচার হল না, চার্জশিট জমা পড়ল না, দুর্নীতির অভিযোগ আদালতে প্রমাণ হল না, অথচ একজন নির্বাচিত সাংসদ বা বিধায়ককে মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। তাও সেটা ৩০ দিনের বেশি হাজতবাস করলে? তাহলে কি সিবিআই এক্ষেত্রে জজ, জুরি অ্যান্ড এগজিকিউশনার হয়ে উঠবে?

এই বিতর্ক, চাপানউতোর আগামীদিনে চলতেই থাকবে। তবে এর ফলে প্রধানমন্ত্রীর আপাত দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান আরও গোটা দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন মাদার টেরেজা।

১৯২০

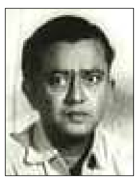

অভিনেতা ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে প্রধানমন্ত্রী পদে থাকা একজন নেতার কলেজের ডিগ্রি কেন গোপন করা হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডিগ্রি লুকিয়ে রেখে এই 'নো ডেটা অ্যাভেলেবল' সরকার আসলে কী আড়াল করতে চাইছে? সেটা জানার দরকার।

- সাগরিকা ঘোষ

ভাইরাল/১

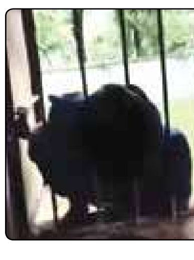

শিশুটি ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাকে রেখেই ক্লাসে তালা পড়ে যায়। মেয়েটি ঘুম ভেঙে কাউকে না দেখে জানলা দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করে। জানলায় তার মাথা আটকে যায়। সারারাত ওই অবস্থায় আটকে থাকে সে।

ভাইরাল/২

টাকার জন্য মানুষ সম্পর্ককে ভুলে যায়। মধ্যপ্রদেশের এক ডিএসপি সবে অবসর নিয়েছেন। অবসরকালীন যে টাকা পেয়েছেন তা স্ত্রী-ছেলেদের দিতে চাননি। প্রতিশোধ নিতে দুই ছেলে ও স্ত্রী মিলে তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখেন। ভিডিও ভাইরাল।

জনমন জনমত

মোবাইল ব্যবহারে সচেতনতা প্রয়োজন

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত একটি খবরে দেখলাম, স্কুল পড়ুয়ারা ইউনিফর্ম পরে ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে স্কুলের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বেরোচ্ছে, কিন্তু স্কুলে যাচ্ছে না। তার বদলে তাদের দেখা যায় বিভিন্ন পার্কে, খেলার মাঠে কিংবা ড্রেসিংরুমের শেডের আড়ালে মোবাইলে গেমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে, যা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ। এরা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, যারা সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবে। এই বিষয়ে অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষা সচেতন মানুষের সক্রিয় সচেতনতার প্রয়োজন।

যেভাবে পড়ুয়ার মধ্যে মোবাইল আসক্তি বাড়ছে তাতে ভবিষ্যতে তাদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ছোট্ট শিশু থেকে বড়রা সবাই মোবাইলে আসক্ত। অনেকে মোবাইলে এতটাই মনোযোগী যে আশপাশে কী ঘটছে, সেটার কোনও খোঁজ নেই তাদের কাছে। এমনকি এই মোবাইলের কারণে অনেকে দুর্ঘটনারও শিকার হচ্ছে। তাই আমাদের সকলেরই মোবাইল ব্যবহারে সচেতনতা প্রয়োজন, যাতে সমাজ সুস্থ ও সুন্দর থাকে।

দেবাশিস কর্মকার
টেকাটুলি, ময়নাগুড়ি।

দুর্গাপুজো কমিটির কাছে অনুরোধ

বাঙালির প্রাণের উৎসব দুর্গাপুজো প্রায় দোরগোড়ায়। প্রতিবছরই প্রতিটি পুজো কমিটি নিজেদের সেরা পুজোমণ্ডপ দর্শনার্থীদের উপহার দিয়ে থাকে। তবে পুজো কমিটিগুলি দর্শনার্থীদের নজর কাড়তে থিমনির্ভর পুজোর প্রতি বেশি আগ্রহী। ফলত থিম পুজোর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক বেশি থিমনির্ভর হওয়ায় সাবেকিয়ানার ছোঁয়া, পুজোর জৌলুস কোথাও যেন হারাতে বসেছে। থিম ও সাবেকিয়ানা, দুইয়েরই মেলবন্ধন যাতে প্রকাশ পায় সেদিক লক্ষ রেখে উদ্যোক্তাদের পুজো আয়োজনে তৎপর হওয়া উচিত। এই দুইয়ের সামঞ্জস্য বজায় রাখলে মণ্ডপসজ্জায় দর্শনার্থীরা আরও বেশি আকৃষ্ট হবেন।

ফলে অনেকে যেমন পুরোনো ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন, তেমন মনের আনন্দে পুজোয় মেতে উঠবেন। পুজো কমিটির কাছে বিষয়টি ভেবে দেখার অনুরোধ রইল।

প্রিয়াংকা ভট্টাচার্য, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, প্রান্তিক ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৩৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বয়স হওয়া মানেই জীবন শেষ নয়

বয়স্কদের কেউ কেউ নিজের মতো করে বাঁচতে চাইলেও আমরা তাতে রাজি নই। সমালোচনা করি। সেটা কাম্য নয়।

পার্থ চৌধুরী

সময় বয়ে চলে। এই নিয়মে একসময় ছোটবেলা থেকে বড়বেলা আর তারপর বুড়োবেলা আসবেই। একে মেনে নিতেই হবে। কিন্তু শেষ বয়সকে একটা বাঁধাধরা বেড়াজালে আটকে রাখার বিষয়টা, মেনে নেওয়া কঠিন। বয়স হয়ে গিয়েছে তাই রঙিন জামাকাপড় পরা যাবে না, গলা ছেড়ে গান গাওয়া যাবে না, ইচ্ছে করলে একটু নেচে ওঠা যাবে না। বয়স্কদের জন্য কে যে এসব নিয়মকানুন বানিয়েছে জানা নেই। অথচ আমরা যুগের পর যুগ ধরে এসব নিয়মকেই যে আবশ্যিক বলে মেনে নিয়েছি।

তবে এই সমস্যা যে গোটা দুনিয়ার তা কিন্তু নয়। হয়তো আমাদের দেশের ক্ষেত্রে বেশি। কিন্তু বিদেশের ক্ষেত্রে? মোটেও নয়। ইউরোপের বছর সত্তরের মহিলা দারুণ রংচঙে পোশাকে দিব্যি রাস্তায় নামছেন, চুলের দারুণ স্টাইলে সবাইকে মাতাচ্ছেন। সেখানকার বছর আশির এক মানুষ ইচ্ছে হলে অসমবয়সি কোনও মহিলার সঙ্গে একটু নেচে নিচ্ছেন। কেউ তাঁকে দুয়ো দিচ্ছে না, বরং উৎসাহিতই করছে। জীবন কী এরা আসলে বুঝেছেন। সেইমতো বয়ে চলার চেষ্টা করছেন। তা দেখে আমাদের দেশের প্রতিভাবান অভিনেত্রী নীনা গুপ্তার মতো কেউ মর্জিমতো পোশাক পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিচ্ছেন। ভাবছেন প্রশংসা কুড়োবেন। কিন্তু কোথায় কী! বরং ট্রোল-বন্যায় ভাসছেন। এসব দেখে খুব খারাপ লাগে। কেউ নিজের মতো বাঁচতে চাইলে তাকে তা অবশ্যই দেওয়া উচিত। বয়স হয়ে গিয়েছে, তাই সমস্ত আনন্দ-উচ্ছ্বাস বাদ, এই 'নিয়ম' কোনওভাবেই আরোপ করা উচিত নয়।

সময়ের সঙ্গে।। 'বেলাশেষে' ছবির একটি দৃশ্য।

নিজের মর্জিমতো বাঁচা আসলে জীবনকে উপভোগ করা। সমাজের বেঁধে দেওয়া নিয়মে চলার অর্থ, নিজেকে একঘরে করে ফেলা। বলা ভালো যে একরকম 'একা' হয়ে যাওয়া। আসলে বয়স্করা তো একাই। ছেলেমেয়েদের কাছে বাড়ির বয়স্ক বাবা-মায়েরা আজ ব্রাত্য। তাঁদের কথা শোনার কেউ নেই। ফলে ঘরে ঘরে ডিপ্রেশন, ডিমেনশিয়ার প্রকোপ। স্ট্রেসের প্রাবল্যে সুগার, প্রেশারও ক্রমবর্ধমান। আমাদের চারপাশের সবকিছু দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অথচ আমরা আমাদের বদলাতে পারছি না। দিনকয়েক আগে দেখলাম ফেসবুকে এক অভাগা দম্পতির করুণ আর্তি। ছেলে কেরিয়ারের টানে তাঁদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সেই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার কোথাও যাওয়ার নেই। মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের সন্ধানে সবার কাছে আর্জি জানাচ্ছেন। তবে এক্ষেত্রে অনেককে সাহায্যের হাত বাড়াতে দেখে ভালো লাগল।

আবার গোড়ার কথায় ফিরি। আমাদের ভালো রাখার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে। শুধু নিজেদের বয়স্ক বাবা-মা'ই নন, আশপাশ, দূরের সমস্ত বয়স্কর ক্ষেত্রে আমাদের সহানুভূতিশীল হওয়াটা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে আজ যাঁরা কম বয়সি, তাঁরাও কিন্তু একদিন বয়সজালে বন্দি হবেন। তখন তাঁরাও কিন্তু তুলনামূলকভাবে কমবয়সিদের কাছ থেকে একই রকম সহানুভূতি আশা করবেন। এভাবে চক্রটি চলতে থাকুক। বিদেশের সেই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা আরও বেশি করে জীবনের আনন্দে ভেসে যান। আমাদের নীনা আরও বেশি করে তাঁর মনমতো পোশাক পরুন। তাঁদের নিয়ে সমালোচনা না করে আমরা বরং তাঁদের প্রশংসায় মেতে উঠি।

জীবন এভাবেই বয়ে চলুক। সবাই ভালো থাকুক।

(লেখক সংস্কৃতিকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। সাম্প্রতিক বা এখনকার ৩। মলিনতা, অপরিচ্ছন্ন বা নোংরা বস্তু ৫। ছড়ায় চাম চিকড়ির আগের কথা ৬। গানে যাকে হাঁড়ি চাল দিতে বলা হচ্ছে ৭। যে ঘেরা জায়গায় পানের চাষ হয় ৯। যেখানে আকাশ এসে মাটিতে মিশেছে ১২। শাসকের অধীনে ছোট শাসক ১৩। যার কিছুই নেই, নিঃস্ব বা দরিদ্র।

উপর-নীচ : ১। এক ধরনের পোশাকের নাম ২। মূল্যবান ধাতু, যা দিয়ে তৈরি দুর্গা আছেন ঝাড়গ্রামে ৩। সাধারণ বুদ্ধির অতীত বা যে মর্ম বোঝে ৪। গাছের শুকনো ডাল ৫। মুসলিমদের পরব ৭। গায়ের জোর ৮। জনমানসশূন্য জায়গা ৯। দান করার ইচ্ছে ১০। গভীর অভিসন্ধি বা ষড়যন্ত্র ১১। যাদের চাঁদে হাত দেওয়া নিয়ে প্রবাদ আছে।

সমাধান ■ ৪২২৬

পাশাপাশি : ১। মলিদা ৪। মলম ৫। হাব ৭। মাকড়া ৮। মছলন্দ ৯। কুরুবক ১১। পরখ ১৩। টেমি ১৪। কিন্নর ১৫। চামর।

উপর-নীচ : ১। মহিমা ২। দামড়া ৩। দমদম ৬। বরিন্দ ৯। কুচুটে ১০। কটকিনা ১১। পরচা ১২। খচ্চর।

বিন্দুবিসর্গ

এসএসসিতে

১ সেপ্টেম্বর এসএসসি ভবন অভিযানের ডাক দিলেন চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাস। অনুমোদন চেয়ে বিধাননগর পূর্ব থানায় চিঠি দিলেন তিনি।

মহিলা মিছিল

বাংলা ও বাঙালিকে হেনস্তার প্রতিবাদে গড়িয়াহাটে প্রতিবাদ মিছিল করল মহিলা পরিচালিত দুর্গোৎসব কমিটি। নেতৃত্ব দিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রতিবাদ করা হয়।

নজরে দাম

দুর্গাপুজোর আগে গড়িয়াহাট, হাজরা, ঢাকুরিয়া, যাদবপুর সহ দক্ষিণ কলকাতার একাধিক বাজারে হানা দিল রাজ্য সরকারের বিশেষ টাস্ক ফোর্স। খাবারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখল তারা।

নির্দেশ নবান্নের

শ্রমশ্রী প্রকল্পের আবেদনপত্র খতিয়ে দেখতে জেলা স্তরের আধিকারিকদের নজরদারি বাড়াতে নির্দেশ নবান্নের। সকল পরিযায়ী শ্রমিক যাতে এই প্রকল্পের সুবিধা পান, সেদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে।

হিসেব না দিলে অনুদান বন্ধ

রাজ্যের কাছে তথ্য তলব হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : কোন কোন পুজো কমিটি দুর্গাপুজোর অনুদান নিয়ে হিসেব দেয়নি, সে সম্পর্কে রাজ্যের থেকে বিস্তারিত তথ্য তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, যেসব পুজো কমিটি খরচের হিসেব দেয়নি তাদের নিয়ে রাজ্যের অবস্থান কী? ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'যারা হিসেব দিচ্ছে না, প্রয়োজনে তাদের অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা হোক।'

দুর্গাপুজোর অনুদানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। এদিন এই মামলাতেই বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ জানতে চায়, অনুদানের টাকা কোথায় কত খরচ করা হয়েছে, তা নিয়ে পুজো কমিটিগুলিকে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দিতে বলা হয়েছিল। কারা এখনও সেই সার্টিফিকেট দেয়নি অথচ অনুদান পাচ্ছে। বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন রাজ্যকে তাদের অবস্থান জানাতে হবে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ

- কারা হিসেব দিচ্ছে না হলফনামা দিয়ে জানান
- যারা হিসেব দিচ্ছে না তাদের অনুদান বন্ধ করা নিয়ে বিবেচনা করা হোক
- নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, তা জানাক রাজ্য
- পুজোর পর এই মামলার গুরুত্ব কোথায় আগেই বিবেচিত হোক

মামলাকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য ও শামীম আহমেদ বলেন, 'জনগণের টাকা এভাবে বিলিয়ে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। ২০২০ সালে ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে হবে। বহু পুজো কমিটি সেই হিসেব দেয়নি।' রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত জানান, টাকা জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হচ্ছে। প্রতি বছর পুজোর আগে এই ধরনের মামলা হয়। অনুদান দেওয়ার বিষয়ে আদালত আপত্তি করেনি। পুজোর ছুটির পর মামলাটির শুনানি হোক।

তবে আদালতের বক্তব্য, 'পুজোর পরে এই মামলার আর গুরুত্ব কোথায়? নির্দেশ অমান্যকারী কমিটির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে হলে পুজোর আগেই করতে হবে।' রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে পুজো কমিটিগুলি হিসেব দিয়েছে কি না এবং নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এই বিষয়ে বিজেপি, বাম ও কংগ্রেসকে একযোগে বিঁধে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'সিপিএম, বিজেপি ও কংগ্রেসের কিছু আইনজীবী কোর্টে দৌড়োচ্ছেন পুজোর আর্থিক ক্ষতি চাওয়ার জন্য। ওঁরা চায় না গরিব মানুষের হাতে টাকা যাক।'

চলতি কা নাম মেট্রো... বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ মেট্রো চালু হল সোমবার। -রাজীব মণ্ডল

প্রয়াত অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : টানা আটদিন ভেন্টিলেশনে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত লড়াই থামল। প্রয়াত হলেন নয়ের দশকে জনপ্রিয় অভিনেতা তথা প্রাক্তন বিজেপি নেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে সোমবার সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে মৃত্যু হয় তাঁর। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা ও সিওপিডির সঙ্গে লড়াই করছিলেন। ১৫ অগাস্ট তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৭ অগাস্ট থেকে ভেন্টিলেশনে ছিলেন তিনি। তবে শেষ রক্ষা হল না। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ চলচ্চিত্রমহল।

ছোট থেকে অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল তাঁর। দেবশ্রী রায়ের বিপরীতে অভিনয় করে অভিনয় জগতে পা রেখেছিলেন তিনি। নয়ের দশকে পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর 'হীরকজয়ন্তী' সিনেমা তাঁকে সাফল্য এনে দেয়। ওই সময়ে জয় এবং অঞ্জন চৌধুরীর মেয়ে চুমকি চৌধুরীর জুটি জনপ্রিয় হয়েছিল। পর্দার আড়ালেও দুজনে প্রেমের রসায়নে জড়িয়েছিলেন বলে গুঞ্জন। তবে সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। পরিচালক সুখেন দাসেরও একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। হীরকজয়ন্তী ছাড়াও মিলনতিথি, জীবনমরণ, চপার সিনেমায় তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। তৃণমূল কাউন্সিলার তথা অভিনেত্রী অনন্যা

বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম স্ত্রী। দু'জনের বিয়ের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত মধুর হয়নি। তবে তাঁর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছেন অনন্যা। তিনি বলেন, 'এক পুজোয় বাবাকে হারিয়েছি, এবছর জয় চলে গেল। ১৫ অগাস্ট থেকে ও হাসপাতালে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে হাসপাতালে গিয়েছি। কোনও মেয়ের জীবনে প্রথম পুরুষ, প্রথম প্রেম থেকে যায়। আজ আমি থাকব ওর সঙ্গে। বরাবরের মতো চলে যাচ্ছে। আমার কাছ থেকে এই বিদায়টুকু বোধহয় ওর প্রাপ্য।' তাঁর শেষযাত্রায় অবশ্য ছিলেন অনন্যা। একটা সময় অভিনয় থেকে দূরে সরে গিয়ে রাজনীতিতে পা রাখেন তিনি। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছিলেন জয়। তবে পরাজিত হয়েছিলেন। ২০১৯ সালে উলুবেড়িয়া থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন, সেবারও জিততে পারেননি। ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে বিজেপি থেকে দূরে সরে যান। তারপর থেকেই একপ্রকার প্রচারের আড়ালে ছিলেন জয়। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শোক প্রকাশ করে অভিনেত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী শতাব্দী রায় বলেন, 'ও নিজের জীবনটাকে অগোছালো করে রেখেছিল। নেশায় ডুবে থাকত। নিজের ওপর অত্যাচার করেছে বলে আমার মনে হয়। ভুল পথে চালিত করেছে জীবনটাকে।'

কংগ্রেসকেও জোটে চায় আইএসএফ

রিমি শীল

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : লোকসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে একাই লড়েছিল আইএসএফ। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই দূরত্ব সরিয়ে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে চিঠি পৌঁছোল আইএসএফ-এর। চিঠিতে জানানো হয়েছে, সময়ের দাবি মেনে দ্রুত জোট হোক। কংগ্রেসের সঙ্গেও দূরত্ব মেটাতে চাইছেন তাঁরা।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গ ত্যাগ করে আইএসএফ। নাম না করে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমকে কটূক্তি করতেও ছাড়েননি নৌশাদ। জোট ভাঙা নিয়ে সিপিএমকে দোষারোপ করেছিলেন তিনি। তবে সম্প্রতি জট কেটেছে। হাড়োয়ায় উপনির্বাচনে বামেদের সমর্থনে প্রার্থী দিয়েছিল আইএসএফ। এখন বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরোধী একটি জোট গড়ে তোলার সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন ভাঙড়ের বিধায়ক। আলিমুদ্দিনকে পাঠানো চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, ২০২১ সালে বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ-এর জোট হয়েছিল। নাম দেওয়া হয়েছিল সংযুক্ত মোর্চা। এবারও একই ধরনের একটি জোট করার কথা বলছেন তিনি। এখনও পর্যন্ত তাঁর আর্জিতে সাড়া পাওয়া যায়নি।

নৌশাদ বলেন, 'আমরা চাই অ-বিজেপি এবং অ-তৃণমূলি একটি জোট গড়ে উঠুক। তাতে কংগ্রেস থাকলেও কোনও অসুবিধা নেই। অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলিকেও সংযুক্ত করা হোক।' সম্প্রতি সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠকে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা নিয়ে নানা মত উঠে এসেছে। শরিকরা একপ্রকার কংগ্রেসের সঙ্গে চলায় নারাজ। এই পরিস্থিতিতে আইএসএফ-এর সঙ্গে বামেদের রসায়ন কী হয়, সেটাই দেখার।

ট্রাফিক জ্যামে আটকে... সোমবার কলকাতায় রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

ঘরে ঢুকে গুলি করে খুন তরুণীকে

প্রেমে প্রত্যাখ্যানের 'পরিণতি' কৃষ্ণনগরে

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : প্রেমে প্রত্যাখ্যান। তারপরই প্রেমিকাকে গুলি করে খুন। সোমবার দুপুরে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী হল কৃষ্ণনগরের মানিকপাড়া এলাকা। আচমকা কলেজছাত্রী ওই তরুণীর বাড়িতে ঢুকে এদিন এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে প্রেমিক। মুহূর্তে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন তরুণী। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের ওই ছাত্রী ঈশিতা মল্লিকের সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় তিন বছর ধরে পরিচয় ছিল অভিযুক্ত দেবরাজ সিংয়ের। বছর ২৪-২৫-এর দেবরাজের বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, পড়াশোনার জন্য কাঁচরাপাড়ায় দীর্ঘদিন ছিলেন ঈশিতা। সেখানেই পরিচয় হয় দু'জনের। পরিবার জানিয়েছে, সম্প্রতি দেবরাজের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন ঈশিতা। এরপর থেকেই দেবরাজ তাঁকে বারবার ফোনে হুমকি দিচ্ছিলেন। জোর করে সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টাও করেছিলেন বলে অভিযোগ। সোমবার নিজের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে স্নান সেরে ঈশিতা যখন ঘরে ঢুকছিলেন, ঠিক তখনই একেবারে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাঁকে গুলি করেন দেবরাজ। গুলির

শব্দে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে পালানোর চেষ্টা করেন অভিযুক্ত। ঠিক সেইসময় ঈশিতার মা ছোট ভাইকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকছিলেন। মা দেবরাজকে আটকাতে গেলে তাঁকে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে পালিয়ে যান অভিযুক্ত। বছর ১৮-র ঈশিতার বাড়িতে সেইসময় তাঁর ঠাকুমা এবং ঠাকুরদাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর বাবা দুলাল মল্লিক কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। সেই সুযোগেই দেবরাজ বাড়িতে ঢোকেন বলে অভিযোগ।

খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার সুপার কে অমরনাথ জানিয়েছেন, ঈশিতার শরীরে দু'টি গুলির আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। কৃষ্ণনগরের ডিএসপি শিল্পী পাল জানিয়েছেন, সম্পর্কে অবনতি হওয়ার জেরেই প্রতিহিংসাবশত এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলেই অনুমান করা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি গুলির খোল। দেবরাজের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ঈশিতার পরিবারের সদস্য ও পরিচিতদের। দেবরাজের খোঁজে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

বিচারের সিদ্ধান্তে চর্চায় চন্দ্রনাথ

জীবনকৃষ্ণের পরে আরেক আশঙ্কা নবান্নে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার পর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার কি ইডির হাতে আটক হওয়ার আশঙ্কা রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার? সোমবার নবান্নে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষমহলের অন্দরে এই আশঙ্কাই ঘোরাফেরা করেছে। কারামন্ত্রীর আগাম জামিন নিয়ে তৎপরতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে নবান্নের খবর। সেইসঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জড়িত থাকা মন্ত্রী থেকে সরকারি আধিকারিকদের সর্বশেষ রিপোর্টও তলব করা হয়েছে রাজ্যে শীর্ষ প্রশাসনিকমহল থেকে। রাজ্য সরকার বটেই, তৃণমূলেরও আশঙ্কা, বিধানসভা ভোট আসছে বলেই সিবিআই ও ইডি তৎপরতা বাড়াচ্ছে রাজ্যে।

ভোটের আগে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির এই ধরনের পদক্ষেপ আটকাতে নবান্নে প্রশাসনিক মহলের অন্দরেও চাপা তৎপরতা লক্ষ করা গিয়েছে। সিবিআই ও ইডির হাতে রাজ্যে শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে যেসব মামলা তদন্তাধীন আছে, সেগুলি আবার খতিয়ে দেখার প্রক্রিয়া শুরু করেছে প্রশাসন। নবান্নের খবর, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি আগেই কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল। রাজভবনের অনুমোদন না থাকায় আদালত তা গ্রহণ করেনি। অতি সম্প্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচার

বাড়ছে চিন্তা

- নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি আগেই কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিল
- রাজভবনের অনুমোদন না থাকায় আদালত গ্রহণ করেনি
- অতি সম্প্রতি রাজ্যপাল কারামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি দেওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে ইডি
- ইডি'র বিশেষ আদালত কারামন্ত্রীর নামে সমন জারির নির্দেশ দেয়
- ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রীকে আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে
- তার আগে আগাম জামিন না নিলে বড় বিপদের মুখে পড়তে পারেন তিনি

প্রক্রিয়া শুরুর অনুমতি দেওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে ইডি। তারপরই ইডির বিশেষ আদালত কারামন্ত্রীর নামে সমন জারির নির্দেশ দেয়। ১৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রীকে আদালতে হাজির হয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ফলে তার আগে ১২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কারামন্ত্রী আগাম জামিন না নিলে বড় বিপদের মুখে পড়তে পারেন বলেই আশঙ্কা নবান্নের অন্দরে। সেই কারণেই তাঁর আত্মসমর্পণ ও আগাম জামিন পাওয়া নিয়ে জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সরকারি মহলে। মন্ত্রীর সচিবালয়ও এব্যাপারে নবান্নর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে জোর তৎপরতা চালাচ্ছে।

এর আগে ইডি কারামন্ত্রীকে তলব করলেও তিনি এড়িয়ে যান। রাজভবনের অনুমোদনের পর কারামন্ত্রীকে ১২ সেপ্টেম্বর আদালতে আত্মসমর্পণ করার জন্য সমন জারি করেছে ইডি। নবান্ন প্রশাসনের আশঙ্কা, আগাম জামিন তার আগে না পেলে সম্ভবত ওইদিন বা তারপরে যে কোনও দিন ইডি'র হাতে আটক হতে পারেন কারামন্ত্রী। ইডি সূত্রের খবর, অনেকদিন ধরেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাদের নজরে কারামন্ত্রী। একাধিকবার তাঁর বোলপুরের বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি। সেইসময় কারামন্ত্রীর বাড়ি থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে ইডি। যার সঠিক হিসাব দিতে পারেননি মন্ত্রী। এছাড়া ইডির দাবি, কারামন্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় দেড় কোটি টাকার অস্বচ্ছ লেনদেনের প্রমাণ মিলেছে। ইডির অনুমান, ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যেই এই বিপুল পরিমাণ টাকা মন্ত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে।

পরিযায়ীর মৃত্যুতে সাহায্য

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : মৃত্যু হল বাংলার আরও এক পরিযায়ী শ্রমিকের। প্রায় দু'মাস আগে মহারাষ্ট্রে কর্মরত গোলাম মণ্ডলকে বাংলা বলার অপরাধে বাংলাদেশি সন্দেহে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেয় ওই রাজ্যের পুলিশ। তারপর রাজ্যে ফিরে এসে সম্প্রতি অসুস্থ শরীরে গোলাম উপস্থিত হয়েছিলেন 'দেশ বাঁচাও গণমঞ্চ'-এর একটি সাংবাদিক সম্মেলনে। প্রকাশ্যে এনেছিলেন মহারাষ্ট্র পুলিশের হেনস্তার কথাও। তারপরও শেষরক্ষা হল না। রবিবার গভীর রাতে উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার বাড়িতে মৃত্যু হল তাঁর। পরিবারের অভিযোগ, পুলিশি অত্যাচারেই এই পরিস্থিতির শিকার হতে হল গোলামকে। গণমঞ্চ জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। গোলামের পুত্রসন্তানকে চাকরির আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

৪ দিনের পুলিশি হেনস্তার শিকার হওয়ার পর বাংলায় ফিরেই ৭-৮ দিন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন গোলাম। তারপর বাড়ি ফিরলেও চিকিৎসা চলছিল। এদিন হঠাৎ করে গুরুতর অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর। এদিন গোলামের কন্যাসন্তান মর্জিনা খাতুনের অভিযোগ, '৭ মাস আগে মা-কে হারিয়েছি। এবার বাবাকেও হারালাম। মহারাষ্ট্র পুলিশের অত্যাচারে বাবার আজ এই পরিণতি হল। যাঁরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাইরে কাজ করছেন, তাঁদের যেন এরকম পরিণতি না হয় সেটাই নিশ্চিত করুক সরকার।' ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের প্রতিনিধিরা। তাঁরা বলেন, এই বিষয় সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন সাংসদ দোলা সেন ও সামিরুল ইসলাম। গণমঞ্চ জানিয়েছে, যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজ্য সরকারের তরফে। গণমঞ্চের প্রতিনিধি সুমন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'বিজেপির দালালরা ক্যানিংয়ের সাবির মল্লিকের মতো হাবড়ার গরিব পরিযায়ী শ্রমিক গোলাম মণ্ডলকেও খুন করেছে।'

নতুন নির্বাচনি দপ্তরের খোঁজে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে নজরদারিতে দলের এজেন্ট নিয়োগ এখনও বিশবাঁও জলে। কিন্তু তারই মধ্যে '২৬-এর মহারণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল বিজেপি। সেই লক্ষ্যে বিধানসভা ভোটে নির্বাচনি কাজ সামলানোর জন্য আলাদা নির্বাচনি দপ্তরের সন্ধান শুরু করেছে বিজেপি। নির্বাচনের আগে জনসংযোগ বাড়াতে মোদি কাপের সিদ্ধান্ত হয়েছে। নকআউট ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই শুরু হওয়ার কথা।

প্রাথমিকভাবে রাজারহাট-নিউটাউনের মতো এলাকায় সেই বাড়ির খোঁজ চলছে। যাতে বিমানবন্দর থেকে কেন্দ্রীয় নেতারা রাতবিরেতে নেমে সেখানে পৌঁছে যেতে পারেন। বিহার নির্বাচন চুকলেই বাংলার ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে যাবে। তারপরই নিয়ম করে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বাংলাকে নিশানা করবেন। সেই পরিকল্পনা মাথায় রেখেই নির্বাচনি কার্যালয়ের সঙ্গে থাকবে কেন্দ্রীয় নেতা-মন্ত্রীদের থাকার জায়গা ও ব্যক্তিগত দপ্তর। এদিন সল্টলেকে যে পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে, সেখানে বিজেপির এই নতুন নির্বাচনি কার্যালয়ের বেশকিছু প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সূত্রের খবর, দ্রুত তা চূড়ান্ত করে ওই কার্যালয়ের পরিকাঠামোগত কাজকর্ম শুরু করতে চায় বিজেপি।

বৈঠক সূত্রে খবর, সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ফের রাজ্য সফরে আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সম্ভবত ২০ সেপ্টেম্বর রানাঘাটে সভা করবেন তিনি। তবে চূড়ান্ত দিনক্ষণ নির্ভর করছে বিহার নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর সূচির ওপর। এর দু'দিন পরেই কলকাতায় দুটি দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে আসার কথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র। এর মধ্যে একটি মধ্য কলকাতায় বিজেপি নেতা সজল ঘোষের লেবুতলা পার্কের পুজো। তবে তার আগে ১২ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সমবায় দপ্তরে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কলকাতায় আসতে পারেন। ওই সফরেই সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করার কথা তাঁর।

ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র রুখতে নির্দেশ মমতার

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : ভুয়ো এসসি ও এসটির মতো জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে জমি দখল সহ চাকরি ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কেন বসা হচ্ছে? সোমবার নবান্নে জনজাতি উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে এই বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়ে এদিন অভিযোগ জানিয়েছেন। বলেছেন, এসটি না হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের একাধিক মানুষ ভুয়ো নথিপত্র বানিয়ে নিয়ে ওই তালিকায় নাম তুলে সমস্ত সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস, এই বিষয়ে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে শীঘ্রই।

এছাড়াও এসসি ও এসটি অধ্যুষিত এলাকায় মন্ত্রীদের বেশি করে পৌঁছোনোর নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

এদিন জালিয়াতির বাড়বাড়ন্ত রুখতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে ভুয়ো জনজাতি শংসাপত্র ইস্যু হওয়ার বিষয়টির ওপর নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশও দিলেন মমতা। একই সঙ্গে এই বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন তিনি। বনাঞ্চলের অধিকার থেকে যাতে জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ বঞ্চিত না হন বা তাঁদের জমি যেন বেহাত না হয়, সে ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনকে সতর্ক করা হয়েছে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই জালিয়াতির বাড়বাড়ন্ত রুখতে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জঙ্গলমহল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ার মতো জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় মন্ত্রীদের জনসংযোগে মনোনিবেশ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে এদিন।

শুধু প্রকল্পের প্রচার নয়, জনজাতি ও তপশিলি অংশের মানুষের সঙ্গে যাতে মন্ত্রীদের দূরত্ব তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্যই এদিন এই বিষয়ে নজরদারি বাড়াতে বলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এছাড়াও সম্প্রতি ঝাড়গ্রামের একটি স্কুলের প্রশ্নপত্রে অলচিকি হরফ না থাকায় যে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলেন, সরকারি স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও কেন এই ধরনের অভিযোগ উঠবে?

এদিনের বৈঠকে 'সৌজন্য'-এর খাতিরে বিজেপির প্রতিনিধি সাংসদ খগেন মুর্মু ও প্রাক্তন সাংসদ দশরথ তিরকে-কে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তাঁরা উপস্থিত হননি। অনুপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের তৃণমূল সাংসদ কালীপদ সোরেনও। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় গুরুত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি বিরোধী শিবিরকে গুরুত্ব দিয়ে আমন্ত্রণ পাঠানোকে যথেষ্ট 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছে তৃণমূলের অন্দরমহল।

সোমবার নবান্নে জনজাতি উন্নয়ন পর্ষদের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যরা।

জলপাইগুড়ি ও মালদায় বিশেষ রাডার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : পাহাড় থেকে সমতল, উত্তরবঙ্গে বড়সড়ো প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দিতে এবার দুই জেলায় বসানো হচ্ছে শক্তিশালী ওয়েদার ফোরকাস্ট রাডার। মালদা ও জলপাইগুড়ি জেলায় ১৫০ কিমি এবং ৩০০ কিমি দূরত্ব কভারেজের ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি রাডার বসাতে চলেছে আবহাওয়া দপ্তর। সোমবার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক আবহাওয়া দপ্তর পরিদর্শনে এসে দেশের মৌসম বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র সাংবাদিক বৈঠকে এই খবর দেন। এছাড়া ডায়মন্ড হারবারেও আরও একটি রাডার বসবে। অন্যদিকে, সিকিম এবং গুয়াহাটিতেও শক্তিশালী র‍্যাডার বসানো হচ্ছে। রাডারগুলি মেঘভাঙা বৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডোর মতো বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস দেবে। এছাড়া এখন বজ্রপাতের পরিমাণও যথেষ্ট বেশি। তাই র‍্যাডার বসানোর সঙ্গে সঙ্গে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুরে লাইটেনিং ফোরকাস্ট যন্ত্র বসানো হবে। যা আগেই বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেবে।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পাহাড় এবং সমতলের জেলাগুলিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ক্রমশ বাড়ছে। বিশেষ করে সিকিমের ভারী বৃষ্টি সমতলে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। উত্তর-পূর্ব ভারতেও প্রচণ্ড বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। উত্তরবঙ্গের সমতলেও ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডো হয়। এই অবস্থায় অসম, সিকিম সহ পশ্চিমবঙ্গে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী রাডার বসানোর পরিকল্পনা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ বলে মনে করা হয়। রাডারগুলি কোনওটি ১৫০ আবার কোনওটি ৩০০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস দেবে। এর আগে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ির বার্নিসে টর্নেডোর প্রভাবে বেশ কয়েকজনের প্রাণহানি হয়েছিল। সেসময় প্রচুর সংখ্যক ঘরবাড়ি ও জমির ফসল নষ্ট হয়। তবে টর্নেডোর খবর আগে পাওয়া গেলে প্রাণহানি এড়ানো যেত।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে ডিরেক্টর জেনারেল আরও জানান, সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৫৩টি শক্তিশালী রাডার বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যাতে দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যে বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আভাস পাওয়া যায়। এছাড়া উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, গত তিন দশকে উত্তর-পূর্ব ভারত, সিকিম সহ উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার ক্রমশ পরিবর্তনের জন্য পাহাড়ি এলাকাতেও দিনে-রাতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকছে। পাশাপাশি ডিরেক্টর জেনারেল এদিন কলকাতা আবহাওয়া দপ্তরের ডিরেক্টর সোমনাথ দত্ত ও আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহাকে নিয়ে জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক আবহাওয়া বিভাগ ঘুরে দেখেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

উড়ে যায় বসন্ত, ফেরে ভালোবাসা

ক্রোয়েশিয়ার আকাশে কান পাতলে আজও শোনা যায় এক প্রেমের গল্প। গত ১৯ বছর ধরে, এক পরিযায়ী সারস পাখি প্রেমকে সার্থক করে চলেছে। প্রতি বসন্তে, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ১৩,০০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ক্রোয়েশিয়ায় ফেরে ক্লেপেটান। তার প্রেমিকা, ডানাহীন মালেনার কাছে। মালেনার পাখা ভেঙেছিল। তাই সে উড়তে পারে না। ক্লেপেটান যখন থাকে না, তখন এক স্থানীয় ব্যক্তি মালেনার দেখাশোনা করে। তাদের এই নিঃস্বার্থ প্রেমের সাক্ষী ৬৯টি ছানা! আর এই প্রেমের সাক্ষী সারা গ্রাম। এটি বিশ্বের দীর্ঘতম দূরত্বের প্রেমের সম্পর্ক হিসেবে পরিচিত।

সূর্যকে নামাতে আয়না

নরওয়ের কিছু শহরে শীতকালে সরাসরি সূর্যের আলো পৌঁছায় না, কারণ পাহাড়ের কারণে সূর্যের আলো আটকে যায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পাহাড়ের উপর বসানো হয়েছে বিশাল বিশাল আয়না। এই আয়নাগুলোকে এমনভাবে বসানো হয়েছে, যাতে তারা সূর্যের গতিবিধি ট্র্যাক করে আর শহরের স্কোয়ার ও অন্যান্য জায়গায় সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে। ফলে শীতের মাসগুলোতেও এখানকার বাসিন্দারা সূর্যের আলো উপভোগ করতে পারেন। এই আলো শুধু রাস্তাঘাট আলোকিত করে না, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই উদ্ভাবনী প্রযুক্তি দেখায়, কীভাবে ভূগোলজনিত সীমাবদ্ধতাকে প্রযুক্তি দিয়ে দূর করা যায়।

স্পেনে গরম থেকে বাঁচতে 'শীতল রাস্তা'

স্পেনের কয়েকটি শহরে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচতে নতুন এক পদ্ধতি শুরু হয়েছে। এর নাম 'শীতল রাস্তা'। গাছের সারি, ছাউনি বা শামিয়ানা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই হাঁটার রাস্তাগুলো, যাতে সরাসরি সূর্যের আলো না পড়ে। এতে দুপুরেও হাঁটা আরামদায়ক হয়। আরও শীতল করার জন্য রাস্তার পাশে ছোট ছোট ফোয়ারা বসানো হয়েছে, যা ঠান্ডা জলের সূক্ষ্ম কুয়াশা তৈরি করে তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়। এর ফলে মানুষজন হাঁটাচলায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে। এই রাস্তাগুলো পার্ক, বাজার, আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গাকে যুক্ত করে। এর ফলে মানুষজন গাড়ি না চালিয়ে হেঁটে যেতে উৎসাহিত হয়।

জিরাফের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট

কেনিয়ার জিরাফ ম্যানরে অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। এখানকার বাসিন্দাদের, রথসচাইল্ড জিরাফগুলো, রোজ সকালে নিজেদের ইচ্ছামতো ম্যানরের চারপাশে হেঁটে বেড়ায়। যখন অতিথিরা নিজেদের ব্রেকফাস্ট উপভোগ করেন, এই শান্ত প্রাণীগুলো তাদের লম্বা গলা জানলা আর দরজার মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, যদি কোনও খাবার পাওয়া যায়। এই অভিজ্ঞতাটি যেন বন্যপ্রাণী আর আতিথেয়তার মধ্যে থাকা দূরত্ব ঘুচিয়ে দেয়। জিরাফগুলো এখানে মানুষের উপস্থিতিতে বেশ অভ্যস্ত। এরা নিজেদের লম্বা জিভ দিয়ে খুব আলতো করে অতিথিদের হাত থেকে খাবার খেয়ে নেয়। এখানে থাকাটা শুধু একটি সুন্দর অভিজ্ঞতা নয়, এটি বিপন্ন প্রজাতির জিরাফ সংরক্ষণেও সাহায্য করে।

জ্বর ছড়িয়েছে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে

আজ রাজগঞ্জে বিশেষজ্ঞ দল

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে লেপ্টোস্পাইরা সংক্রমণের ঘটনা খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা সোমবার এই নির্দেশিকা দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তিন অধ্যাপক চিকিৎসককে নিয়ে তৈরি এই প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার এলাকায় যাবে। প্রতিনিধিদলে কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডাঃ অর্পিতা পাল দত্ত এবং মেডিসিন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডাঃ অমিতকুমার অধিকারী রয়েছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের সহ অধিকর্তা ডাঃ পূরণ শর্মা এবং জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই এই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল কাজ করবে বলে জানানো হয়েছে।

জ্বর দেখতে চলছে বিশেষ শিবির। - সংবাদচিত্র

এদিকে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়িতে বাড়িতে জ্বর ছড়িয়ে পড়েছে। সোমবার গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচটি স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় ৪০০ মানুষ জ্বর নিয়ে দেখাতে এসেছেন। সোমবার নতুন করে এই রোগের উপসর্গ নিয়ে দুজন রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এদিকে, গ্রাম পঞ্চায়েতের অনেকে এলাকার হাতুড়েদের কাছে চিকিৎসা করাচ্ছেন যাতে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করাতে না হয়।

> সোমবার কতজনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে, তা আমার কাছে নেই। রবিবারের রিপোর্টও আমি নিইনি। রোগ এখন অনেক কমে গিয়েছে। ৩০-৩৫ জনের রক্তের নমুনা পাঠিয়ে এক-দুজনের পজিটিভ আসছে।
>
> **ডাঃ অসীম হালদার**
> মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুয়ারবাড়ির প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য কাশিম আলির অভিযোগ, 'চারদিন আগে রক্তের নমুনা দেওয়া হলেও এখনও হাতে রিপোর্ট পাইনি। এদিকে, আমার সাতদিন ধরে জ্বর চলছে। বাড়ির ছয়জন সদস্যের সবার জ্বর। এমতাবস্থায় ভেবে পাচ্ছি না কী করব। প্রতিবেশী এক আত্মীয় খাবার এনে দিচ্ছেন। তাই আমরা বাড়িতে খাচ্ছি। শুধু আমার বাড়িতে নয় আমাদের গ্রামে বেশিরভাগ বাড়িতে জ্বরের আক্রমণে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। রিপোর্ট হাতে না পাওয়ার জন্য বলা যাচ্ছে না এই জ্বর লেপ্টোস্পাইরোসিস না অন্য কিছু।'

উল্লেখ্য সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি গ্রামে লেপ্টোস্পাইরোসিস ছড়িয়ে পড়লেও জ্বর ছড়িয়েছে প্রায় ৩০টি গ্রামে। গাড়রা বিএফপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভাগ্যধর রায় বলেন, 'সোমবার থেকে স্কুলে দ্বিতীয় সিমেস্টার শুরু হয়েছে। পরীক্ষার সময় ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকে আমাদের স্কুলে। কিন্তু এলাকায় জ্বরের কারণে সোমবার ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসেনি।'

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'সোমবার কতজনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে, তা আমার কাছে নেই। রবিবারের রিপোর্টও আমি নিইনি। রোগ এখন অনেক কমে গিয়েছে। ৩০-৩৫ জনের রক্তের নমুনা পাঠিয়ে এক-দুজনের পজিটিভ আসছে।'

ভবঘুরের মৃত্যু

রাজগঞ্জ ২৫ আগস্ট : সোমবার সকালে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ি বাজারে এক ভবঘুরে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই মহিলাকে কয়েক মাস ধরে আমবাড়ি ফালাকাটা ও কামারভিটা বাজারে আশ্রয় নিতে দেখা গিয়েছিল। তবে এদিন সকালে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এক দোকানের সামনে মহিলাটিকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন।

নর্দমার কাদা

প্রথম পাতার পর

বিজেপির বকলমে যে সংগঠন আছে সিবিআই ও ইডি'র মতো, তাদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'জীবনকৃষ্ণকে ধরেছে ভালো, তবে শুধু কান টানলে হবে না, মাথাও টানতে হবে। পার্থ, মানিক, ভাইপো, কালীঘাটের কাকুদের বড় এজেন্ট ছিলেন জীবনকৃষ্ণ।' সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'ইডি, সিবিআই-কে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেখানে দরকার নেই, সেখানে অতিসক্রিয়তা, যেখানে দরকার সেখানে নিষ্ক্রিয়তা।' অভিযোগ, জিজ্ঞাসাবাদের সময় জীবনকৃষ্ণের বক্তব্যে অনেক অসংগতি পাওয়া যায়। তারপরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি সহযোগিতা করেননি বলে অভিযোগ। মোবাইলের পাসওয়ার্ড ইডি-কে দিতে চাননি। বরং দাবি করেছেন, তিনি পালাননি। মোবাইলও ফেলেননি। দৌড়োতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলে পকেট থেকে মোবাইল ছিটকে নর্দমায় পড়ে।

শেষপর্যন্ত কড়া নিরাপত্তার মধ্যে কলকাতা এনে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষার পর ব্যাংকশাল আদালতে তোলা হয় তৃণমূল বিধায়ককে। আদালতে ইডি জানায়, জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী ও বাবার অ্যাকাউন্টে প্রচুর টাকা রয়েছে। চাকরির নাম করে ৪৬ লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। বিধায়কের আইনজীবী অবশ্য জানান, তদন্তে সহযোগিতা করা হয়েছে। তবে জামিনের আবেদন জানানো হয়নি।

সোমবার কাকভোর থেকে ইডি'র ওই অভিযানে শুধু জীবনকৃষ্ণের বাড়ি নয়, তাঁর পিসি তথা সাঁইথিয়া পুরসভার কাউন্সিলার মায়া সাহার বাড়ি, রঘুনাথগঞ্জে বিধায়কের শ্বশুরবাড়ি, পুরুলিয়ার নিমটাঁড়ে মিডলম্যান প্রসন্ন রায়ের শ্বশুরবাড়ি ও রাজারহাট সহ একাধিক জায়গায় হানা দেন তদন্তকারীরা। বিধায়কের বাবা বিশ্বনাথ সাহার বিস্ফোরক বক্তব্য, 'ওদের ধরাই ভালো। প্রচুর সম্পত্তি করেছে মায়া সাহা। ছেলে আর বোনের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে ওর পিসির আর্থিক লেনদেন ছিল।'

স্কুল বন্ধ রেখে সরকারি ক্যাম্প, বিতর্ক

ধূপগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : স্কুল ছুটি দিয়ে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান ক্যাম্প আয়োজনকে ঘিরে তুমুল বিতর্ক ধূপগুড়ি শহরে। বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুল কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তের পাশে দাঁড়ায়নি পুরসভা, এমনকি স্কুল পরিচালন সমিতির কর্তারাও। সমালোচনার ঝড় উঠেছে অভিভাবক মহলেও।

সোমবার ধূপগুড়ি পুরসভার অন্তর্গত ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ১৮৫ বুথের সমাধান শিবির ছিল বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুলে। একইসঙ্গে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ১৮৬ এবং ১৮৭ নম্বর বুথের সমাধান শিবির ছিল বৈরাতিগুড়ি ২ নম্বর সিএস প্রাইমারি স্কুলে। দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রাইমারি স্কুল সকালে দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা হয়ে ছুটি হয়ে যাওয়ার পর শিবির শুরু হয়। তবে শিবিরের কারণে স্কুল ছুটি দিয়ে দেয় হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ।

বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ মোদক বলেন, 'শিবির আয়োজনের জন্য স্কুল ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে পুরসভা থেকে আমাদের চিঠি দেওয়া হয়েছিল। শয়ে-শয়ে মানুষের উপস্থিতিতে শিবির চলায় ক্লাস সম্ভব হচ্ছিল না। সেই কারণেই ক্লাস বাতিল করতে হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঠিকই হাজির ছিলেন।' স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি তারাশংকর চক্রবর্তী বলেন, 'শিবির আয়োজনের জন্য স্কুল ছুটি দেওয়ার কোনও আলোচনা পরিচালন সমিতিতে হয়নি। শুনলাম স্টাফ কাউন্সিলে আলোচনা করেই নাকি এমন কাজ করা হয়েছে। এমন কাজ পরিচালন সমিতি সমর্থন করে না।'

> শিবির আয়োজনের জন্য স্কুল ব্যবহারের অনুমতি চেয়ে পুরসভা থেকে আমাদের চিঠি দেওয়া হয়েছিল। শয়ে-শয়ে মানুষের উপস্থিতিতে শিবির চলায় ক্লাস সম্ভব হচ্ছিল না। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঠিকই হাজির ছিলেন।
>
> **নগেন্দ্রনাথ মোদক**
> স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

স্কুল ছুটি দেওয়ার এমন সিদ্ধান্ত আগে থেকে জানানো হয়নি বলে এদিন স্কুলে হাজির হয় পড়ুয়া এবং অভিভাবকদের একাংশ। একাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়ার অভিভাবক সবিন্দ্রনাথ রায়ের কথায়, 'মেয়ের মুখে যেটুকু শুনি তাতে এমনিই নাকি স্কুলে ঠিকমতো ক্লাস হয় না। অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা নাকি যখন-তখন আসেন আবার বেরিয়ে যান। আজ যে স্কুল ছুটি তাও জানানো হয়নি।'

সমাধান শিবির আয়োজনের জন্য পুরসভার তরফে চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মানস চক্রবর্তী। পরীক্ষার পর সাড়ে নয়টা নাগাদ বাচ্চাদের খাইয়ে ছুটির পরেই সেখানে শিবির শুরু হয় বলে জানান তিনি। এজন্যে শাসকদলের অনুগামী শিক্ষকদের দায়ী করে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক চন্দন দত্ত বলেন, 'বৈরাতিগুড়ি হাইস্কুলের শিক্ষকদের আনাগোনা এবং পঠনপাঠন নিয়ে স্থানীয় মানুষের ক্ষোভের অন্ত নেই। ওই স্কুলে শাসকদল আশ্রিত কিছু শিক্ষক নিজেদের আইন ও নিয়মের ঊর্ধ্বে মনে করছেন।' ধূপগুড়ি পুর প্রশাসক বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান রাজেশকুমার সিং বলেন, 'সমাধান শিবিরের জন্য স্কুল ছুটি দেওয়ার কথা নয়। পুরসভা স্কুল ছুটি দিতে বলেনি। কেন এমনটা হল, তা নিয়ে আমরা স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।'

খুব যত্ন করে... *ছানাকে খাওয়াচ্ছে মা বাবুই। গুরুগ্রামে। -পিটিআই*

শোকে হাঁড়ি চড়ল না গ্রামে

প্রথম পাতার পর

আরেক জখম তরুণ সুজিত ওরাওঁ প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালের বাইরে বসে অঝোরে কাঁদছিলেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে রেখেছিলেন বাবা গঙ্গারাম। ওই ব্যক্তি বলেন, 'আমরা গরিব মানুষ। একার রোজগারে সংসার চলে না। তাই ছেলেও চা বাগানের কাজে যায়। এছাড়া আর কীই বা করার আছে? অন্য কিছু যে করবে তারও তো কোনও উপায় নেই।'

একসঙ্গে কাজে গিয়েছিলেন গ্রামের অজয় বাস্কে ও মুংরি সাঁওতাল নামে এক দম্পতি। তাঁদের সঙ্গে অজয়ের বোন পুনমও। কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় ওই তরুণীকেও। কোনওক্রমে নিজেকে সামলে পুনম বলেন, আমি না হয় মোটামুটি আছি। ওঁদের যে কী হল বুঝতে পারছি না।

খেরকাটার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ববিতেলি সাউ বলেন, 'তিনটি গাড়ি করে প্রতিদিন অন্তত দেড়শোজন বিঘাশ্রমিকের কাজে বাইরে যান। এখন পাট শুকোনোর কাজ চলায় এদিন অবশ্য সংখ্যা কম ছিল। এমন ঘটনার পর কারও আজ মনমেজাজ ভালো নেই।' এলাকার কলাবাড়ি খেরকাটা বোর্ড ফ্রি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিআইসি কল্যাণ মিত্র বলেন, 'এদিন বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী ওই ঘটনার পর স্কুলে আসেনি। গোটা গ্রাম ছিল থমথমে।'

অনেকে টোটোভাড়া করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে চলে যান আহতদের খোঁজখবর নিতে। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'খেরকাটার অসহায় পরিবারগুলির পাশে রয়েছি। চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে মৃত ও আহতদের পরিবারগুলি সরকারি ক্ষতিপূরণ পায়।'

আরও ৩ জয়রাইড

প্রথম পাতার পর

এই জয়রাইডে ওয়ানওয়ে এবং রাউন্ড ট্রিপ, দু'ধরনের টিকিট পাওয়া যাবে। তৃতীয়টি 'কার্সিয়াং মহানদী সানরাইজ স্পেশাল'। কার্সিয়াং থেকে মহানদী হয়ে ফের কার্সিয়াংয়ে ফিরবে টয়ট্রেন। কার্সিয়াং থেকে সকাল সাতটা ১৫ মিনিটে মহানদীর উদ্দেশ্যে রওনা হবে। ফিরে আসবে সকাল ১০টার মধ্যে। শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ আরাম দেবে প্রাণকে। রোদ ঝলমলে আবহওয়ায় পাহাড় দেখে জুড়িয়ে যাবে চোখ।

খরচ কত? সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণ হবে, আশ্বাস ডিএইচআর কর্তাদের। 'টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল' জয়রাইডে সিঙ্গল ট্রিপের ভাড়া জিএসটি সহ রিজার্ভেশন ৫০০ টাকা। রাউন্ড ট্রিপে ৭৫০ টাকা। দার্জিলিং থেকে কার্সিয়াং স্টিম স্পেশালের ভাড়া রাখা হয়েছে ১৫০০ টাকা। মাঝের স্টেশন অর্থাৎ, ঘুম পর্যন্ত ভাড়া ৭৫০, সোনাদা পর্যন্ত ১০০০ এবং টুং পর্যন্ত ১২৫০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। টাকার অঙ্কগুলো রাউন্ড ট্রিপের জন্য। কার্সিয়াং মহানদী সানরাইজ স্পেশাল ট্রেনে রিজার্ভেশনের খরচ পড়বে জিএসটি সহ সিঙ্গল ট্রিপে ৩৫০ আর রাউন্ড ট্রিপের ক্ষেত্রে ৫০০ টাকা।

এনজেপি থেকে দার্জিলিং অবধি টয়ট্রেনের ভাড়া কমানোর দাবি দীর্ঘদিনের। তবে এখনই যে রেল এব্যাপারে কিছু ভাবছে না, তা ডিএইচআর কর্তার কথায় স্পষ্ট। সংস্থার ডিরেক্টরের কথায়, 'টিকিটের চাহিদা বেশ ভালোই রয়েছে। সাধারণ মানুষের এই ভাড়ায় টয়ট্রেনে চাপতে সমস্যা নেই। তাই কমানোর কোনও ভাবনা এখন নেই।'

পরিকাঠামো সত্ত্বেও কাজে

প্রথম পাতার পর

হেপাটাইটিস-এ এর সংক্রমণও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। এমনকি এমনও রোগী রয়েছেন যাঁর শরীরে একইসঙ্গে লেপ্টোস্পাইরোসিস, হেপাটাইটিস-এ এবং স্ক্রাব টাইফাসের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। সরকারি চিকিৎসকদের অনেকেই বলছেন, রাজগঞ্জ একটা উদাহরণ মাত্র। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাতেই এই রোগগুলিতে মানুষ নিয়মিত আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে বর্ষায় এই তিনটি রোগের সঙ্গে ডেঙ্গি এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো সংক্রমণও প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে। চিকিৎসকরা হাসপাতালগুলিতে রোগীর উপসর্গ দেখে এই রোগগুলি সন্দেহ করছেন। কিন্তু নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে না। বিভিন্ন জেলায় দু'-একটি করে ডেঙ্গির নমুনা পরীক্ষা করে পজিটিভ রিপোর্ট এলেও সেগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে না, এমনকি উপরমহলের নির্দেশ মেনে সরকারি পোর্টালেও আপলোড করা হচ্ছে না।

অথচ ইনফ্লুয়েঞ্জা, টাইফয়েড, কালাজ্বর থেকে শুরু করে স্ক্রাব টাইফাস, লেপ্টোস্পাইরোসিস, হেপাটাইটিস-এ সহ অন্যান্য ভাইরাসের পরীক্ষার জন্য প্রতিটি জেলায় আরটি-পিসিআর ল্যাবরেটরি রয়েছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় ২০২০ সালের শেষ দিকে উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই এই পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। প্রতিটি ল্যাবেই দুজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট, দুজন টেকনলজিস্ট এবং একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর থাকার কথা। বিভিন্ন ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষার জন্য নিয়মিত রাজ্য এবং কেন্দ্রের তরফে আর্থিক বরাদ্দও আসছে। এক-একটি রোগের নমুনা পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কিটও অনেক ক্ষেত্রেই মজুত থাকে। প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবেও কিট কিনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনও রেসপিরেটরি প্যানেল টেস্টও হচ্ছে না। বরং ওই ল্যাবের কর্মীদের অন্য কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, বিভিন্ন ভাইরাস ঘটিত রোগে মানুষ সংক্রামিত হলেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের অভাবে তা ছড়িয়ে পড়ছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ অরুণাভ সরকারের বক্তব্য, 'যত দ্রুত নমুনা পরীক্ষা হবে, তত দ্রুত রোগ ছড়িয়ে পড়া আটকানো যাবে।'

হাতির দল

নাগরাকাটা, ২৫ অগাস্ট : সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে দিনভর আটকে রইল অন্তত ২৫টি হাতির একটি দল। পাশে রেললাইন থাকায় বনকর্মীদের উদ্বেগ ছিল যথেষ্ট। সন্ধ্যায় একাধিক শাবক সহ দলটি চ্যাংমারি চা বাগানের দিকে চলে যায়।

দুর্ঘটনায় চা শ্রমিকরা

প্রথম পাতার পর

নদীর খাদে পড়ে যায়। সেখানে থাকা একটি বড় পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে গাড়িটি। ঘটনার পরই শ্রমিকদের আর্তনাদ শুনে আশপাশে কর্মরত অন্য শ্রমিকরা ছুটে আসেন। শুরু হয় উদ্ধারকাজ। ১২ জনকে গাঠিয়ার নিজস্ব হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে বিকেলে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ২০ জনকে নিয়ে আসা হয় সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে। তাঁদের মধ্যে তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাকি ১৭ জনের প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে ওই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ১৪ জন। তাঁদের মধ্যে সুশীলা ওরাওঁ ও মঞ্জু ওরাওঁ নামে মা ও মেয়েকে সিসিইউ-তে রেখে চিকিৎসা করানো হচ্ছে। সুশীলার আঘাত গুরুতর।

নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, 'আহতদের বেশিরভাগেরই আঘাত লেগেছে মাথা সহ শরীরের অন্যান্য অংশে। যে কারণে তাঁদের দ্রুত রেফার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।' গাঠিয়ার ম্যানেজার নবীন মিশ্র বলেন, 'অন্যদিন চালকরা রাস্তার ওই অংশে গাড়ি থামিয়ে দেন। এদিন যে কী হয়েছিল তা আমরাও বুঝে উঠতে পারছি না। মৃত ও জখম প্রত্যেকের পাশে বাগান কর্তৃপক্ষ সবরকমভাবে রয়েছে। মৃতদের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতিপূরণও দেওয়া হবে।'

সাবিনা ওরাওঁ নামে খেরকাটার এক জখম শ্রমিক বলেন, 'হঠাৎ করে গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। নীচে প্রচুর বড় বড় পাথর ছিল। কীভাবে বেঁচে ফিরলাম ভগবানই জানেন।' খয়েরবাড়ির ভক্তাধুরা এলাকার কল্পনা সাঁওতাল নামে এক তরুণী বলেন, 'প্রতিদিনই কাজে যাই। এরকম কখনও হবে স্বপ্নেও ভাবিনি।'

হতাহতদের সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসার পরই সেখানে চলে আসেন মালবাজারের এসডিপিও রোশন প্রদীপ দেশমুখ, নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার, থানার আইসি কৌশিক কর্মকার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর সহ প্রশাসনের অন্য কর্তারা। আসেন জনপ্রতিনিধিরাও। বিডিও বলেন, 'দ্রুত এধরনের গাড়িচালক ও যাঁরা শ্রমিকদের বাগানে বিঘা কাজে পাঠান তাঁদের নিয়ে একটি বৈঠক করা হবে। দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত পরিবারগুলির পাশে প্রশাসন রয়েছে।' এদিন মালবাজার হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও নাগরাকাটার বিধায়ক পুনা ভেংরা। তাঁরা হাসপাতালের সুপার ডাঃ সৌররঞ্জন বসুর সঙ্গে জখমদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলেন। সাংসদ বলেন, 'দুর্ঘটনাগ্রস্তদের পাশে রয়েছি।'

হেরে যাওয়া সাংবাদিকের চিঠি

প্রথম পাতার পর

এক প্রবীণ সাংবাদিকের যন্ত্রণার সঙ্গে দু'পারের কত মিল!

বিভুরঞ্জন লিখেছেন, 'রাজনৈতিক আদর্শবোধ ও সাংবাদিকতার নৈতিক সততা আমাকে ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য তাড়িত করেনি। একটাই তাড়না, দায়িত্ববোধ। কাজে ফাঁকি দিইনি। খুব সাহসী মানুষ হয়তো আমি নই, কিন্তু চোখ রাঙিয়ে কেউ আমাকে দিয়ে কিছু লেখাতে পারেনি। পেশা আমাকে শিখিয়েছে, সত্য প্রকাশ করা মানে সাহসের সঙ্গে ঝুঁকি নেওয়া। কখনও কখনও নাম গোপন রাখতে হয়। আমরা, আমার মতো সাংবাদিকরা, গোপন নাম ব্যবহার করেছি, তাতে স্বার্থের কিছু নেই, বরং নিরাপত্তার জন্য।'

মৃত্যুর সময় তিনি ছিলেন একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের সিনিয়ার সহকারী সম্পাদক। তাঁর কথায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার অবস্থান স্পষ্ট ছিল- স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানো মানে দেশের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা। আমার এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে কোনও অবদান না রেখেও মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট বাগিয়ে সুযোগসুবিধা নিয়েছেন, নিচ্ছেন অনেকে। আমি ওপথে হাঁটিনি।

বিভুরঞ্জনের উপলব্ধি, আজকের সময়ে সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ অন্যরূপ। অনেকেই সুবিধা, স্বার্থ, সামাজিক মর্যাদা বা আর্থিক স্বার্থের জন্য সত্যকে আড়াল করে লেখেন। আমি সত্য গোপন করিনি। তাই হয়তো দীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় এই পেশায় কাটিয়ে সম্মানজনক বেতন-ভাতা পাই না। সংসার চালানোর জন্য নিয়মিত ধারদেনা করার পেশাটি আমাকে বেছে নিতে হত না!

বর্ষীয়ান এই সাংবাদিকের আক্ষেপ, শেখ হাসিনার শাসনকালে নানা পরিচয়ে অনেকে অনেক সুযোগসুবিধা নিয়েছেন। একপর্যায়ে লাজলজ্জা ভুলে তিনিও শেখ হাসিনার দরবারে সাহায্যের আবেদন করেছেন। কিন্তু কোনও ফল পাননি। অথচ অনেক সাংবাদিক প্লট পেয়েছেন। তিনি দু'বার আবেদন করেও সফল হননি। বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনাকে নিয়ে বই লিখে কতজন কপাল বদলালেও বিভুরঞ্জন তাঁর লেখা দুটি বইয়ের জন্য দু'টাকা রয়্যালটিও পাননি।

তবে হ্যাঁ, একবার তিনি শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হয়ে সিঙ্গাপুর যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। ওই সফরের হাতখরচের জন্য টাকা আমি পেলেও সেটা কোট-প্যান্ট, জুতো কিনতেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। বরং আরও দেনা হয়। হাসিনা-পরবর্তীকালে অবস্থা কি বদলেছে? বিভুরঞ্জনের আক্ষেপ, সরকার পরিবর্তনের পর গণমাধ্যমের অবস্থা আরও কাহিল হয়েছে। মন খুলে সমালোচনা করার কথা প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন। কিন্তু তাঁর প্রেস বিভাগ মনখোলা নয়। মিডিয়ায় যাঁরা নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন, তাঁরা সবাই আতঙ্কে থাকেন। কখন না কোন খবর বা লেখার জন্য ফোন আসে। তুলে নিতে হয় লেখা বা খবর!

দীর্ঘদিন বহু পত্রিকায় দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করার পর বিভুরঞ্জনের মন ভারী করে দেওয়া এই চিঠিতে তিনি জানিয়ে গিয়েছেন, এখন কোনও কোনও পত্রিকায় লেখা পাঠিয়ে ছাপার জন্য অনুরোধ করে ফল পাই না। আমার লেখা নাকি পাঠক আর সেভাবে 'খায়' না। এক সময় কত খ্যাতিমান লোক আমার লেখা পড়ে ফোন করে তারিফ করেছেন। আজ আমার লেখা নাকি পাঠক টানে না। নামে-বেনামে হাজার হাজার লেখা লিখেছি। সম্মানী কিন্তু পেয়েছি খুবই কম। কোনও কোনও পত্রিকা তো কয়েক বছর লেখার পরও একটা টাকা দেওয়ার গরজ বোধ করেনি।

এই লেখার অনেকটা অগ্রজ এই সাংবাদিকের লেখা থেকে হুবহু তুলে দেওয়া। গত চার দশকের বেশি নিজের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি, এ যেন এপারের বৃত্তান্ত ওপারের বয়ানে লেখা। সাহসী সাংবাদিকতার দিন গিয়েছে। মাথা তুলে কাজ করার দিন অনেক কাল ইতিহাস হয়েছে। অভাব, অনটনের জীবন মেরুদণ্ড বেঁকিয়ে দিয়েছে চতুর্থ স্তম্ভের। শানিত কলম তুলে রেখে অনেকেই এখন জো হুজুর। বাঁচতে হবে তো!

বিভুরঞ্জনের পোস্টমর্টেমে দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কিন্তু তাঁর ভিতরের রক্তক্ষরণ কোন ময়নাতদন্তে ধরা পড়বে?

ছোট্ট তারা

ময়নাগুড়ির মর্নিং স্টার স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী ইভানশিকা রায় ২৪ অগাস্ট স্থানীয় বিজলি সংঘের ত্রয়ী প্রণাম উৎসবে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় চতুর্থ স্থান পেয়েছে।

বেহাল বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন

জাতীয় ক্রীড়া সংস্থা কী করছে, উঠছে প্রশ্ন

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ‘স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (সাই) হাতে তুলে দেওয়া ক্রীড়াঙ্গন অবহেলায়, অনাদরে আগাছার স্তূপে পরিণত হয়েছে।’ গত ডিসেম্বরে জলপাইগুড়ির বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মে মাসে শিলিগুড়ির একটি সভায় এসে মুখ্যমন্ত্রী এই ক্রীড়াঙ্গন প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে উদ্দেশ্য করে মন্তব্য করেন, ‘আমরা ওটা সাই-কে দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা করতে পারল না। ওটা ক্যানসেল করে অন্য কাউকে দাও, যারা দায়িত্ব নিতে ইচ্ছুক এবং দেখভাল করতে পারবে। এত বড় স্টেডিয়াম এমনি পড়ে থাকবে, এটা হয় না।’ ক্রীড়াঙ্গনের মাঠ পরিচর্যা ঠিকঠাক হলেও বাস্তবেই গ্যালারি এবং অফিসের বাইরের চত্বরের অবস্থা উদ্বেগজনক।

কোথাও খসে পড়ছে প্লাস্টার, কোথাও বা পিলারে গাছের শিকড়ের মতো স্পষ্ট ফাটল। চলাচলের রাস্তা কিংবা মাঠ রক্ষণাবেক্ষণ হলেও ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পেছনে এবং ক্রীড়াঙ্গনের মূল ফটকের ডানদিকের ফাঁকা অংশে রয়েছে ঝোপঝাড়। গ্যালারির কোথাও ফাটল, তো কোথাও আবার পুরু শ্যাওলার আস্তরণ। জাতীয় স্পোর্টস অথরিটি যে ক্রীড়াঙ্গনটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে রয়েছে, সেটা বোঝা দায়। শহরের ক্রীড়াপ্রেমীরা বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ।

প্রাক্তন ফুটবলার সোমেশ চৌধুরী বলেন, ‘এত বড় পরিকাঠামো, এত সুন্দর মাঠ, অথচ সামগ্রিকভাবে স্টেডিয়ামটি জাতীয় স্তরের না। সাত-আট বছর ধরে দায়িত্বে থেকেও ওরা কিছুই করছে না। গ্যালারি দেখলে মনে হয়, স্বাধীনতার আগে তৈরি। শ্যাওলা, চলটা ওঠা। কবে ঠিক হবে এগুলো?’

ফুটবল থেকে শুরু করে তিরন্দাজি, অ্যাথলেটিক্স থেকে বাস্কেট বল, এই সব ধরনের খেলার সমস্ত ধরনের সুযোগ থাকবে এই ক্রীড়াঙ্গনে, উন্নত প্রশিক্ষণে তৈরি হবে দক্ষ ক্রীড়াবিদ, এই আশায় জলপাইগুড়িতে প্রায় ১১০ কোটি টাকা দিয়ে রাজ্য সরকার তৈরি করেছিল বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গন। ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে মউ সই করে এই ময়দান সাই-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ, সাই তার দায়িত্ব নিয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। ইন্ডোর স্টেডিয়াম এবং সুইমিং পুলের অবস্থাও বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনে সুবিধার নয় বলে অভিযোগ।

এদিকে, জেলা ক্রীড়া সংস্থা এই ক্রীড়াঙ্গনের জায়গা ব্যবহারের জন্য জেলা শাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীকে একটি চিঠি দিয়ে অনুমতি চেয়েছিল। পাশাপাশি, সিএবির কাছেও তারা আবেদন রাখে, যাতে বাংলার ক্রিকেট বোর্ড মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে। কিন্তু, এসবেরও প্রায় পাঁচ মাস অতিক্রান্ত। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল বলেন, ‘আমরা তো চাই ওখানে আমাদের পাকাপাকি জায়গা দেওয়া হোক। দুই সংস্থা থাকবে একসঙ্গে। সংস্কার, উন্নয়নে আমরাও সাই-কে সাহায্য করতে পারব।’

তবে সাই সূত্রে খবর, আগামী এক মাসের মধ্যে এই ক্রীড়াঙ্গন সংস্কার শুরু হবে। আগামী বছর থেকে অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সুইমিং প্রশিক্ষণও চালু করা হবে। জলপাইগুড়ি সাই ইনচার্জ ওয়াসিম আহমেদ বলেন, ‘সমগ্র ক্রীড়াঙ্গন সংস্কারের জন্য কী কী দরকার, সেটার তালিকা যথাযথ জায়গায় পাঠানো রয়েছে। খুব দ্রুত কাজ শুরু হবে। মউ অনুযায়ী আমাদের যা যা করণীয় সেগুলো করব।’

শোচনীয় দশা বিশ্ব বাংলা ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারির।

দুরবস্থা

- কোথাও খসে পড়ছে প্লাস্টার, কোথাও বা পিলারে গাছের শিকড়ের মতো স্পষ্ট ফাটল
- ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পেছনে এবং ক্রীড়াঙ্গনের মূল ফটকের ডানদিকের ফাঁকা অংশে রয়েছে ঝোপঝাড়
- গ্যালারির কোথাও ফাটল, তো কোথাও আবার পুরু শ্যাওলার আস্তরণ

পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে শহিদগড়পাড়ার বেহাল রাস্তা। - সংবাদচিত্র

পুজোর আগে রাস্তা সংস্কারে অনীহা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : দুর্গাপুজোর বাকি আর মাত্র এক মাস। কিন্তু শহরের বেশকিছু রাস্তার অবস্থা বেহাল। অনেক রাস্তার ওপর থেকে পিচের প্রলেপ উঠে গিয়ে নুড়িপাথর বেরিয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে স্থানীয়দের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এমনই অবস্থা ময়নাগুড়ি পুরসভার অধিকাংশ রাস্তাগুলির। অনেক সময় এই রাস্তাগুলি দিয়ে টোটোচালকরা যেতে চান না। আবার অনেক সময় অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করেন। রাস্তাগুলির এমন অবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলারদের এলাকাবাসীর ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। তবে পুজোর আগে রাস্তাগুলি সংস্কার করা সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে পুরসভার তরফে। এবিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, ‘একদিকে আর্থিক সমস্যা, অন্যদিকে পুরসভার স্থায়ী ইঞ্জিনিয়ার না থাকায় উন্নয়নমূলক কাজগুলি করা যাচ্ছে না।’ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, ‘পুজোর আগে রাস্তা সংস্কার করা সম্ভব হবে না। আর্থিক বরাদ্দ মিললে কাজ শুরু করা হবে।’

পুরসভার চেয়ারম্যানের বসতবাড়ির সামনে ২, ৩ এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগস্থলের রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। বৃষ্টি হলে গর্তগুলিতে জল জমে ওই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটে। ২ নম্বর ওয়ার্ডের আনন্দনগর ও সাহাপাড়া সংলগ্ন একমাত্র রাস্তাটির এমন পরিস্থিতি যে কোনও টোটোচালক ওই রাস্তায় যেতে চান না।

পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গোবিন্দনগরের রাস্তাগুলি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা বিপুল দাসের কথায়, ‘স্থানীয় কাউন্সিলারকে একাধিকবার সমস্যার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।’ সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুপ্রিয় দাস। তিনি বলেন, ‘রাস্তাগুলির অবস্থা খুব খারাপ।’ একই দশা পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের শহিদগড়পাড়ার। রাস্তার পাশে রয়েছে শহিদগড় হাইস্কুল। এলাকাটি ঘন জনবসতিপূর্ণ। পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড ময়নাগুড়ি বাজারের ফলপট্টির রাস্তাটি তৈরি করা প্রয়োজন। জাগৃতি মোড় থেকে ময়নাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের সামনের রাস্তাটির বেহাল অবস্থা।

পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রতন মজুমদার বলেন, ‘এলাকার রাস্তাগুলি ভেঙে গিয়েছে। দেখে মনে হয় মাটির রাস্তা। নিকাশিনালার জল উপচে রাস্তায় চলে আসে। দুর্গন্ধে এলাকায় টেকা দায়। কিন্তু পুরসভার এদিকে কোনও নজর নেই।’ রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে পুরসভার ৬ এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ডেও।

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রদ্যুৎ বিশ্বাস। তিনি বলেন, ‘কয়েকটি রাস্তা শীঘ্র সংস্কার করা প্রয়োজন।’ পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তনয় সাহা বলেন, ‘ভেবেছিলাম দুর্গাপুজোর আগে পুরসভার পক্ষ থেকে রাস্তাগুলি সংস্কার করা হবে। কিন্তু কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই।’

বর্তমানে মেহেরুন্নেসা হাইস্কুলের পরিস্থিতি।

মাল ডিপোতে বাস পরিষেবা ধুঁকছে

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২৫ অগাস্ট : এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান একের পর এক নতুন রুট ও বাস চালুর ঘোষণা করেছেন। অথচ মালবাজার ডিপো থেকে সরাসরি শিলিগুড়ি, বহরমপুর ও জয়গাঁর বাস পরিষেবা বন্ধ। এখন মালের যাত্রীদের শিলিগুড়ি যেতে হচ্ছে মেডিকেল কিংবা মালদাগামী বাসে।

পশ্চিম ডুয়ার্সের প্রবেশদ্বার হিসেবে মালবাজার যেমন ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এটি মহকুমা শহর হিসেবেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের অন্যতম কেন্দ্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই শহরে এনবিএসটিসি-র পরিষেবা বর্তমানে চরম সংকটে রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে মালবাজার ডিপো থেকে বহরমপুর ও জয়গাঁর মতো গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ রুটের বাস পরিষেবা। চলতি মাসে সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে মালবাজার-শিলিগুড়ি রুটের বাস পরিষেবাও, যা আগে দিনে দু’বার চলত। এখন সরকারি বাসে শিলিগুড়িগামী যাত্রীদের একমাত্র ভরসা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ বা মালদা থেকে আগত একটি দূরপাল্লার বাস। অথচ কিছুদিন আগেই এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছিলেন, মালবাজার থেকে কালিম্পং সহ বিভিন্ন গন্তব্যে বাস পরিষেবা চালু করা হবে, কলকাতা রুটে পুনরায় পরিষেবার চেষ্টা করা হবে। কিন্তু বর্তমান বেহাল পরিকাঠামোর প্রেক্ষিতে এইসব পরিষেবার বাস্তবায়ন কতটা হবে, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে মালবাসীর।

এনবিএসটিসি-র মালবাজার ডিপো ইনচার্জ অতুলচন্দ্র বর্মন বলেন, ‘পর্যাপ্ত বাস নেই, শিলিগুড়ির রুটের বাসটি বর্তমানে খারাপ হয়ে পড়ে আছে।’ সূত্রের খবর, ডিপোর কর্মীসংখ্যা তলানিতে ঠেকেছে। সেইসঙ্গে নেই পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা। ফলে কোনওরকমে ঘষেমেজে চালাতে হচ্ছে সীমিত পরিষেবা।

এই সংকটের সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ যাত্রী, ব্যবসায়ী ও পর্যটনশিল্পের উপর। শহরের ব্যবসায়ী সুদীপ্ত সাহা বলেন, ‘ব্যবসার প্রয়োজনে প্রায় প্রতিদিন শিলিগুড়ি যেতে হয়। আগে সন্ধ্যাবেলা ফেরত আসা বাসটি অত্যন্ত সাশ্রয়ী ও সুবিধাজনক ছিল। এখন ভোগান্তি ছাড়া উপায় নেই।’ স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ী বিপুল বিশ্বাসের কথায়, ‘এই রুটগুলো একেবারেই অলাভজনক ছিল না। প্রশাসনের উচিত বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে দেখা।’ তাঁর কথায় সহমত ব্যবসায়ী সুমিত সাহা, চন্দন সাহাও।

বাস পরিষেবা পুনরায় চালুর দাবিতে শহরের একাধিক সামাজিক সংগঠন এনবিএসটিসি ও প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে। প্রয়াস নামে একটি সংগঠনের তরফে সুকান্ত দাস বলেন, ‘ব্যবসা ও পর্যটনের বিকাশে রেল পরিষেবার পাশাপাশি বাস পরিষেবার উন্নতিও সময়ের দাবি।’ বাস পরিষেবার এই সংকোচন দীর্ঘমেয়াদে এলাকার আর্থসামাজিক কাঠামোকে প্রভাবিত করতে পারে বলেই মত ব্যবসায়িক মহলের।

বিষয়টি নিয়ে এনবিএসটিসি-র চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, ‘পুজোর আগেই অচল বাসগুলি সংস্কার করে রুটগুলো পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।’ তবে কর্মীসংকট ও রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতি নিয়ে তিনি কিছু বলেননি।

এনবিএসটিসির মালবাজার বাস ডিপো।

সমস্যা চরমে

- দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে মালবাজার ডিপো থেকে বহরমপুর ও জয়গাঁর মতো গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ রুটের বাস পরিষেবা
- চলতি মাসে সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে মালবাজার-শিলিগুড়ি রুটের বাস পরিষেবাও, যা আগে দিনে দু’বার চলত
- এখন সরকারি বাসে শিলিগুড়িগামী যাত্রীদের একমাত্র ভরসা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও মালদাগামী একটি দূরপাল্লার বাস

স্কুলের হালে পড়ুয়া কমছে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : বিদ্যালয়ের প্রধান গেটে পৌঁছোলে বোঝার উপায় নেই কোন পথ ধরে ক্লাসরুমে যাওয়া যাবে। কোথাও কচু বাগান, কোথাও আবার গ্রিল দিয়ে বেয়ে উঠছে লতানো জঞ্জাল। বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠ থেকে পড়ুয়ারা খেলাধুলো থেকে বঞ্চিত এই মুহূর্তে। স্কুলের ডাস্টবিন আর মাঠে যেভাবে জল জমে রয়েছে, ডেঙ্গির আতঙ্ক উড়িয়ে দিতে পারছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। এই পরিস্থিতিতে সন্তানকে অভিভাবকরা পাঠাতে চাইছেন না। বর্তমানে জলপাইগুড়ি মেহেরুন্নসা উচ্চবিদ্যালয়ে বাংলামাধ্যমে মোট ছাত্র সংখ্যা ১৭১ হলেও ইংরেজিমাধ্যমে মাত্র ৩। স্কুল কর্তৃপক্ষ পড়েছে সমস্যায়।

এ বছরের শুরুর দিকে ইংরেজিমাধ্যমে পঠনপাঠন চালানোর জন্য সেকেন্ডারি বোর্ড অফ এডুকেশনের অনুমোদন পায় স্কুলটি। অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সার্টিফিকেটও মেলে। জেলায় প্রথম মাধ্যমিক পর্যন্ত সরকারি বিদ্যালয়ে ইংরেজিমাধ্যমে পঠনপাঠন শুরু নিয়ে চলেছিল ফর্ম ফিলআপও। কিন্তু প্রত্যাশা মতো পড়ুয়া আসেনি। বর্তমানে জলপাইগুড়ি মেহেরুন্নসা উচ্চবিদ্যালয়ে ইংরেজিমাধ্যমে নবম শ্রেণিতে ছাত্রসংখ্যা মাত্র ৩। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘বর্ষার মরশুমে জঞ্জাল, জল জমার বিষয়টি অস্বীকার করার জায়গা নেই। এত বড় জায়গা পরিষ্কার করতে যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। আশা করছি নতুন করে বিদ্যালয় সাজাতে পারব।’ ইংরেজিমাধ্যমে পড়ুয়ার সংখ্যা কম হওয়ার বিষয়ে তাঁর দাবি, অভিভাবকরা অনেক সময় পিছিয়ে যাচ্ছেন বিদ্যালয়ের এমন অবস্থা দেখে। তাঁরা বাইরেটা দেখছেন। কিন্তু তাঁদের সন্তান সরকারিভাবে যে ইংরেজিমাধ্যমে পড়াশোনা করবে, তা বুঝতে পারছেন না। বিদ্যালয়ের ইংরেজিমাধ্যম কোএডুকেশন করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। সরকারের তরফে সবুজ সংকেত পেলে পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা তাঁর।

মেহেরুন্নেসা হাইস্কুলে বাংলা মিডিয়ামে মোট ছাত্রসংখ্যা ১৭১। যার মধ্যে পঞ্চম শ্রেণিতে ৬ জন ও ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণিতে যথাক্রমে ১২,২৩, ৩৪, ৬২ ও ৩১ জন ছাত্র রয়েছে। বিদ্যালয়ে মোট ১১ জন শিক্ষক রয়েছেন। তাঁরাই ইংরেজিমাধ্যমের ক্লাস নেন। এক অভিভাবক রামকৃষ্ণ রায় বলেন, ‘ভেবেছিলাম পঞ্চম শ্রেণিতে আমার ছেলেকে এই স্কুলের ইংরেজিমাধ্যমে ভর্তি করব। কিন্তু এখানে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়লে একাদশ-দ্বাদশে তো সেই বাংলা মিডিয়ামে যেতে হবে। তাহলে লাভ কী? এর থেকে ভালো বেসরকারি বিদ্যালয়ে কষ্ট করে পড়ানো। তার উপর বর্ষায় স্কুলটা তো ভূতুড়ে বাংলো হয়ে ওঠে।’

ইংরেজিমাধ্যমে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও পঠনপাঠনের সুযোগ পেলে পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, এই আশাতেই রয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

অসুস্থ ষাঁড়ের পাশে বাসিন্দারা

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : একটি অসুস্থ ষাঁড় ২ দিন ধরে রাস্তায় পড়ে রয়েছে। ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বামনপাড়ার বাসিন্দারা সেটিকে সুস্থ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রাণীটির চিকিৎসার জন্য চাঁদা তোলা হয়েছে। রোদ, বৃষ্টির হাত থেকে সেটিকে বাঁচাতে তার মাথায় পলিথিন শিট লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এলাকাবাসী রত্না দাস বললেন, ‘শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে ষাঁড়টিকে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলাম। গত ২ দিন ধরে সেটি এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। আমরা খাবারের আয়োজন সহ চাঁদা তুলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। চিকিৎসক এসে ওকে দেখে যান। কোনও ফি নেননি। অবলা প্রাণীদের জন্য শহরে কোনও আশ্রয়ের ব্যবস্থা না থাকা মেনে নেওয়া যায় না। গোশালা সহ প্রাণীসম্পদ দপ্তরে যোগাযোগ করেও ইতিবাচক সাড়া মেলেনি।’ এলাকার কাউন্সিলার শুভ্রা দেব বলেন, ‘চেয়ারপার্সনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে প্রাণীসম্পদ দপ্তরের মোবাইল ভ্যানের চিকিৎসকেরা এসে চিকিৎসা করেন। মঙ্গলবার প্রাণীটিকে নিয়ে যাওয়া হবে বলে গোশালা থেকে জানানো হয়েছে।’ অসুস্থ এক প্রাণীর পাশে সবাই এভাবে দাঁড়ানোয় শহরে সবাই খুশি।

সচেতনতা শিবির

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : রাজ্য শ্রম দপ্তরের পরিচালনায় রবিবার থেকে শান্তিপাড়া সংলগ্ন বেসরকারি বাসস্ট্যান্ডে শুরু হয়েছে পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য সচেতনতা শিবির। সোমবার সামাজিক সুরক্ষা পোর্টালে কীভাবে নাম নথিভুক্ত করা যায় এবং এর মাধ্যমে কী কী সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় এনিয়ে আলোচনা করা হয়। শিবিরে শ্রমিকদের উপস্থিতি এদিন ভালোই দেখা গিয়েছে। ন্যূনতম ১৫০০ টাকা মাসিক পেনশন, দুর্ঘটনায় মৃত্যু, শারীরিক অক্ষমতায় আর্থিক সাহায্য সম্পর্কেও তাঁদের অবগত করা হয়। যেসব বিষয় নিয়ে এদিন আলোচনা হয়, তা কাজে লাগবে বলে মন্তব্য করেছেন শ্রমিকরা।

ডাকঘরে আগুন

মালবাজার, ২৫ অগাস্ট : সোমবার সন্ধ্যায় মালবাজার বড় পোস্ট অফিসের সার্ভার রুমে হঠাৎ আগুন লেগে যায়। দমকল অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

পোস্ট মাস্টার কৃষ্ণা লোহার বলেন, ‘শর্টসার্কিট থেকেই ঘটনাটি ঘটেছে বলে আমরা প্রাথমিকভাবে মনে করছি।’ দমকল ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।

পাড়ায় পাড়ায়

ময়নাগুড়ি

রাস্তা যেন আস্ত ডোবা

ময়নাগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : বৃষ্টির জল জমে ডোবায় পরিণত হয়েছে রাস্তা। চলাচলের অযোগ্য ময়নাগুড়ি পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড আনন্দনগরপাড়ার সাহাপাড়া সংলগ্ন ওই রাস্তায় টোটো পর্যন্ত ঢুকতে চায় না বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। জল, কাদায় পরিস্থিতি এমন যে হেঁটে যাতায়াত করাও দুষ্কর। ভুক্তভোগীরা পুরসভার উদাসীনতাকেই দায়ী করেছেন সমস্যা সৃষ্টির জন্য। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বর্ণালি বাড়ুই যদিও বলেন, ‘ওয়ার্ডের একটি বড় রাস্তা তৈরির কাজ অনেকটা এগিয়েছে। এই ছোট রাস্তাগুলো সংস্কারের জন্য পুরসভাকে জানানো হয়েছে।’

রাস্তার ওপরের নুড়ি-পাথর সব উঠে গিয়েছে। দেখলে মনে হয় মাটির রাস্তা। এলাকাটি এমনিতেই ঘিঞ্জি। বহু বছর ধরে রাস্তার সংস্কার হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা অভিনব দাসের কথায়, ‘ভেবেছিলাম আমাদের এলাকা পুরসভার আওতায় আসার পর সহজেই নাগরিক পরিষেবা পাওয়া যাবে। প্রায় চার বছর পেরিয়ে গিয়েছে পুরসভার। হাল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে।’

আরেক বাসিন্দা কানু সেন বলেন, ‘এই রাস্তায় টোটো আসতে চায় না। পাকা রাস্তায় নামিয়ে দেয়। বাড়ির প্রয়োজনীয় সামগ্রী টেনে আনতে হয়। রাস্তাটি সংস্কার না হলে আগামীতে আরও ভোগান্তি বাড়বে।’

তথ্য ও ছবি : বাণীব্রত চক্রবর্তী

মিলন সংঘের পুজোয় বারো মাসে তেরো পার্বণ

এল এল পুজো এল

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : শারদীয়ার জন্য বছরভর অপেক্ষায় থাকলেও বাকি সময়টা বাঙালি মোটেই ঘরে বসে কাটায় না। হয়তো সেই কারণেই তৈরি হয়েছে বারো মাসে বাঙালির তেরো পার্বণের প্রচলিত প্রবাদ। হাল আমলে সব জুড়ে দেখলে বাঙালি বারোমাস্যায় উৎসবের সংখ্যাটা তেরো থেকে অনেক বেশিই হবে। ক্যালেন্ডারের পাতাজুড়ে থাকা বাঙালির পছন্দের উৎসব নিয়ে ধূপগুড়ি মিলন সংঘের এবারে ৬৬তম শারদীয়ায় থিম ‘বারো মাসে তেরো পার্বণ’।

গত বছর ধরলে টানা ছয় বছর রাজ্য সরকারের দেওয়া বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানের তালিকায় কোনও না কোনও ক্যাটিগোরিতে নাম ছিল মিলন সংঘের। ক্লাব সদস্যদের দাবি, সারাবছর ধরে ব্যতিক্রমী থিম ভাবনার ফসল সম্মাননা এবং মানুষের মন জয় করা। এবার জেলা সেরার শিরোপা ধরে রাখাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিচ্ছেন ধূপগুড়ি হাসপাতাল গেট এলাকার ক্লাব সদস্যরা। মিলন সংঘের সম্পাদক জগদীশ সরকার বলেন, ‘দীপাবলির সময় থেকেই পরের বারের পুজোর ভাবনা শুরু করে দিই আমরা। বাজেট থেকে বাস্তবায়ন, সবদিক খতিয়ে দেখে সারাবছর প্ল্যানিং করে এগোনোর ফলেই মানুষের মন জয় সম্ভব হয়েছে। এবারেও সব বয়সিদের জন্য ভালো কিছু থাকছে আমাদের পুজোয়।’

৮০ ফুট চওড়া, ৬০ ফুট উঁচু মণ্ডপ গড়া শুরু হয়েছে গত উলটোরথের দিন থেকেই। পুজো পরিসরের বাইরে আলাদাভাবে তৈরি হচ্ছে তেরো পার্বণ ফুটিয়ে তোলার হরেক মডেল, পটচিত্র সহ কারুকাজ। থিমের সঙ্গে মিলিয়ে নির্মীয়মাণ পুজোমণ্ডপেই মৃন্ময়ী মূর্তি গড়ে তুলছেন স্থানীয় তরুণ শিল্পী দীপক রায়। এলইডি আলোয় পুজোমণ্ডপ সাজাতেও কাজ শুরু করেছেন দক্ষিণবঙ্গের শিল্পীরা।

আয়োজকদের তরফে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী গোটা পুজো চত্বরে আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলা হবে বাঙালির তেরো রকমের পার্বণ দিয়ে। মডেল, ছবি, কাজের পাশাপাশি থিম ফুটিয়ে তুলতে অডিও আউটপুটের ব্যবস্থা থাকছে। সবমিলে এক পুজোতেই সারাবছরের উৎসবের স্মৃতিচারণে বাঙালিকে নস্টালজিক করতে চাইছেন আয়োজকরা। থিম গড়ার দায়িত্বে থাকা লোকেশ সরকার বলেন, ‘আমরা চাইছি মানুষ যেন একটা মন ভালো করা অনুভূতি নিয়েই ফেরেন।’

সব ভালোর মধ্যেও আয়োজকদের কপালে কিছুটা হলেও ভাঁজ ফেলেছে আবহাওয়ার মুড। বৃষ্টির খামখেয়ালি জারি থাকলে হাতে বাকি মাসখানেক সময়ে কাজ বাধা পাবে বলেই আশঙ্কা তাঁদের। তার পরেও পুজো আয়োজনে এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়তে রাজি নন মিলন সংঘের সদস্যরা।

ধূপগুড়ি মিলন সংঘের নির্মীয়মাণ পুজোমণ্ডপ এবং থিম প্রতিমা।

> দীপাবলির সময় থেকেই পরেরবারের পুজোর ভাবনা শুরু করে দিই আমরা। বাজেট থেকে বাস্তবায়ন, সবদিক খতিয়ে দেখে সারাবছর প্ল্যানিং করে এগোনোর ফলেই মানুষের মন জয় করা সম্ভব হয়েছে। এবারেও সব বয়সিদের জন্য ভালো কিছু থাকছে এই পুজোয়।
>
> **জগদীশ সরকার** *ক্লাব সম্পাদক*

রাগার নীতিবোধে প্রশ্ন

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিলের খসড়া প্রকাশের পর থেকে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিচ্ছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এই ইস্যুতে রাহুলকে পালটা নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। প্রশ্ন তুললেন কংগ্রেস সাংসদের নৈতিকতা নিয়ে।

১২ বছর আগে তৎকালীন ইউপিএ সরকার দোষী সাব্যস্ত জনপ্রতিনিধিদের বাঁচাতে একটি অধ্যাদেশ এনেছিল। যাতে অযোগ্য ঘোষিত সাংসদ, বিধায়কদের পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আসতে ৩ মাস সময় দেওয়া হয়েছিল।

পশুখাদ্য দুর্নীতি মামলায় দোষী সাব্যস্ত আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে বাঁচাতেই মূলত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার এই অধ্যাদেশটি এনেছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু রাহুল গান্ধি 'ননসেন্স' বলে প্রকাশ্যে অধ্যাদেশটি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। যার জেরে প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছিল মনমোহন সিং সরকার।

সামনেই বিহার বিধানসভা নির্বাচন। সেখানে আরজেডির সঙ্গে জোট বেঁধে লড়ছে রাহুল গান্ধির কংগ্রেস। এমন একটা সময়ে রাহুলের সেই অধ্যাদেশ ছিঁড়ে ফেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অমিত শা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'লালুপ্রসাদ যাদবকে বাঁচাতে মনমোহন সিং সরকারের আনা ওই অধ্যাদেশ কেন রাহুল গান্ধি ছিঁড়ে ফেলেছিলেন? সেদিন যদি নীতিগত কারণে তিনি তা করেছিলেন, তাহলে সেই নীতি আজ কোথায় গেল? পরপর ৩ বার নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় কি আপনার নীতিবোধ বদলে গিয়েছে? নির্বাচনে হারজিতের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের কোনও সম্পর্ক নেই, বরং নৈতিক মূল্যবোধ চাঁদ-সূর্যের মতো দৃঢ় হওয়া উচিত।'

তিনি আরও বলেন, 'নিজের দলের সরকারের পদক্ষেপের প্রতিবাদ করেছিলেন রাহুল। অথচ তিনিই এখন বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জেতার জন্য দোষী সাব্যস্ত লালুপ্রসাদকে জড়িয়ে ধরেছেন। তাহলে সেইদিন প্রতিবাদ করেছিলেন কেন? মনমোহন সিং তো চিরদিনের মতো ইতিহাসের কাছে দোষী হয়ে গেলেন।'

দিনকয়েক আগে সংসদের বাদল অধিবেশনে ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেছে মোদি সরকার। সেখানে বলা হয়েছে, যদি প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অথবা মুখ্যমন্ত্রীকে কোনও মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ন্যূনতম পাঁচ বছরের জেলের শাস্তি দেয় আদালত এবং কমপক্ষে ৩০ দিনের জন্য তিনি কারাবন্দি থাকেন, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৩১ তম দিনে পদ হারাবেন। কেন্দ্রের এই খসড়া বিলের বিরোধিতা করছে কংগ্রেস। শা'র যুক্তি, শুধু বিরোধীরা নয়, শাসক শিবিরের ওপরও প্রস্তাবিত শর্তাবলি সমানভাবে কার্যকর হবে। দলমত নির্বিশেষে দোষী সাব্যস্ত এবং ৩০ দিন জেলে কাটানো সব প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীকে পদ খোয়াতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথা উল্লেখ করে শা জানান, মোদি নিজেই প্রস্তাবিত আইনের আওতায় প্রধানমন্ত্রী পদকে আনার পক্ষে সওয়াল করেছেন। আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উদ্দেশে তাঁর কটাক্ষ, 'সংবিধানপ্রণেতারা কখনও কল্পনা করেননি যে ভবিষ্যতে নেতারা এত নির্লজ্জ হয়ে উঠবেন। জেলে গিয়েও তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী পদ ছাড়বেন না।' জবাব দিতে দেরি করেননি কেজরিওয়ালও। সোমবার দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে প্রশ্ন তুলেছেন, 'যদি কাউকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় এবং তিনি যদি পরবর্তীকালে আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত হন তাহলে যাঁরা তাঁকে ফাঁসিয়েছেন তাঁদের কত দিনের জেল হবে?'

> পরপর ৩ বার নির্বাচনে হেরে যাওয়ায় কি আপনার নীতিবোধ বদলে গিয়েছে? নির্বাচনে হারজিতের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের কোনও সম্পর্ক নেই, বরং নৈতিক মূল্যবোধ চাঁদ-সূর্যের মতো দৃঢ় হওয়া উচিত।
>
> **অমিত শা**

ধনকরকে নিয়ে গুঞ্জন

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর আর প্রকাশ্যে দেখা যায়নি জগদীপ ধনকরকে। তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে বলে গুঞ্জন চলছিল। সোমবার সেই জল্পনা খারিজ করে অমিত শা বলেন, 'জগদীপ ধনকর তাঁর পদত্যাগপত্রে স্পষ্টভাবে স্বাস্থ্য-সমস্যার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি একটি সাংবিধানিক পদে ছিলেন এবং সংবিধান মেনে দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাস্থ্যগত কারণে পদত্যাগ করেন। এই বিষয়ে খুব বেশি আলোচনা করা উচিত নয়।'

দেখা যদি হল সখা, প্রাণের মাঝে আয় : লখনউ নিজের সন্তানকে বরণ করল বীরের মর্যাদায়। সিটি মন্টেসরি স্কুলের প্রাক্তনী গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা শহরে পা রাখতেই পুষ্পবৃষ্টি করল স্কুল পড়ুয়ারা। শিশু পড়ুয়াদের অনেককেই দেখা গেল মহাকাশচারীর পোশাকে বেলুন ওড়াতে। শিশুদের কাছে পেয়ে শুভাংশু বললেন, '২০৪০-এ চাঁদে যেতে তোমরা তৈরি তো?' কান-ফাটানো চিৎকারে শিশুরা জবাব দিল, 'হ্যাঁ...।'

জেপিসি নিয়ে চিড় 'ইন্ডিয়া' জোটে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : সদ্যসমাপ্ত বাদল অধিবেশনে শাসক শিবিরকে বেগ দিয়েছে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা। একাধিক বিতর্কে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি একসঙ্গে গলা মিলিয়েছে। কিন্তু অধিবেশন শেষ হতে না হতেই বিরোধী ঐক্যে ভাঙনের লক্ষণ স্পষ্ট। যার কেন্দ্রে রয়েছে যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-তে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে টানাপোড়েন।

গত সপ্তাহে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা লোকসভায় ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী সহ তিনটি বিতর্কিত বিল পেশ করেন। ১৩০তম সংবিধান সংশোধনী বিলের প্রস্তাব অনুযায়ী, কোনও প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যদি গুরুতর অপরাধ বা দুর্নীতির অভিযোগে টানা ৩০ দিন আইনি হেপাজতে থাকেন সেক্ষেত্রে তাঁকে পদ খোয়াতে হবে। বিলটি উপস্থাপনের সময় বিরোধী শিবিরে ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতার ছবি দেখা গেলেও এক সপ্তাহের মধ্যে চিত্রপট পালটে গিয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি (সপা) এবং আম আদমি পার্টি (আপ) সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তারা জেপিসিতে কোনও সদস্য পাঠাবে না। তৃণমূলের বক্তব্য, জেপিসি আসলে 'ভাঁওতা', যে কমিটির মাধ্যমে সরকার কেবলমাত্র একটি নাটক মঞ্চস্থ করছে। সূত্রের খবর, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনাও একই পথে হাঁটতে পারে।

অন্যদিকে, সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে কংগ্রেস। তাদের মতে, জেপিসিতে থেকে শক্তিশালী বিরোধিতা গড়ে তোলা সম্ভব এবং সরকারপক্ষের অযৌক্তিক পদক্ষেপগুলি জনসমক্ষে আনার জন্য এই মঞ্চ কাজে লাগানো যেতে পারে। কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছেন, বিতর্কিত এই বিলগুলি নিয়ে জনমত তৈরির জন্য জেপিসিতে অংশগ্রহণ করাই কৌশলগতভাবে লাভজনক। তাদের সঙ্গে একমত বাম দলগুলি। ডিএমকে, এনসিপি, আরজেডি এবং জেএমএম-কে এই ইস্যুতে পাশে পাওয়ার চেষ্টা করছে কংগ্রেস।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জেপিসি নিয়ে এই দ্বন্দ্ব বিরোধী জোটের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনকে সামনে নিয়ে এসেছে। এক বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা জানিয়েছেন, 'আমরা জানি যে জেপিসির নেতৃত্ব থাকবে এনডিএ-র হাতে, কিন্তু বিরোধী কণ্ঠকে একবারে অদৃশ্য করে দেওয়া উচিত নয়। সংসদে আলোচনা না করে বিল পাশের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাই জেপিসিতে আমাদের অবস্থান জানানো জরুরি।'

রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, কংগ্রেস যদি জেপিসিতে একা যায় এবং তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' দলগুলি যেমন বিজেডি, ওয়াইএসআর কংগ্রেস, বিআরএস সেখানে যুক্ত হয়, তাহলে বিরোধী কণ্ঠস্বর দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। তখন সরকার পক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকা জেপিসিতে এই নিরপেক্ষ দলগুলির অবস্থান 'বিরোধী মত' হিসেবে গণ্য হওয়ার ঝুঁকি থাকবে।

মৃত ৮ পুণ্যার্থী

লখনউ, ২৫ অগাস্ট : তীর্থযাত্রীদের ট্র্যাক্টরে একটি ট্রাক এসে ধাক্কা মারলে দুই শিশু সহ আটজন প্রাণ হারিয়েছে। আহতের সংখ্যা ৪৩। ট্র্যাক্টরে ৬১ জন ছিলেন। রবিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহর ও আলিগড় সীমানার আরনিয়া বাইপাসে। ট্রাকের চালক পলাতক।

মোদির ডিগ্রি প্রকাশে না কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : শিক্ষাগত যোগ্যতা বিতর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বস্তি দিল দিল্লি হাইকোর্ট। সোমবার আদালত জানিয়েছে, মোদির স্নাতক শংসাপত্র প্রকাশ করতে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় বাধ্য নয়। আর আদালতেরও এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বাধ্য করার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে না। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের (সিআইসি) নির্দেশও খারিজ করেছে উচ্চ আদালত।

২০১৬ সালে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন অনুমতি দিয়েছিল ১৯৭৮ সালের বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব ছাত্রছাত্রীর নথি খতিয়ে দেখার। বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও ওই বছর বিএ পাশ করেছিলেন। তবে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে এবং ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে প্রথম শুনানির দিনেই তা স্থগিত হয়ে যায়।

আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা যুক্তি দেন, তথ্য আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশের চেয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি, তারা ছাত্রছাত্রীদের তথ্য 'ফিডিউশিয়ারি ক্যাপাসিটি' অর্থাৎ দায়িত্ব নিয়ে রক্ষা করে। তাই 'কেবলমাত্র কৌতূহল' মেটানোর জন্য সেই তথ্য দেওয়া যায় না। তবে আদালত চাইলে তারা প্রধানমন্ত্রীর ডিগ্রির নথি দেখাতে রাজি।

অন্যদিকে আরটিআই আবেদনকারী নীরজ শর্মার আইনজীবী সঞ্জয় হেগড়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতা জনস্বার্থের বিষয়। অতীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নিজেরাই পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইট, নোটিশ বোর্ড বা সংবাদপত্রে প্রকাশ করত। তাই এই তথ্য গোপন করার কোনও যুক্তি নেই।

সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি শচীন দত্ত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনে সায় দিয়ে সিআইসি-র নির্দেশ বাতিল করে দেন। প্রধানমন্ত্রী মোদির ডিগ্রি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্ক চলছে। আজকের রায়ের পর সেই ডিগ্রি বিতর্ক আর চলে কি না, সেটাই দেখার।

মশকরার জন্য ক্ষমা চাইতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : সমাজমাধ্যমে 'রসিকতা' আর 'ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ'—এই দুইয়ের সীমারেখা টেনে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সোমবার এক নির্দেশে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, কৌতুকশিল্পী সময় রায়না সহ পাঁচ জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েন্সারকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।

সোমবারের শুনানিতে আদালতের পর্যবেক্ষণ, হাসি জীবনের অংশ, কিন্তু যখন অন্যের দুর্বলতা নিয়ে আমরা হাসি-মশকরা করি, তখন সেটা আর নির্মল বিনোদন থাকে না। তখন সেটা হয়ে যায় আঘাত। ইনফ্লুয়েন্সারদের সতর্ক করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে, আপনারা বিনোদনের আড়ালে বাণিজ্য করছেন। এরকম একটা মঞ্চ থেকে গোটা সম্প্রদায়ের অনুভূতিকে আঘাত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। এও জানিয়েছে, 'নিজেদের চ্যানেল বা সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলে আপাতত ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে ছাড় দেওয়া হবে অভিযুক্তদের।'

অতিবৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে গঙ্গা নদী। সোমবার প্রয়াগরাজে।

পাকিস্তানকে বন্যার সতর্কতা দিল্লির

ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লি ২৫ অগাস্ট : ভারত দায়িত্বশীল। পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক সেই অর্থে না থাকলেও মানবিকতা থেকে সরে আসেনি ভারত। লাগাতার বৃষ্টির জেরে জম্মু ও কাশ্মীরের ইরাবতী নদীতে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় পাকিস্তানকে সতর্ক করল ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশন। রবিবার সতর্কবার্তাটি দেওয়া হয়েছে।

ভারতীয় হাইকমিশনের বার্তায় বলা হয়েছে, জম্মুতে মুষলধারায় বৃষ্টির জেরে ইরাবতী নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়ে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের অবস্থান নদীর নিম্ন অববাহিকায়। অচিরেই দেশটি প্লাবিত হতে পারে। জিও নিউজ এই তথ্য উল্লেখ করে জানিয়েছে, সম্ভাব্য বন্যা সম্পর্কে পড়শি দেশকে সতর্ক করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতের সদিচ্ছাই প্রকাশ পাচ্ছে। খবরে বলা হয়েছে, ভারতের কাছ থেকে তথ্য পাওয়ার পরেই পাকিস্তানজুড়ে হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে। তা চলবে ৩০ অগাস্ট

পর্যন্ত। বহু নাগরিককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব হয়েছে।

মে মাসে সিঁদুর অভিযানকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক সংঘর্ষের পর এই প্রথম পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ করল ভারত। পহলগাম কাণ্ডের পর ভারত-পাক কূটনৈতিক সম্পর্কে দাঁড়ি চলছে। স্থগিত সিন্ধু জলচুক্তি। কিন্তু তারপরেও ভারত মানবিকতা থেকে পিছু হটেনি।

হাসপাতালে হামলা হত ১৫

জেরুজালেম, ২৫ অগাস্ট : ফের বিমানহানা চালানো হল হাসপাতালে। সোমবার গাজার দক্ষিণে নাসের হাসপাতালে বিমানহানায় তিন সাংবাদিক সহ অন্তত ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। সাংবাদিকদের মধ্যে রয়টার্সের চিত্র সাংবাদিক হাতেম খালেদ আছেন। তিনি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমটিতে চুক্তিতে কাজ করতেন। এর আগে অন্য এক হাসপাতাল চত্বরের গেটের কাছে ইজরায়েলি হানায় নিহত হন পাঁচ সাংবাদিক। তাঁরা ছিলেন আল জাজিরার। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্যালেস্তাইনের গাজা শহর হাতের মুঠোয় আনতে কয়েক হাজার সেনা পাঠিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সোমবার নাসের হাসপাতালে বিমান আক্রমণ হানে আইডিএফ। তীব্র নিন্দা করেছে আন্তর্জাতিক মহল। নিরীহ মানুষকে হত্যা যুদ্ধাপরাধের শামিল বলে অভিযোগ তুলেছেন মানবাধিকার কর্মীরা।

ধুঁকছে আয়ুষ্মান ভারত

বকেয়া লক্ষ কোটি টাকা

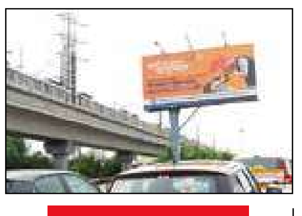

একনজরে

- আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে হাসপাতালের বকেয়া বিল দাঁড়িয়েছে প্রায় ১.২১ লক্ষ কোটি টাকা
- শুধু হরিয়ানাতেই ৬০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতাল পরিষেবা বন্ধ রেখেছে। বকেয়া প্রায় ৫০০ কোটি টাকা
- হাসপাতালগুলির অভিযোগ, বিল মেটাতে দেরি ও অযৌক্তিক কাটছাঁট হচ্ছে। সরকারের পালটা অভিযোগ, হাসপাতালগুলি অতিরিক্ত বিল করছে
- ধারের ভারে ধুঁকছে মণিপুর, রাজস্থান, জম্মু-কাশ্মীর সহ প্রায় সব রাজ্যই

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : হাসপাতালে ঢোকার মুখে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল জামিল আনসারির। ভাবছিলেন, শেষপর্যন্ত চিকিৎসা জুটবে তো! ফরিদাবাদের এই বাসিন্দা বেশ কিছুদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছেন। কিন্তু সেই ভোগান্তির সঙ্গে যোগ হয়েছে চিকিৎসা সংকট। কানাঘুষো তিনি শুনেছিলেন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের কার্ড থাকলেও সরকারি বা বেসরকারি—কোনও হাসপাতালেই চিকিৎসা মিলছে না।

সাত বছর আগে শুরু হওয়া 'প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা' বা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে বছরে প্রতি পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা কভারেজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। এপর্যন্ত ১২ কোটিরও বেশি পরিবার এর আওতায়। কিন্তু গোটা দেশে সরকারের কাছে হাসপাতালগুলির বকেয়া বিলের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ১.২১ লক্ষ কোটি টাকায়। ফলে মণিপুর, রাজস্থান থেকে জম্মু ও কাশ্মীর পর্যন্ত প্রায় সর্বত্র বেসরকারি হাসপাতাল রোগীদের ফিরিয়ে দিচ্ছে। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা পাওয়া আর চাঁদে গিয়ে কফি খাওয়া তো একই ব্যাপার! সুতরাং জামিলের দুর্ভাবনার কারণটা একেবারে ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলছে, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের সবচেয়ে করুণ দশা হরিয়ানায়। এখানে জাতীয় প্রকল্পের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের 'চিরায়ু যোজনা', দুটোই থমকে গিয়েছে অর্থাভাবে। ৭ অগাস্ট থেকে ৬০০-র বেশি বেসরকারি হাসপাতাল পরিষেবা বন্ধ রেখেছে, বকেয়া প্রায় ৫০০ কোটি টাকা হয়ে যাওয়ায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, একদিকে বকেয়া তো বাড়ছেই। তার ওপর সরকারি নির্দেশিকা মোতাবেক চিকিৎসা-প্যাকেজের হার অনেক কম এবং কাটছাঁট হচ্ছে বিলের টাকাতেও। ফলে সরকারি প্রকল্পের হ্যাপা সামলাতে গিয়েও গণেশ ওলটানোর জোগাড় বেসরকারি পরিষেবার।

দিল্লির কাছে পানিপথে ২৪ অগাস্ট চিকিৎসকদের সংগঠন আইএমএ আন্দোলনে নেমে আয়ুষ্মান প্রকল্পের চুক্তিপত্র পুড়িয়ে দেয়। সরকারি ও বেসরকারি টানাপোড়েনে রোগীরাই পড়েছেন সবচেয়ে বিপাকে। কারও ক্যানসারের কেমোথেরাপি শুরু হলেও অনেককে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাউকে নগদ টাকায় চিকিৎসা করাতে হচ্ছে। কারখানার শ্রমিক ধর্মবীরের কটাক্ষ মেশানো আক্ষেপ, 'সরকারি কার্ড আছে, কিন্তু কাজে লাগে না। তাই গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' সরকারের দাবি, 'হাসপাতালগুলি বাড়তি বিল দিচ্ছে, তাই খতিয়ে দেখতে সময় লাগছে।' তবে ডাক্তাররা বলছেন, 'বাজেট না বাড়ালে আর স্বচ্ছতা না এলে প্রকল্প ভেঙে পড়বে।'

দেশজুড়ে চিকিৎসার চালচিত্রটা প্রায় একই। মণিপুরে ৮০ কোটি বকেয়া, জম্মু ও কাশ্মীরে ৩০০ কোটি, রাজস্থানে ২০০ কোটি টাকা আটকে আছে। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাবি করেছিলেন, আয়ুষ্মান ভারত সাধারণ মানুষকে ১.২ লক্ষ কোটি টাকা বাঁচাতে সাহায্য করেছে!

শুল্কের ধামাকা সামলাতে আজ বৈঠকে পিএমও

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্কের সঙ্গে ২৫ শতাংশ হারে জরিমানা যোগ করেছে ট্রাম্প সরকার। এর জেরে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া এদেশের পণ্যে মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ শতাংশ। বুধবার থেকে শুল্কের নয়া হার কার্যকর হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে (পিএমও) এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বসছে। আমেরিকার চড়া শুল্কের মোকাবিলায় ভারতের কৌশল নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা।

সূত্রের খবর, পিএমও-র মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে হতে যাওয়া ওই বৈঠকে একাধিক দপ্তরের আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করবেন। তার আগে সরকারের তরফে বিভিন্ন বণিকগোষ্ঠী এবং রপ্তানিকারকদের সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে। রপ্তানিকারীরা কেন্দ্রকে জরুরি ঋণ গ্যারান্টি প্রকল্প এবং ক্ষেত্র বিশেষে কর কমানোর প্রস্তাব দিয়েছেন। ২৬ অগাস্টের বৈঠকে সেইসব প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

ট্রাম্পের ৫০ শতাংশ নিয়ে আলোচনা

হওয়ার কথা। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, রপ্তানি ক্ষেত্র এবং দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ওপর ট্রাম্পের শুল্কবৃদ্ধির সিদ্ধান্তের প্রভাব যথাসম্ভব সীমিত রাখার চেষ্টা চলছে। এজন্য বিকল্প বাজারের খোঁজ শুরু হয়েছে। মঙ্গলবারের বৈঠকের পর সরকারের তরফে বড় ঘোষণা করা হতে পারে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

তবে আমেরিকার চাপে ভারত যে রাশিয়া থেকে তেল কেনার নীতি থেকে সরে আসবে না, সে ব্যাপারে আগেই অবস্থান স্পষ্ট করেছে মোদি সরকার। রবিবার মস্কোয় ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয় কুমার বলেন, 'অন্যায় এবং অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা। আমাদের লক্ষ্য হল ১৪০ কোটি ভারতীয়ের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ভারতের জ্বালানি নীতি দেশবাসীর কথা ভেবে ঠিক হয়। কোনও বিদেশি চাপ এই নীতিতে বদল আনতে পারবে না।' যে দেশ ভারতকে কম দামে জ্বালানি তেল সরবরাহ করবে, তাদের কাছ থেকেই তা কেনার কথা জানিয়েছেন রাষ্ট্রদূত।

এদিকে ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ব্যাখ্যা দিয়েছেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। তাঁর বক্তব্য, 'রাশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যাত্রাকে কঠিন করে তুলতে ভারতের ওপর শুল্কের বোঝা চাপানো হয়েছে। এটা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আগ্রাসী আর্থিক নীতির প্রয়োগ।'

আমিষ নিষিদ্ধ রাজস্থানে

জয়পুর, ২৫ অগাস্ট : ২৮ অগাস্ট এবং ৬ সেপ্টেম্বর, বছরে এই দুই দিন মাংস ও অন্যান্য আমিষ খাবার বিক্রি নিষিদ্ধ হল রাজস্থানে। ২৮ অগাস্ট 'পর্যুষন উৎসব' এবং ৬ সেপ্টেম্বর 'অনন্ত চতুর্দশী' পালন করা হয় এই রাজ্যে।

সোমবার মাংস বিক্রি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজস্থান সরকার। ওই দুই দিন কষাইখানা, মাংসের দোকান বন্ধ থাকবে। এর আগে ডিম বিক্রি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, ধর্মীয় সংগঠনগুলির দাবি মেনে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। আগে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ১৫ এবং ২০ অগাস্ট মাংস বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। মানুষের খাদ্যাভ্যাসে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ বলে এর নিন্দা করেছিল বিরোধীরা।

সন্ত্রাসীদের ছাড়ব না : প্রধানমন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ২৫ অগাস্ট : সিঁদুর অভিযানের তিন মাস পর ফের সন্ত্রাসীদের সাবধান করে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানালেন, সন্ত্রাসীরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাঁর সরকার একজনকেও ছেড়ে দেবে না। পহলগামের ঘটনার পর ভারত জঙ্গিদের ওপর কীভাবে প্রতিশোধ নিয়েছে, বিশ্ব তা দেখেছে।

প্রধানমন্ত্রী গুজরাটে একগুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দু'দিনের সফরে সোমবার আহমেদাবাদে এসে পৌঁছোন। মোদি তাঁর ভাষণে ভগবান কৃষ্ণ ও মহাত্মা গান্ধির কথা উল্লেখ করে জানান, তাঁদের দেখানো পথেই ভারত ক্ষমতাশালী হয়েছে।

মোদি বলেন, 'গুজরাটের এই ভূমি মোহনের। এই মোহনের একজন হলেন সুদর্শনচক্রধারী দ্বারকাধীশ মোহন। অন্যজন হলেন চরকাধারী মোহন। তিনি সবরমতীর পূজনীয় বাপু মহাত্মা গান্ধি। দু'জনের দেখানো পথ অনুসরণ করে ভারত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সুদর্শনচক্রধারী মোহন আমাদের দেশ ও সমাজকে রক্ষা করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তিনি সুদর্শনচক্রকে ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তার ঢাল হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন, যা শত্রুকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেয়। এখন ভারতের সিদ্ধান্ত দেখছে গোটা বিশ্ব।' পহলগামে সন্ত্রাসী হামলার দু'সপ্তাহ পর ৭ মে ভারত সিঁদুর অভিযান করে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এদিন আহমেদাবাদে মোদির রোড শো-এ বিপুল জনসমাগম হয়।

গ্রেপ্তার নিকি'র শ্বশুর, ভাশুর

নয়ডা বধূহত্যা মামলা

গ্রেটার নয়ডা, ২৫ অগাস্ট : স্বামী, শাশুড়ির পর এবার শ্বশুর এবং ভাশুর। গ্রেটার নয়ডায় বউকে পুড়িয়ে মারার ঘটনায় ধৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪। বৃহস্পতিবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় গ্রেটার নয়ডার সিরসার বাসিন্দা নিকি ভাটির। ভয়াবহ ঘটনার ২টি ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। একটিতে দেখা যাচ্ছে, স্বামী বিপিন ভাটি এবং শাশুড়ি দয়াবতী নিকিকে মারধর করছে। অপর ভিডিওতে নিকিকে জ্বলন্ত অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখা গিয়েছে।

ঘটনার তদন্তে নেমে রবিবার বিপিন ভাটিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তার কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রেপ্তার হয় দয়াবতী। সোমবার নিকির শ্বশুর সত্যবীর এবং ভাশুর রোহিত ভাটিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দুজনেই গত কয়েকদিন গা-ঢাকা দিয়েছিল। তাদের খোঁজে নয়ডার বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিল পুলিশ। এদিন গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সিরসার টোল প্লাজা এলাকা থেকে রোহিতকে ধরা হয়। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সিরসারই অন্য একটি জায়গা থেকে গ্রেপ্তার হয় সত্যবীর। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, ২২ অগাস্ট স্থানীয় কাসনা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল নিকির পরিবার। বধূহত্যার ঘটনায় সেখানে ধৃতদের প্রত্যেকের নাম রয়েছে। কিন্তু ওই রাত থেকেই বিপিন সহ ৪ অভিযুক্ত গা ঢাকা দেয়।

সোমবার বিপিন ও দয়াবতীকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন। ২০১৬-তে বিপিন ও রোহিত দু'ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল নিকি এবং তাঁর দিদি কাঞ্চনের। বিয়েতে স্করপিও, এনফিল্ড বাইক, কয়েক লক্ষ টাকা নগদ এবং বেশ কিছু গয়না দিয়েছিলেন নিকি, কাঞ্চনের বাবা ভিখারি সিং পায়লা। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হয়নি ভাটি পরিবার। দু-বোনের ওপর নিয়মিত অত্যাচার চলত। যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে বৃহস্পতিবার। নাবালক ছেলের সামনে পুড়িয়ে মারা হয় নিকিকে। সেই ঘটনার ভিডিও নিজের মোবাইল ফোনে তুলে রেখেছিলেন কাঞ্চন, যা পরে ভাইরাল হয়েছে।

ঐক্য ও মানসিক শক্তির উপর জোর খালিদের

বাগান ফুটবলারদের বাদ দিয়েই দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ফুটবলারদের বাদ দিয়েই দল ঘোষণা করলেন খালিদ জামিল।

মঙ্গলবার ভোররাতে তাজিকিস্তান উড়ে যাচ্ছে ভারতীয় দল। তার আগে এদিন কোচ হিসাবে প্রথমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হল খালিদ। টানা ১০ দিন শিবির করলেও তিনি হাতে মোহনবাগান ফুটবলারদের পাননি। তাছাড়া সেমিফাইনালিস্ট দুই দল ইস্টবেঙ্গল এফসি ও জামশেদপুর এফসি এবং ফাইনালের নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র ফুটবলারদেরও পেয়েছেন দেরিতে। কাফা নেশনস কাপের জন্য তাজিকিস্তানে উড়ে যাওয়ার আগে প্রস্তুতি নিয়ে খালিদের মন্তব্য, 'এই মুহূর্তে আসন্ন ম্যাচগুলিতেই আমাদের একমাত্র ফোকাস। এটা বলতে গেলে প্রথম ধাপ। খুবই অল্প সময় ছিল প্রস্তুতির জন্য। তবে কাজ শুরু হলে, সামনের দিকে তাকানোর অর্থাৎ পরবর্তী ধাপ নিয়ে ভাবার সময় পাওয়া যাবে।' মানোলো মার্কুয়েজ রোকা শেষ দুই ম্যাচে গুরপ্রীত সিং সান্ধুকে বাদ দিলেও খালিদের দলে ফিরে এসেছেন এই অভিজ্ঞ গোলরক্ষক। অবশ্য তাজিকিস্তানে তিনি পাচ্ছেন না বিশাল কেইথকে। ২৯ তারিখ প্রথম ম্যাচেই আয়োজক দেশের মুখোমুখি হবে ভারত। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে খালিদের মন্তব্য, 'আমরা তাজিকিস্তান, ইরান ও আফগনিস্তান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছি। প্রত্যেক দলই শক্তিশালী এবং সম্প্রতি খুবই ভালো খেলছে। কিন্তু আমাদের নিজেদের খেলা এবং মানসিক শক্তির উপর জোর দিতে হবে। আসল হল নিজেদের উপর আস্থা এবং একজোট হয়ে খেলা। উন্নতি হচ্ছে তবে সময় লাগবে। সিনিয়ারদের সঙ্গে জুনিয়ারদের তৈরি করে একটা শক্তিশালী দল গড়ে তোলাই আমার মূল লক্ষ্য।'

কাফা নেশনস কাপে এই প্রথমবার খেলছে ভারত। তাজিকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলার পর ১ ও ৪ সেপ্টেম্বর যথাক্রমে ভারতের বাকি দুই ম্যাচ ইরান ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে। গ্রুপের সেরা দল উজবেকিস্তানের তাসখন্দে ফাইনাল খেলবে। সেখানে দ্বিতীয় দল খেলবে তৃতীয় স্থানাধিকারী ম্যাচ। যাওয়ার আগে খালিদের মুখে ঐক্যবদ্ধ থাকার পাশাপাশি ফুটবলারদের পেশাদারিত্বের কথাও শোনা গিয়েছে এদিন। তাঁর বক্তব্য, 'ফুটবলাররা সকলেই পেশাদার। মাঠে ঢোকার পর তাদের মাথায় আর অন্য কিছু থাকে না। এটুকু বলতে পারি, প্রত্যেকেই কঠোর পরিশ্রম করেছে। যাদের পাওয়া গেছে তাদের নিয়েই একটা দল হিসাবে খেলব। এবং নতুনদের সুযোগ দেওয়া হবে তারকা হয়ে ওঠার জন্য।' মোহনবাগান ফুটবলারদের না পাওয়াকে খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন না তিনি, 'ওরা আসেনি। কী করা যাবে? যাদের পাওয়া গেছে তাদের নিয়েই আমি খুশি। আমার কাছে কোনও অজুহাত বা অভিযোগের জায়গা নেই।'

২৩ জনের স্কোয়াড

গোলকিপার : গুরপ্রীত সিং সান্ধু, অমরিন্দার সিং, ঋতিক তিওয়ারি

ডিফেন্ডার : রাহুল ভেকে, নাওরেম রোশন সিং, আনোয়ার আলি, সন্দেশ ঝিংগান, চিঙ্গলেসানা সিং, মিনথাংমাওয়ইয়া রালতে, মুহম্মদ উবেইস

মিডফিল্ডার : নিখিল প্রভু, সুরেশ সিং ওয়াংজাম, দানিশ ফারুখ, জিকসন সিং, বরিস সিং থাংজাম, আশিক কুরুনিয়ান, উদান্তা সিং, নাওরেম মহেশ সিং

স্ট্রাইকার : ইরফান ইয়াদওয়াদ, মনবীর সিং (জুনিয়ার), জিতিন এমএস, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে ও বিক্রমপ্রতাপ সিং

কাফা নেশনস কাপের জন্য জাতীয় দল ঘোষণার পর খালিদ জামিল।

গম্ভীরের ভরসার মর্যাদারক্ষায় প্রস্তুত হর্ষিত

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : তিনি নাকি গৌতম গম্ভীরের পছন্দের খেলোয়াড়।

ক্রিকেটীয় পরিসংখ্যান ছাপিয়ে বারবার ভারতীয় দলে ঢুকে পড়ার সেটাই নাকি মূল কারণ। হর্ষিত রানার নির্বাচন নিয়ে অতীতে বিতর্ক হয়েছে। এশিয়া কাপের দলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের পেস বোলারের নাম দেখে অবাক অনেকেই। পারফরমেন্স ছাপিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দ অগ্রাধিকার পেয়েছে- দল ঘোষণার পর থেকে সমালোচনার ঝড় হর্ষিতকে ঘিরে।

হর্ষিত যদিও বিতর্ক, সমালোচনা সরিয়ে হেডকোচ গম্ভীরের ভরসার মর্যাদা রাখতে বদ্ধপরিকর। আত্মবিশ্বাসী গলায় বলেও দিচ্ছেন, এশীয় যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ নিতে তিনি প্রস্তুত। মুখিয়ে রয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে জুটি বাঁধতেও। হর্ষিত বলেছেন, 'ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যেই আছি আমি। গত ২০-২৫ দিনে ১২-১৩টি টি২০ ম্যাচ খেলেছি। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের সুবাদে এশিয়া কাপের আগে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি জারি। ভালো ছন্দে রয়েছি। সাফল্য পাচ্ছি। আমাকে যা উৎসাহ জোগাবে।'

> ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যেই আছি আমি। গত ২০-২৫ দিনে ১২-১৩টি টি২০ ম্যাচ খেলেছি। দিল্লি প্রিমিয়ার লিগের সুবাদে এশিয়া কাপের আগে পুরোদস্তুর প্রস্তুতি জারি। ভালো ছন্দে রয়েছি। সাফল্য পাচ্ছি। আমাকে যা উৎসাহ জোগাবে।
>
> **হর্ষিত রানা**

জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং, হার্দিক পান্ডিয়ার সঙ্গে পেস ব্রিগেডে হর্ষিত। প্রথম এগারোয় বুমরাহ-অর্শদীপ জুটি অগ্রাধিকার পাবে। অবশ্য বুমরাহকে তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিশ্রাম দেওয়ার ভাবনায় সুযোগ থাকবে হর্ষিতের সামনে। সঙ্গে খোঁচা, গম্ভীরের হাত মাথায় রয়েছে, তাই ঠিক প্রথম একাদশে জায়গা পেয়ে যাবে।

হর্ষিতের চোখ যদিও বুমরাহর সঙ্গে এশিয়া কাপে জুটি বাঁধায়। বলছিলেন,

বুমরাহর সঙ্গে জুটি বাঁধার অপেক্ষায়

'জসসিভাইয়ের উপস্থিতি বাকিদের মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলে, বলে বোঝানো মুশকিল। ওর সঙ্গে খেলাটা সবসময় স্পেশাল। পরিস্থিতি সহজ করে দেয়। পাশে জসসিভাই থাকা মানে আমাদের চাপ কম।'

অবশ্য জাতীয় দলে খেলা বাকিদের মতো তাঁর কাছেও অনুপ্রেরণা। ফলাফল কী হবে না ভেবে সুযোগ পেলে নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চান। ২টি টেস্ট, ৫টি ওডিআই খেললেও এখনও পর্যন্ত একটি মাত্র টি২০ ম্যাচ খেলেছেন হর্ষিত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত জানুয়ারিতে যে ম্যাচে তিন উইকেট নিয়ে জয়ের অন্যতম কারিগর হয়ে ওঠেন।

গম্ভীরদের সিদ্ধান্তে হতাশ কোচও

টেস্টের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় অধৈর্য অর্শদীপ

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : ২০২২ সালে সাদা বলের ফরম্যাটে আন্তর্জাতিক অভিষেক।

দ্রুত টি২০ ক্রিকেটে টিম ইন্ডিয়ার অন্যতম বোলিং অস্ত্র হয়ে ওঠেন। ৬৩টি ম্যাচে ভারতের হয়ে সর্বাধিক উইকেটের মালিকানাও অর্শদীপ সিংয়ের (৯৯টি) দখলে। যদিও সাদা বলে ধারাবাহিক সাফল্যেও খোলেনি টেস্টের দরজা। অপেক্ষা ক্রমশ দীর্ঘ। নীতীশকুমার রেড্ডি, প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, হর্ষিত রানা চোখের সামনে দিয়ে টেস্ট খেলছে, অথচ তিনি ব্রাত্য।

গত ইংল্যান্ড সফরে ডাক পাওয়ার পর আশায় ছিলেন টেস্ট অভিষেক নিয়ে। কিন্তু পাঁচ ম্যাচের লম্বা সিরিজেও স্বপ্নপূরণ হয়নি। যা অর্শদীপের ছটফটানি আরও বাড়িয়েছে। এমনই দাবি অর্শদীপের রাজ্য দল পাঞ্জাবের বোলিং কোচ গগনদীপ সিংয়ের। বলেছেন, 'কয়েক মাস আগে কথা হয়েছিল, তখন ও ইংল্যান্ডে। সুযোগ না পাওয়ায় অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। ওকে শুধু বলি, তোমার সময়ও আসবে। অপেক্ষা করো। তবে আমার ধারণা, ইংল্যান্ডে অর্শদীপকে খেলানো উচিত ছিল। অর্শদীপ সুইং বোলার। লম্বাও। ইংলিশ কন্ডিশনের জন্য সব কিছু যথাযথ। জানি না, কেন টিম কম্বিনেশনে সুযোগ পেল না ও। হয়তো অর্শদীপের ওপর আত্মবিশ্বাস নেই কোচ, অধিনায়কের।'

গগনদীপ সিংয়ের মতে, টেস্ট অভিষেক না হলেও বাকি দুই ফরম্যাটে গত কয়েক বছরে জাতীয় দলের হয়ে নিয়মিত খেলছে। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যা আরও ধারালো, নিখুঁত। বেশ কয়েক মাস অর্শদীপকে সামনে থেকে বোলিং করতে দেখেননি। তবে টিভিতে ম্যাচ দেখে যতটুকু বুঝেছেন, লাইন-লেংথ, ইয়র্কার, বাউন্সার নিয়ে পরিশ্রমের ঝলক অর্শদীপের বোলিংয়ে।

ভারতের হয়ে ৬৩টি টি২০ এবং ৯টি ওডিআই ম্যাচ খেলেছেন। বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের ফজল হক ফারুকির সঙ্গে যুগ্মভাবে সর্বাধিক উইকেটশিকারি ছিলেন অর্শদীপ (১৭টি)। আন্তর্জাতিক অভিষেকের ঠিক আগের মরশুমেই ছাত্র হিসেবে অর্শদীপকে পেয়েছিলেন গগনদীপ। শুরুতে জোর দেন লাইন লেংথ, স্পট বোলিং এবং রিস্ট পজিশনে। খুব দ্রুত যার সুফল পেয়েছিলেন।

গগনদীপ বলেছেন, 'প্রথম যখন দেখি, তখন ও খুব বেশি স্লোয়ার ডেলিভারি করত। বলটাকেও যথাসম্ভব বাইরে রাখার প্রবণতা ছিল। কিন্তু লাল বলের ফরম্যাটে যে স্ট্র্যাটেজি কার্যকর নয়। শুরুতেই তাই জোর দিই লাইন লেংথে। কাজ করি ওর রিস্ট পজিশন নিয়ে। লক্ষ্য ছিল সিম পজিশন ঠিক করে সহজাত সুইং যত বেশি সম্ভব আদায় করে নেওয়া। পরবর্তী সময়ে যার সাফল্য পেয়েছে অর্শদীপ।'

বিরাটদের 'কোচ' হতে আগ্রহী এবি

ডারবান, ২৫ অগাস্ট : ২০২৬ আইপিএলে কি নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে এবি ডিভিলিয়ার্সকে? তা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতেই? সম্ভাবনা এদিন উসকে দিলেন তিনিই। ২০০৮ থেকে ২০১০, তিন বছর ডেয়ার ডেভিলসে কাটিয়েছেন। ২০১১ সালে আরসিবি-তে যোগ দেন। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে ২০২১-এ যে গাঁটছড়ায় ইতি পড়ে। নতুন দায়িত্বে ফের আরসিবি-তে ফিরতে চান এবি।

এক সাক্ষাৎকারে এবি জানান, আগামী দিনে নতুন ভূমিকায় আইপিএলে যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। তবে পুরো মরশুমের জন্য পেশাদার কোনও দায়িত্ব নেওয়া

চোখ ২০২৬ আইপিএল

তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। ক্রিকেট থেকে অবসরের পর পুরোদস্তুর পেশাদার কেরিয়ারের পথে হাঁটতে চান না। সেক্ষেত্রে আইপিএলের মতো টি২০ লিগে ঠিকঠাক। আইপিএলে মানে এবির হৃদয়জুড়ে একটাই নাম আরসিবি। সম্ভব হলে কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে (কোচ বা মেন্টর) ফিরতে চান পুরোনো দলে। তবে পুরোটাই নির্ভর করবে ফ্র্যাঞ্চাইজির ওপর। আরসিবি চাইলে তিনি প্রস্তুত, জানিয়ে দিলেন এবি। ১১ বছর আরসিবি-র জার্সিতে ১৫৭টি ম্যাচে ২টি শতরান ও ৩৭টি হাফ সেঞ্চুরি সহ ৪,৫২২ রান করেছেন। স্ট্রাইক রেট ১৫৮.৩৩। ব্যাটিং গড় ৪১.১০। সবমিলিয়ে ১৮৪টি আইপিএল ম্যাচে সংগ্রহ ৫,১৬২ রান। ২০২২ সালে ক্রিস গেইলের সঙ্গে আরসিবি-র 'হল অফ ফেম'-এ জায়গা পান এবি।

এমবাপে-ভিনিতে জয় রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২৫ অগাস্ট : টানা দুই ম্যাচে জয়। জাভি অলন্সোর হাত ধরে লা লিগায় দাপট চলছে রিয়াল মাদ্রিদের।

প্রতিপক্ষ রিয়াল ওভিয়েদো দীর্ঘদিন পরে প্রোমোশন পেয়ে লা লিগায় এসেছে। দলের একমাত্র বড় মুখ বর্ষীয়ান স্প্যানিশ তারকা স্যান্টি কাজোরলা। এমন একটা দলকে ৩-০ ফলে হারাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি রিয়াল মাদ্রিদকে। ম্যাচে জোড়া গোল করেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। অপর গোলটি ব্রাজিলিয়ান তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।

দুর্বল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের মতো তারকাদের রিজার্ভ বেঞ্চে রেখেই খেলতে নেমেছিল রিয়াল। আর্জেন্টাইন ফুটবলার ফ্রাঙ্কো মাস্তানটুওনোকে প্রথম একাদশে রেখেছিলেন রিয়াল কোচ অলন্সো। ৩৩ মিনিটেই এমবাপের গোলে লিড নেয় রিয়াল। ৮৩ মিনিটে ফের গোল করেন ফরাসি তারকা। সংযোজিত সময়ে রিয়ালের তৃতীয় গোলটি আসে ভিনির পা থেকে। ম্যাচের পর কোচ জাভি অলন্সো বলেছেন, 'ওভিয়েদোর বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে দুরন্ত পারফরমেন্স করেছে ছেলেরা। আমি খুব খুশি। প্রথমার্ধে দারুণ ছন্দে ছিলাম আমরা। তবে দ্বিতীয়ার্ধে ওভিয়েদো বেশ ভালো খেলেছে। ছন্দ ধরে রাখা কঠিন হয়ে গিয়েছিল।'

আপাতত ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগের তৃতীয় স্থানে উঠে এল রিয়াল।

জোড়া গোল করে উচ্ছ্বাস রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপের।

১৯৩ কেজি ওজন তুলে সোনা জিতলেন সাইখোম মীরাবাই চানু।

প্রত্যাবর্তনে সোনা জয় মীরাবাইয়ের

আহমেদাবাদ, ২৫ অগাস্ট : গত বছর প্যারিস অলিম্পিকের পর থেকে চোটে ভুগছিলেন সাইখোম মীরাবাই চানু। কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপেই তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটল। ভারোত্তোলনে ৪৮ কেজি ওজন বিভাগে নেমে আহমেদাবাদে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় স্ন্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে মীরাবাই ১৯৩ কেজি ওজন তোলেন। দ্বিতীয় স্থানে শেষ করা মালয়েশিয়ার আইরিন হেনরি ১৬১ কেজি ওজন তুলে তাঁর থেকে অনেকটাই পিছিয়ে ছিলেন। প্রতিযোগিতায় মীরাবাই ছয়টির মধ্যে মাত্র তিনটিতে সফলভাবে লিফট করতে সক্ষম হয়েছেন। স্ন্যাচে প্রথম প্রয়াসে তিনি ৮৪ কেজি তুলতে পারেননি। ডান হাঁটু নিয়ে তাঁকে অস্বস্তিতে পড়তেও দেখা গিয়েছে।

আবেগঘন পোস্ট চেতেশ্বরের স্ত্রীর

'তোমার চোখ দিয়ে ক্রিকেট বুঝেছি'

রাজকোট, ২৫ অগাস্ট : অবসরের পর একদিন পার।

প্রথম ভালোবাসা ক্রিকেটকে আলবিদা জানিয়ে নতুন ইনিংস শুরুর ভাবনায় চেতেশ্বর পূজারা। যদিও চাইলেই সহজে ভুলে থাকা মুশকিল। গত দুই দশকের অভ্যাস। দৈনন্দিন রুটিনে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ক্রিকেট। প্রকৃত অর্থেই হয়ে উঠেছিলেন ক্রিকেটের পূজারা। বছরের পর বছর সাধনার ফল, শতাধিক টেস্টের কীর্তি। স্বামীকে নিয়ে আবেগঘন বার্তায় তারই ছোঁয়া চেতেশ্বর পূজারার স্ত্রী পূজার।

সোশ্যাল মিডিয়ায় করা পোস্টে পূজা লিখেছেন, 'তোমার প্রথম ভালোবাসা, আবেগ ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছো। পুরো কেরিয়ারে যেভাবে মাথা উঁচু করে খেলছ, আমি গর্বিত। ক্রিকেট সম্পর্কে কিছু বুঝতাম না। তোমার চোখ দিয়ে দেখেছি, বুঝেছি। লম্বা সফরে তোমার থেকে প্রতিপদে জীবনের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেছি। ভীষণভাবে মিস করব তোমার হয়ে গলা ফাটানো, সিরিজের আগে তোমাকে নিয়ে উদ্বেগে কাটানো মুহূর্তগুলি। মিস করব তোমার সাফল্যকে ঘিরে উৎসব, ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাকি সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলার দিনগুলিকে।'

> দেশের হয়ে খেলছ। লাখো, কোটি মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে। সিরিজে সাফল্যের জন্য প্রত্যেকে প্রার্থনা করছে। এইরকম পরিস্থিতিতে বল যখন শরীরে লাগে ব্যথা-যন্ত্রণা হয় ঠিকই। কিন্তু পরক্ষণে একটা বিষয় মাথায় ঘোরে, গোটা দেশ তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে। মনকে বোঝাই, নিজের ওপর ভরসা হারালে চলবে না।
>
> **চেতেশ্বর পূজারা**

প্রতিটি সফল পুরুষের পিছনে স্ত্রীর অবদান অনস্বীকার্য। পূজারার ক্ষেত্রে স্ত্রীর পাশাপাশি বরাবর পাশে থেকেছে গোটা পরিবার। বাবা অরবিন্দ পূজারার ধ্যানজ্ঞান ছিল ছেলেকে টেস্ট ক্রিকেটার বানানো। নিজের অ্যাকাডেমিতে 'পুজি'-কে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকতেন। লড়াই, ধৈর্য ধরে ক্রিজ কামড়ে পড়ে থাকার অভ্যাসের নেপথ্যে বাবার সেই শিক্ষা।

দেশের হয়ে খেলা শিখিয়েছিল দায়বদ্ধতা, যে কোনও পরিস্থিতিতে ময়দান না ছাড়ার মন্ত্র। ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে পূজারার যে মানসিকতা ক্রিকেটপ্রেমীদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। গোটা শরীরজুড়ে অজি পেসারদের বলের আঘাতের পরও ক্রিজ ছাড়েননি।

গোটা কেরিয়ারে চেতেশ্বর পূজারা যে মাথা উঁচু করে খেলেছেন, তাতে গর্বিত তাঁর স্ত্রী পূজা।

পূজারার কথায়, দেশের প্রতি দায়িত্বের সামনে সবসময় কম পড়ে যায় ব্যথা-যন্ত্রণা।

এক সাক্ষাৎকারে পূজারা বলেছেন, 'দেশের হয়ে খেলছ। লাখো, কোটি মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে। সিরিজে সাফল্যের জন্য প্রত্যেকে প্রার্থনা করছে। এইরকম পরিস্থিতিতে বল যখন শরীরে লাগে ব্যথা-যন্ত্রণা হয় ঠিকই। কিন্তু পরক্ষণে একটা বিষয় মাথায় ঘোরে, গোটা দেশ তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে। মনকে বোঝাই, নিজের ওপর ভরসা হারালে চলবে না। নিজের দক্ষতা, সেরাটা দিতে হবে। তবে এক-দুটো আঘাত ঠিক আছে। কিন্তু বারবার যখন একই জায়গা লাগে, সহ্য করা সহজ নয়। যা কাটিয়ে উঠতে মানসিক দৃঢ়তা গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি সবসময়। উনিই শক্তি জোগান।'

এদিকে, চেতেশ্বর পূজারার হঠাৎ অবসরে অনেকেই অবাক। কয়েকদিন আগেও রনজি ট্রফি খেলার কথা জানিয়েছিলেন। কাউন্টি খেলার দরজাও খোলা রেখেছিলেন। সেখানে অবসর। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, দলীপ ট্রফিতেও খেলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল দলে জায়গা হয়নি। নির্বাচকদের যে পদক্ষেপের পরই দেওয়াল-লিখন বুঝতে অসুবিধা হয়নি। অবসরের সিদ্ধান্ত তারপরই।

মাঠ থেকে অবসর নেওয়া উচিত ছিল পূজারার : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : তিনি অপেক্ষা করেছিলেন। চেয়েছিলেন আরও একটা সুযোগ। কিন্তু সময়ের 'দেওয়াল লিখন' পড়তে ভুল করেছিলেন চেতেশ্বর পূজারা।

২০২৩ সালে ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে শেষবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন। বড় রান পাননি। তারপর থেকেই পূজারা জাতীয় দলের বাইরে। শেষপর্যন্ত তিনি গতকাল ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছেন। তারপর থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটমহলে পূজারা বন্দনা চলছে। সঙ্গে ঘুরছে অমোঘ প্রশ্ন, পূজারার কি আরও আগে অবসর নেওয়া উচিত ছিল?

> পূজারা অনেকদিন জাতীয় দলের বাইরে। ও যে আর সুযোগ পাবে না, আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমার মনে হয়, পূজারার মতো ক্রিকেটারের মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

সোমবার রাতের দিকে সিএবি-তে হাজির হয়ে সেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মহারাজের মতে, আরও আগে মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল পূজারার। সৌরভের কথায়, 'পূজারা অনেকদিন জাতীয় দলের বাইরে। ও যে আর সুযোগ পাবে না, আগেই বোঝা উচিত ছিল। আমার মনে হয়, পূজারার মতো ক্রিকেটারের মাঠ থেকেই অবসর নেওয়া উচিত ছিল।'

এদিকে, শনিবার দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা। যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাবে থাকা টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলার আকাশ দীপ শনিবার কলকাতায় আসছেন। সেদিন তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা দেবে সিএবি।

সূর্যদের হারাব হুমকি হ্যারিসের

দুবাই, ২৫ অগাস্ট : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হয়ে যাচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। যেখানে মূল আকর্ষণ ১৪ সেপ্টেম্বরের ভারত-পাকিস্তান মহারণ।

কী হবে সেই ম্যাচে? ফের পাকিস্তানকে হারিয়ে দেবে সূর্যকুমার যাদবের টিম ইন্ডিয়া? এশিয়া কাপের লক্ষ্যে আপাতত দুবাইয়ে শিবির চলছে পাকিস্তানের। সেখানেই আজ টিম ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে হুমকি দিয়েছেন পাকিস্তানের জোরে বোলার হ্যারিস রউফ। এশিয়া কাপের আসরে ১৪ সেপ্টেম্বরের পরেও আরও একবার মুখোমুখি হতে পারে ভারত-পাকিস্তান। যদি দুইবার দুই প্রতিবেশীর মহারণ দেখতে পায় ক্রিকেটমহল, তাহলে দুইবারই সূর্যদের হারিয়ে দেবে পাকিস্তান, এমন মন্তব্য করেছেন হ্যারিস। তাঁর কথায়, 'ভারতের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপে দুইবার খেলা হবে। আর সেই দুইবারই ওদের হারিয়ে দেব।'

হ্যারিসের এমন হুমকি পাক সমর্থকদের আগামীর অক্সিজেন দিলেও সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান একেবারেই পাকিস্তানের পক্ষে নেই। ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টি২০ বিশ্বকাপ, ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপ, ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপ- সব প্রতিযোগিতার আসরেই পাকিস্তানকে হারিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। হ্যারিসের আগাম হুমকির পর এবার কী হয়, সেটাই দেখার।

হার ভারতের

কুয়ালালামপুর, ২৫ অগাস্ট : ইরাকের কাছে ফ্রেন্ডলি ম্যাচে ২-১ গোলে হারল ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ দল। ৩৬ মিনিটে দুলফিকার ইউনিসের গোলে এগিয়ে যায় ইরাক। তিন মিনিটের মধ্যে ভারতকে সমতায় ফেরান মহম্মদ সানান। ৭২ মিনিটে ইরাকের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন মুস্তাফা নাওয়াফ। এই ম্যাচে প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েছিলেন বাংলার সাহিল হরিজন।

এশিয়া কাপেই হয়তো নয়া স্পনসর সূর্যদের

নয়াদিল্লি, ২৫ অগাস্ট : অনলাইন গেমিং বিল ইতিমধ্যেই পাশ হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এমন সিদ্ধান্তের ফলে আচমকা ডামাডোল তৈরি হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরে। সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিলদের জার্সির মূল স্পনসর এমনই এক অনলাইন গেমিং কোম্পানি। কেন্দ্রের নয়া সিদ্ধান্তের পর ভারতীয় দলের জার্সির স্পনসর হিসেবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা আর থাকতে পারবে না। এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায়

দৌড়ে টয়োটা, ফিনটেক

প্রশ্ন উঠেছে, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপের আসরেই কি টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে নয়া স্পনসর দেখা যাবে?

স্পষ্ট জবাব এখনও নেই। কিন্তু তার মধ্যেই বিসিসিআইয়ের অন্দরমহল থেকে যে তথ্য সামনে আসছে, তা চমকপ্রদ। টিম ইন্ডিয়ার জার্সির নয়া স্পনসর হিসেবে টয়োটা, ফিনটেকের মতো কোম্পানি আগ্রহ দেখিয়েছে। সর্বভারতীয় এক ইংরেজি দৈনিকের প্রতিবেদন অনুযায়ী টয়োটা কোম্পানি এগিয়ে। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ও চ্যালেঞ্জ হিসেবে আপাতত বোর্ডের কাছে প্রশ্ন, এশিয়া কাপের আগেই কি নয়া কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়ে যাবে? রাত পর্যন্ত এমন প্রশ্নের জবাব মেলেনি। তবে সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে।

২০২৩ সাল থেকে টিম ইন্ডিয়ার জার্সির স্পনসর একটি অনলাইন গেমিং কোম্পানি। সেই কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। তার মধ্যেই সরকারি নির্দেশে এই কোম্পানিকে সরতে হচ্ছে বলে তাদের কোনও ক্ষতিপূরণ বোর্ডকে দিতে হবে না বলে খবর। পাশাপাশি নয়া স্পনসর হিসেবে আরও কয়েকটি কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে বোর্ডের। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বোর্ডের সচিব দেবজিৎ সইকিয়া বলেছেন, 'আমাদের সরকারি নির্দেশ মেনেই চলতে হবে। এর ফলে ভারতীয় দলের জার্সির স্পনসর নিশ্চিতভাবেই বদলাতে চলেছে। দেখা যাক কী হয় শেষ পর্যন্ত।'

বিসিসিআই শীর্ষকর্তাদের মতোই স্পনসর নিয়ে অচলাবস্থা কবে, কীভাবে কাটবে, তা নিয়ে জল্পনায় ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরাও।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **প্রিয় ধৃষিত (সুন্টি) :** তোমার ১০তম জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা রইল। বড়দের আশীর্বাদ নিও। ইতি - **বাবা, মামমাম, দাদান, দাদাই, দোদোনমা, মামাই এবং মণিমা,** গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

অভিষেকেই জয় ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের

ফোনম পেন, ২৫ অগাস্ট : জয় দিয়েই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায় অভিষেক হল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বের ম্যাচে কম্বোডিয়ার পেন ক্রাউনকে ১-০ গোলে হারিয়েছে অ্যান্টোনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। জয়সূচক গোলটি করেন উগান্ডান তারকা ফাজিলা ইকাওয়াপুট।

শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে গোলের জন্য আরও মরিয়া হয়ে ওঠে লাল-হলুদ। ৭০ মিনিটে রেস্টি নানজিরির পাস থেকে গোল করে যান ফাজিলা। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে এই উগান্ডান তারকাকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখেন পেন ক্রাউন গোলরক্ষক চে ফারিয়া। প্রথম ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের। তাদের পরবর্তী ম্যাচ ৩১ অগাস্ট হংকংয়ের কিচি এফসি-র বিরুদ্ধে।

এই প্রতিযোগিতার ইস্টবেঙ্গল দলে রয়েছেন আলিপুরদুয়ারের জীবনদ্বীপ ফুটবল অ্যাকাডেমির দীপিকা ওরাওঁ।

ফাইনালে পাহাড়পুর

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৫ অগাস্ট : জেলা পুলিশের পুলিশ-পাবলিক ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে চড়কডাঙ্গির মাঠে পুরুষ বিভাগে ফাইনালে উঠল পাহাড়পুর জিপি। সোমবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ১-০ গোলে বারোপেটিয়াকে হারিয়েছে। ময়নাগুড়ি ব্লকের চারেরবাড়ি ফুটবল মাঠে মহিলা বিভাগে ফাইনালে উঠল উত্তর মাধবডাঙ্গা ইয়ং স্টার। সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে চূড়াভান্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে জয় পায়। কাকলি রায় ও লক্ষ্মী রায় গোল করেন। পুরুষ বিভাগে সেমিফাইনালে উঠল আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। তারা টাইব্রেকারে ৫-৪ রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়েছে। মাল থানায় বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েত সাডেন ডেথে ৬-৫ গোলে ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারিয়েছে। মেটেলি থানায় মাটিয়ালিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত 'এ' দল ৪-২ গোলে মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত 'এ' দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা ফেড্রিক কিন্ডো।

ইউএস ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার পর নোভাক জকোভিচ। (ইনসেটে) প্রথম রাউন্ডে ফ্রান্সের বেঞ্জামিন বনজির কাছে হেরে র‍্যাকেট ভাঙলেন রাশিয়ার ড্যানিল মেদভেদেভ।

স্ট্রেট সেটে জিতে শুরু সাবালেঙ্কা-নোভাকদের

নিউ ইয়র্ক, ২৫ অগাস্ট : জয় দিয়ে ইউএস ওপেন শুরু করলেন গতবারের মেয়েদের সিঙ্গলসের চ্যাম্পিয়ন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা ও ফাইনালিস্ট জেসিকা পেগুলা। গতবার পুরুষদের সিঙ্গলসের রানার্স টেলর ফ্রিৎজও জিতেছেন। নির্বিঘ্নে দ্বিতীয় রাউন্ডে গিয়েছেন নোভাক জকোভিচও।

তারকাদের প্রত্যাশিত জয়ের মধ্যে অবাক করলেন রাশিয়ান ড্যানিল মেদভেদেভ। ফরাসি ওপেন এবং উইম্বলডনের ধারা বজায় রেখে তিনি ইউএস ওপেন থেকেও বিদায় নিলেন প্রথম রাউন্ডেই। তিনি ৩-৬, ৫-৭, ৭-৬ (৭/৫), ৬-০, ৪-৬ গেমে হারেন ফ্রান্সের বেঞ্জামিন বনজির কাছে। একই প্রতিপক্ষের কাছে উইম্বলডনের প্রথম রাউন্ডেও হার হজম করতে হয়েছিল

আবার প্রথম রাউন্ডে ছিটকে গেলেন মেদভেদেভ

মেদভেদেভকে। মেজাজ হারিয়ে ম্যাচের মাঝেই চেয়ার আম্পায়ারের সঙ্গে তর্কে জড়ান তিনি। হারের পর কোর্টে বসেই নিজের চেয়ারে বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলেন র‍্যাকেট। পরে সাংবাদিক বৈঠকে বলেছেন, 'যথেষ্ট জরিমানা হয়েছে আমার। এখানে মুখ খুলে সেটা আর বাড়াতে চাই না। তবে অন্যদের চেয়ে বেশি জরিমানা দিতে হয় আমায়।'

জকোভিচ ৬-১, ৭-৬ (৭/৩), ৬-২ গেমে হারিয়েছেন লিয়ারেন তিয়েনকে। ফ্রিৎজ ৭-৫, ৬-২, ৬-৩ গেমে জয় পেয়েছেন ইমিলিও নাভার বিপক্ষে।

সাবালেঙ্কা ৭-৬, ৬-১ গেমে হারিয়েছেন রেবেকা মাসারোভাকে। পেগুলা স্ট্রেট সেটে ৬-০, ৬-৪ গেমে জয় পেয়েছেন মায়ার শেরিফের বিরুদ্ধে।

এশিয়ান রেকর্ড গড়ে সোনা জয় আদ্রিয়ানের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : দিন দুয়েক আগেও অতিরিক্ত গরমের কারণে নাক দিয়ে রক্তপাত হয়েছে।

কিন্তু পরিবেশের সমস্যা ও শারীরিক সমস্যাকে উপেক্ষা করে এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে জোড়া সোনা জয় অলিম্পিয়ান শুটার জয়দীপ কর্মকারের পুত্র আদ্রিয়ানের। শুধু সোনা জয় বললে ভুল হবে, নতুন এশিয়ান রেকর্ড গড়েই সোনা জিতেছেন এই বাঙালি প্রতিভাবান শুটার।

রবিবার কাজাখস্তানে জুনিয়ার পর্যায়ে ৫০ মিটার থ্রি পজিশনে দলগত ও ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিতেছেন আদ্রিয়ান। এর মধ্যে ব্যক্তিগত বিভাগে তিনি ৪৬৮.৩ স্কোর করেছেন, যা নতুন এশিয়ান রেকর্ড। উচ্ছ্বসিত আদ্রিয়ান কাজাখস্তান থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'এশিয়ান রেকর্ড গড়তে পেরে আনন্দিত। এটা আমার জীবনের সেরা ফাইনাল। বাছাই পর্বের দুইদিন আগে নাক দিয়ে রক্ত পড়ছিল। যদিও এখানে এই সমস্যার মুখোমুখি

তাসখন্দে এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে নজর কেড়েছেন আদ্রিয়ান কর্মকার।

সবাইকে হতে হয়েছে। বাছাই পর্ব আউটডোরে হয়েছিল। প্রবল হাওয়ার কারণে ভালো ফল হয়নি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'বাছাই পর্বের পর বাবা আমাকে বলেছিল, ফাইনাল ইন্ডোরে হবে। ওখানে হাওয়ার সমস্যা থাকবে না। শুধু যেন বেসিক জিনিসগুলোর ওপরে ফোকাস করি।' আপাতত ২৮ অগাস্ট পরবর্তী ইভেন্টে নামবেন আদ্রিয়ান। সেদিকেই মনঃসংযোগ করছেন তিনি।

এদিকে, সোমবার এশিয়ান শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ২৫ মিটার এয়ার পিস্তলে চতুর্থ হয়েছেন জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী মনু ভাকের। আরেক ভারতীয় শুটার এষা সিং ১৮ পয়েন্ট ষষ্ঠ স্থানে শেষ করেছেন।

এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে সুযোগ পাওয়ার পর মিষ্টি কর্মকার ও স্বপ্নিল দত্ত।

এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে স্বপ্নিল, মিষ্টি

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : বাহারিনে অনুষ্ঠেয় এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে অংশ নেবে জলপাইগুড়ি সাই সেন্টারের স্বপ্নিল দত্ত ও মিষ্টি কর্মকার। মালবাজারের স্বপ্নিল ডিসকাস থ্রো ও মালদার মিষ্টি জ্যাভলিন থ্রোয়ে নামবে। জলপাইগুড়ি সাই সেন্টারের ইনচার্জ ওয়াসিম আহমেদ জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে মিষ্টি জাতীয় ইয়ুথ গেমসে সোনা জিতেছিল। স্বপ্নিল জাতীয় স্কুল গেমসে রুপো পেয়েছিল। যার ফলেই তারা এশিয়ান ইয়ুথ গেমসে নামার অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। *ছবি : অনীক চৌধুরী*

রাজ্য ক্যারাটেতে জেলার ৩২

বেলাকোবা, ২৫ অগাস্ট : হাওড়ার ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ২৬-২৯ অগাস্ট অনুষ্ঠেয় রাজ্য স্কুল ক্যারাটেতে অংশ নেবে জলপাইগুড়ির ৩২ খেলোয়াড়। খেলা হবে অনূর্ধ্ব-১৪, ১৭, ১৯ ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে। সোমবার ছেলেদের ১৬ জনের দলকে নিয়ে দার্জিলিং মেলে কলকাতায় রওনা হয়েছেন কোচ শম্ভু রায় ও তানিয়া রায়। মহিলাদের ১৬ জনের দল মঙ্গলবার রওনা হবে। সঙ্গে থাকবেন ম্যানেজার গোলাপি রায় ও কোচ জানোকি রায়।

মর্মান্তিক মৃত্যু উঠতি ক্রিকেটারের

পুঞ্চ, ২৫ অগাস্ট : পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন জম্মু ও কাশ্মীরের উঠতি ক্রিকেটার ফরিদ হুসেন। ঘটনাটি ঘটে ২০ অগাস্ট। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পুঞ্চ জেলার ফরিদ নিজের স্কুটি নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে ধাক্কা মারেন। আসলে গাড়ির দরজা হঠাৎই খুলে যাওয়ায় ফরিদ নিজের গাড়ির গতি কমাতে পারেননি, দিক পরিবর্তনেরও সময় পাননি। গাড়ির দরজার সঙ্গে ধাক্কা লাগার পর মাটিতে পড়ে যান ফরিদ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অনুপস্থিত জেমি

কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : সোমবার থেকে ফের অনুশীলন শুরু করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শারীরিক অসুস্থতায় এদিন অনুশীলনে ছিলেন না অজি তারকা জেমি ম্যাকলারেন। চোট সারিয়ে দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন শুভাশিস বসু ও কিয়ান নাসিরি। দ্রুত চোট সারিয়ে মনবীর সিং ও অনিরুদ্ধ থাপা অনুশীলনে যোগ দেবেন। নতুন যোগ দেওয়া মেহতাব সিংয়ের ফিটনেসের দিকে বাড়তি নজর ছিল কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার।

পাসিং ফুটবলই হাতিয়ার বিনোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : প্রায় দুই সপ্তাহ পর কলকাতা লিগে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ।

লিগের শেষ ম্যাচে রেলওয়ে এফসি-কে ৩-০ গোলে হারিয়েছিল বিনো জর্জের ছেলেরা। এই মুহূর্তে লিগ তালিকায় ৯ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তবে এখনই সুপার সিক্স নিয়ে ভাবছে না তারা। কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, 'একটা লম্বা বিরতির পর খেলতে নামছে। তবে ছেলেরা প্র্যাকটিসের মধ্যে ছিল। সুপার সিক্স নিয়ে কোনও চিন্তা করছি না। আপাতত শেষ দুইটি ম্যাচ জেতাই লক্ষ্য আমাদের।'

প্রতিপক্ষ জর্জ টেলিগ্রাফ লিগ টেবিলে দশম স্থানে থাকলেও তাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন বিনো। সায়ন্তন দাস রায়ের দলের বিরুদ্ধে পাসিং ফুটবলই হাতিয়ার হতে চলেছে তাঁদের। সোমবার অনুশীলনে পাসিং ফুটবলেই বেশি জোর দিতে দেখা গেল

সামনে আজ জর্জ টেলিগ্রাফ

ইস্টবেঙ্গলকে। কোচ বিনোর স্পষ্ট নির্দেশ, ম্যাচে ভুল পাস করা যাবে না।

এই ম্যাচেও ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, সৌভিক চক্রবর্তী, পিভি বিষ্ণুর মতো সিনিয়াররাই ভরসা ইস্টবেঙ্গলের। চোটের জন্য এই ম্যাচে জেসিন টিকে, নসিব রহমানকে পাবে না লাল-হলুদ শিবির। তবে আশার কথা, চোট সারিয়ে ফিট হয়ে উঠেছেন মনোতোষ মাঝি।

সেমিতে রাইজিং

মালবাজার, ২৫ অগাস্ট : ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের ভীম বাহাদুর দার্নাল, বাঞ্ছারাম সাহা ও পবিত্রকুমার দে ট্রফি ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল ওদলাবাড়ি রাইজিং ফুটবল অ্যাকাডেমি। সোমবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে জয় পেয়েছে শালবাড়ি এফসি-র বিরুদ্ধে। সুজল সাইবো গোল করেন। বুধবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে নামবে বেতগুড়ি টি গার্ডেন ও বিন্নাগুড়ি এফসি।

এআইএফএফ-এফএসডিএলের আলোচনা ইতিবাচক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অগাস্ট : সুখবর ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের জন্য। অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্টের সোমবারের যৌথ সভা অনেকটাই ইতিবাচক বার্তা বয়ে নিয়ে এল।

গত সোমবার অ্যামিকাস কিউরির আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি পিএস নরসিমহা ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, এই দুই পক্ষকে একসঙ্গে মাস্টার রাইটস এগ্রিমেন্ট নিয়ে আলোচনায় বসে সমাধান সূত্র খুঁজে বার করতে হবে। যাতে দেশের সর্বোচ্চ লিগ দ্রুত শুরু করা সম্ভব হয়। ২৮ অগাস্ট আলোচনার ফল জানানোর নির্দেশও দেওয়া হয়। আদালতের এই নির্দেশ মেনে এদিন বেঙ্গালুরুতে ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে, সহমহাসচিব এম সত্যনারায়ণন ও সহ সভাপতি এনএ হ্যারিস ও এফএসডিএলের শীর্ষ কর্তারা আলোচনায় বসেন। পরে ফেডারেশনের তরফে একটি প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়, 'মহামান্য আদালতের নির্দেশমতো এআইএফএফ এবং এফএসডিএল ২০২৪-'২৫ ফুটবল মরশুম শুরু করার জন্য সোমবার আলোচনায় বসে। দুই পক্ষই ইতিবাচক ও গঠনমূলক আলোচনার মনোভাব দেখায় এবং ভারতবর্ষের ফুটবলের অগ্রগতির জন্য ঐকমত্যে পৌঁছানোর সদিচ্ছা পোষণ করে। ২৮ অগাস্ট সুপ্রিম কোর্টে যৌথ প্রস্তাবনা পেশ করা হবে।' কল্যাণ চৌবেকে ফোনে ধরা হলে আদালতের বিচারাধীন বিষয়ে ফেডারেশন সভাপতি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। সূত্রের খবর, আপাতত আইএসএল শুরু করার বিষয়ে দুই পক্ষই একমত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান এমআরএ, যা ৮ ডিসেম্বর শেষ হয়ে যাচ্ছে তা মরশুমের শেষপর্যন্ত নবীকরণ করা হবে। পাশাপাশি চলবে নতুন এমআরএ-র কাজও। যাতে ফুটবল থমকে না যায় সেই ব্যাপারে দুই পক্ষের আপাতত এই ঐকমত্যে পৌঁছানো ভারতীয় ফুটবলের জন্য সুখবর বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে আদালতে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার আগে বুধবার ফের একবার আলোচনায় বসতে পারে দুই পক্ষ।

এদিকে, আই লিগের ক্লাবগুলিও এবার আইএসএলে ওঠানামা চেয়ে চিঠি দিল অ্যামিকাস কিউরিকে। আই লিগের ১০ ক্লাব চিঠি দিয়ে আবেদন করেছে সুপ্রিম কোর্ট যেন এফএসডিএলকে নির্দেশ দেয় আইএসএলে প্রমোশন-রেলিগেশন শুরু করার। যদিও ইতিমধ্যেই প্রমোশন চালু হয়ে গিয়েছে আইএসএলে। যা খবর তাতে অন্তত ১৬ দল না হওয়া পর্যন্ত অবনমনের সম্ভাবনা প্রায় নেই। তবে আই লিগ ক্লাবগুলির অ্যামিকাস কিউরিকে এই চিঠি দেওয়া বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জিতল বিন্নাগুড়ি

ধূপগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : ধূপগুড়ি ফুটবল ক্লাবের এসআরএমবি ধূপগুড়ি কাপ ফুটবলে বিন্নাগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ৩-০ গোলে জলপাইগুড়ির গোল্ডেন ডিয়ার এফসি-কে হারিয়েছে। পৌর ফুটবল মাঠে গোল করেন নিশান্ত লোহার, হরিশ গোয়ালা ও বিবেক ওরাওঁ। ম্যাচের সেরা বিন্নাগুড়ির রৌনক বারা।

খেতাব নির্মল-প্রভাকরের

মালবাজার, ২৫ অগাস্ট : জেটিএস ক্লাবের তমাল দে ও যতীন্দ্রনাথ পোদ্দার ট্রফি ডাবলস ক্যারমে চ্যাম্পিয়ন হলেন নির্মল শর্মা-প্রভাকর বড়ুয়া। ফাইনালে তাঁরা ৩৯-১২ পয়েন্টে সঞ্জীব চক্রবর্তী-অরিন্দম তপাদারকে হারিয়েছেন। ফাইনালের সেরা নির্মল। প্রতিযোগিতার সেরা প্রভাকর।

জীবনজ্যোতিকে হারাল জলন্ধর

চালসা, ২৫ অগাস্ট : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের বিনোদিনী রায় ও শচীন রায় ট্রফি ফুটবলে সোমবার হলদিবাড়ি জলন্ধর ব্রাদার্স ৩-০ গোলে হারিয়েছে জীবনজ্যোতি এফসি-কে। জয় রায়, মহম্মদ রাহুল ও রাকেশ মল্লিক গোল করেন। মঙ্গলবার খেলবে চামুর্চি ভুটান বর্ডার ও ডাঙ্গি এফসি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পূর্ব বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা অজয় অধিকারী - কে 29.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 55B 90386 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এখন আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে যে এতদিন ধরে আমার দেখা সমস্ত স্বপ্ন আমি পূরণ করতে সক্ষম হবো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমি গর্বিত যে আমি আমার পরিবারকে সর্বোত্তম জীবন উপহার দিতে পারবো। আমাকে কোটিপতি বানানোর জন্য আমি আমার মনের মণিকোঠা থেকে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি সদর

জলপাইগুড়ি ও বেলাকোবা, ২৫ অগাস্ট : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের ফুটবলে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল ধূপগুড়ি মহকুমা। সোমবার টাউন ক্লাব মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে মালবাজার মহকুমাকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা। ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে মালবাজার মহকুমার বিরুদ্ধে জয় পায়। জোড়া গোল গোল করে কাকলি রায়। অন্যটি অসিতা মুন্ডার।

অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ধূপগুড়ি মহকুমা। -অনীক চৌধুরী

অনূর্ধ্ব-১৪ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি সদর। মোহিতনগর কলোনি তারাপ্রসাদ হাইস্কুলের মাঠে ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ধূপগুড়ি মহকুমাকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। অনূর্ধ্ব-১৪ মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন ধূপগুড়ি মহকুমা। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ম্যাচে মালবাজার মহকুমার বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করে ভাগ্যশ্রী রায়।

বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ট্রফি নিয়ে নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠাগার (উপরে) ও জেওয়াইএমএ ক্লাব। ছবি : অনীক চৌধুরী

জেলা ক্রীড়া সংস্থার পুরস্কার বিতরণ

জলপাইগুড়ি, ২৫ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সোমবার হল। সুপার ডিভিশন ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন জেওয়াইএমএ ক্লাব। তাদের ট্রফি ও ৭ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। রানার্স নেতাজি মডার্ন ক্লাব ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৫ হাজার টাকা। প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন বানারহাট তরুণ সংঘ। তারা ট্রফি ও ৫ হাজার টাকা পেয়েছে। রানার্স সংঘশ্রী ক্লাবকে ট্রফির সঙ্গে দেওয়া হয় ৩ হাজার টাকা। সুপার ডিভিশন ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নেতাজি মডার্ন ক্লাব ও পাঠগার। তারা ট্রফি ও ৫ হাজার টাকা পেয়েছে। রানার্স জেওয়াইএমএ-কে ট্রফি ও ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়। প্রথম ডিভিশন ফুটবল চ্যাম্পিয়ন ইয়েলমো এফএ। তাদের ট্রফি ও ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়। মহিলা ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়ন জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও রানার্স ঘুঘুডাঙ্গা এসসিসিসি-কে ট্রফি ও আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। জেলার প্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন অ্যাথলেটিক্স মিটে সফল হওয়ার জন্য জেলার ৩৫ জন খেলোয়াড়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অ্যাথলিটদের কোচিংয়ের দায়িত্বে থাকা অনুকূল অধিকারী, রাজীব ভট্টাচার্য, অখিল বর্মন, প্রসেনজিৎ দত্ত এবং রাজীব ভট্টাচার্যকেও (জুনিয়ার) সম্মানিত করা হয়েছে। পুরস্কার তুলে দেন সংস্থার কার্যনির্বাহী সভাপতি গৌতম দেব, সহ সভাপতি অলোক সরকার, সচিব ভোলা মণ্ডল প্রমুখ।